কতিপয় শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১ম-স্কন্ধ ১৪৲ ২য় স্কন্ধ ১০৲
৩য়স্কন্ধ ১৫৲ চতুর্থস্কন্ধ ১৫৲, ৫ম স্কন্ধ ১২৲
৬ষ্ঠ স্কন্ধ ১১৲ ; ৭ম স্কন্ধ ১০৲
৮ম স্কন্ধ ১০৲ ৯ম ১০-০০
১০ম স্কন্ধ ৫৫৲ ৬০৲

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (যন্ত্রস্থ)
শ্রীচৈতন্যভাগবত „
শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্—১ম ৬৲ ২য় ১২৲
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী ১৪৲
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৮·৫০
শ্রীহরিনামচিন্তামণি ১·৭৫
শ্রীশ্রীসরস্বতীবিজয় ·৭৫
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১·০০
শ্রীভজন-রহস্য ১·৬০
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড ·৭৫
শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী ১·৫০
শ্রীচৈতন্যোপনিষৎ ·২৫
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৫০
শ্রীনবদ্বীপধাম ·৭৫
সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ৪·০০
শ্রীলঘুভাগবতামৃত ৫.০০
শরণাগতি ·৫০ ; গীতাবলী ·৬০ ;
গীতমালা ·৬০ ; কল্যাণকল্পতরু ·৬০
সাধককণ্ঠমালা (১০ম সংস্করণ) ২·৫০
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ২·৫০
শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৩৫·০০,৪০-০০
গৌড়ীয়কণ্ঠহার ৬·০০

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-খণ্ড ১·৬
শ্রীব্রহ্মসংহিতা ৩·০
জৈবধর্ম (উত্তম বাঁধান) ১০·০
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ২·
অর্চনপদ্ধতি ১·২
শ্রীশ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা ১০·০০
শ্রীচৈতন্যলীলামৃত ২·০০
শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ২০·০০
উপদেশামৃত [টীকা ও অনুবাদসহ] ১·০
শ্রীশিক্ষাষ্টক [টীকা ও অনুবাদসহ] ·৭৫
চিত্রে নবদ্বীপ ২·৫০
প্রেমবিবর্ত ১·৩০
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ২·০০
প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর ৪৲
শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুর (হিন্দী) ১·০০
গৌড়ীয় দর্শনে পরমার্থের আলোক ১০৲
শ্রীচৈতন্যদর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ-১০, ১৫৲
শ্রীভাগবতধর্ম ·৪০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্ ১০·০০
শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১০·০০
বিলাপকুসুমাঞ্জলী ১·৫০
শ্রীচৈতন্যপদেশরত্নমালা ১·৫০
Rai Ramananda 75
Brahma-Samhita 5·00
Navadvipa ·75
The Bhagabata 1-
Sri Chaitanya's Concept of Theistic Vedanta 7-
Sri Chaitanya Mahaprabhu 5-
Sri Chaitanya's Teachings 12-

প্রাপ্তিস্থান—**শ্রীচৈতন্যমঠ,** পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতম্

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত
স্তোত্রকাব্য

শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহোদয়কৃত
অনুবাদ সহ

শ্রীমুকুন্দদাস বাবাজী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতম্

শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ প্রণীত

শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজি-মহোদয়কৃত

অনুবাদ-সহিত

তৃতীয়সংস্করণ

শ্রীমান্ কানাইলাল অধিকারী কাব্য-বৈষ্ণবদর্শন তীর্থ, পুরাণ-ভক্তিরত্ন

কর্তৃক সংস্কৃত ও সম্পাদিত

শ্রীনবদ্বীপধামতঃ

শ্রীমুকুন্দদাস বাবাজী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

আনুকূল্য প্রতিশতক ৫০ নঃপঃ

একত্র তিনশতক ১'৩০ নঃপঃ

তৃতীয় প্রকাশ—শ্রীমদ্ভাগবতপূর্ণিমা, ৪৭৭ শ্রীগৌরাব্দ,
১৭ ভাদ্র ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রাপ্তিস্থান—

১। "শ্রীহরিবোল কুটির"
পোড়াঘাট
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।

২। "মহেশ লাইব্রেরী"
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

৩। "সংস্কৃত-পুস্তক-ভাণ্ডার"
৩৮, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

৪। শ্রীবৃন্দাবন—"শ্রীবৈষ্ণব-সেবাসঙ্ঘ"
শ্রীপঞ্চানন দাস, গোপীনাথ ঘেরা, পোঃ বৃন্দাবন, মথুরা

মুদ্রাকর ঃ—
শ্রীজগদীশ দাশ
শ্রীগুরু আর্ট প্রেস
১৬ নলীন সরকার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪

প্রবেশিকা

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-বিরচিত এই গ্রন্থখানি একশত শতকে সম্পূর্ণ ছিলেন বলিয়া জানা গেলেও মাত্র ১৭টি শতক পাওয়া গিয়াছে। পরমপূজ্যপাদ গ্রন্থকার যে লোকাতীত-মহামহিমময় শ্রীবৃন্দাবন-সৌন্দর্য মাধুর্য্যের মহাকবি—তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থখানি ভাব-প্রাচুর্য্যে, বর্ণনাসৌন্দর্যে, বস্তুবৈভবে এবং কল্পনা গৌরবে সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে এক নিরুপম রত্নই বটে। এই গ্রন্থ সকল সাধকেরই নিরতিশয় কল্যাণ প্রসব করিতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীপাদের লেখনীতে শ্রীবৃন্দাবন-বর্ণনা অতি চমকপ্রদ, অতিসুন্দর ও অতি মধুর। শ্রীবৃন্দাবনীয় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাবতীয় বস্তুর প্রতি সম্মানজ্ঞাপন, চিদানন্দ বৃন্দাবনের স্বরূপ সাক্ষাৎকার, বৃন্দাবনবাসীর নিকট অপরাধসত্ত্বে তত্ত্বের অস্ফূর্ত্তি, তাঁহাদের সেবা, বৃন্দাবনবাসানুরোধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, বাসনিষ্ঠা, বাসফল, গুরুতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পুনঃপুনঃ স্থূণা-নিখনন-ন্যায়ে যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন—তাহা অতি প্রগাঢ়, ভাবৈকগম্য, কৃপালভ্য এবং অনুরাগৈক-সংবেদ্য।

আলোচনা—(১) এই শতক সার্ব্বজনীন গ্রন্থ, সম্প্রদায়-সীমার অতীত; শ্রীসরস্বতীপাদের পন্থানুসরণে দৈন্য-বৈরাগ্য, শ্রীনাম গ্রহণ ও রূপচিন্তা ইত্যাদি করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের, শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধার, তৎপরিকরগণের ও নিজসিদ্ধদেহের তত্ত্বস্ফুরণ হইবে এবং তাহাতেই রাগানুগীয় ভজনের পথ পরিষ্কার হইবে।

(২) এই গ্রন্থে লীলাবিলাস অপেক্ষা সম্প্রয়োগের প্রতি অধিকতর আবেশ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে (২০।২৬) শ্রীচক্রবর্তিপাদের এবং নিকুঞ্জরহস্যস্তবে স্বয়ং শ্রীরূপপাদেরও সম্প্রয়োগ-সম্ভোগ-বর্ণনায় আবেশ দৃষ্ট হইতেছে।

(৩) শ্রীসরস্বতীপাদ হ্রদবৎ লীলারই পক্ষপাতী ; স্রোতোবৎ লীলা এবং হ্রদবৎ লীলা উভয়ই আস্বাদ্য, উভয়ই উপাস্য। রুচিভেদে দুইই উত্তম। 'যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্।'

(৪) অজাত-তাদৃশরুচি সাধক রাগানুগামার্গে বৈধীসম্বলিতভাবে ভজন করিবেন—ইহাই শ্রীজীবপাদের নির্দেশ। পক্ষান্তরে জাত-তাদৃশ-রুচি সাধক কি ভাবে রাগানুগীয় ভজন করিবেন—তাহারই উন্নত উজ্জ্বল আদর্শ জ্বলন্ত অক্ষরে জীবন্তভাবে দেখাইয়াছেন শ্রীপাদ সরস্বতীঠাকুর। তাঁহার প্রতি অক্ষরে বৈদ্যুতিক শক্তি নিহিত আছে—তিনি যেন অগ্নি-মন্ত্রের উপাসক ছিলেন।

(৫) এই গ্রন্থ একবিষয়াত্মক কাব্য বলিয়া—অতীব বিস্তৃত আকারে গঠিত বলিয়া—ইহাতে আপাততঃ পুনরুক্তিদোষ দেখা গেলেও ভক্তি বিভাবিতচিত্তে কাব্যরসপারদর্শী সাধক এই পুনরুক্তিকে গ্রাহ্য না করিয়া ইহাতে স্বার্থকতা ও বৈশিষ্ট্য দেখেন। কোনও বস্তুকে হৃদয়ক্ষেত্রে দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করিতে হইলে এইরূপ বাক্য ভঙ্গীতেই লিখিতে হয়।

(৬) এই গ্রন্থের স্থলে স্থলে দুরাচারত্ব, ও দুষ্কার্যত্ব ও জঘন্য পাপানু-ষ্ঠানত্ব প্রভৃতির প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া শ্রীবৃন্দাবনেরই মহামহিমা কীর্তিত হইলেও ভ্রমবশতঃ যেন কেহ এরূপ মনে না করেন যে কোনও ব্যক্তি শ্রীধামে বাসকালে যদি কুপ্রবৃত্তি ও দুঃস্বভাব প্রণোদিত হইয়া পাপানুষ্ঠানে রত হয়, তাহা মার্জনীয় বা সেই সকল দুষ্কর্মের চিন্তা বা কর্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তবৃত্তিতে ভগবদ্‌ভক্তির প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত হয় না ; ফলতঃ মনে ঐরূপ কুধারণার স্থান দেওয়াও মহাপাপ। শ্রীগ্রন্থকার নিজেই স্বকীয় প্রোঢ়িবাদের বিরুদ্ধে যে (১৭।৪৮) সুসিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাও সুধী-গণের আলোচ্য ও দ্রষ্টব্য।

(৭) এই গ্রন্থের ধারাটি অষ্টকালীয় নহে, ইহা বিশেষভাবে অনুরাগের ধারা—যাহা শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতে, উৎকলিকাবল্লরীতে, বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি-প্রভৃতিতে প্রকটিত হইয়াছে—ইহা সেই উৎকটলালসাময়ী ধারা।

মাধুর্য্যকাদম্বিনীকারের মতে 'আসক্তি'-ভূমিকালাভের পর সাধক আর বিধিবদ্ধভাবে চলিতে পারে না। শ্রীজীবচরণ বলিয়াছেন—'রুচিঃ বুদ্ধিপূর্ব্বিকা, আসক্তিস্তু স্বাভাবিকী।' আসক্তির পর হইতে ভজন স্বভাবে পরিণত হয়। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ কপিলোপাখ্যানের টীকায় লিখিয়াছেন যে রাগানুগীয় সাধক প্রথম হইতেই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ভজন করেন, সুখপূর্ব্বক, আনন্দের সহিত—স্বভাবের প্রেরণায় ভজন করেন। রোগীর মিছরি আস্বাদনের দৃষ্টান্ত রাগানুগীয় সাধক সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত, রাগানুগীয় সাধক সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। যথার্থ রাগানুগীয় সাধক অতি বিরল—"রুচের্বিরলত্বাৎ" [ভক্তিসন্দর্ভঃ]; অতএব শ্রীসরস্বতীপাদের এই ভজন—বিশেষভাবে অনুরাগের ভজন।

উজ্জ্বলনীলমণিতে আছে যে—তুঙ্গবিদ্যাদি দক্ষিণা প্রখরা—কাজেই পূর্বস্বভাবানুসরণে শ্রীসরস্বতীপাদকে 'দক্ষিণা' নায়িকা বলিতে হয়; যেহেতু তিনি মান, বাম্য ইত্যাদির বিশেষ পক্ষপাতী নহেন; অথচ মিলন, অনুরাগ ইত্যাদির সবিশেষ পক্ষপাতী, কাজেই শতকগুলির ঝোঁক নিত্যবিহারের দিকে, নিত্য নিকুঞ্জ মিলনের দিকে—শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতাদির ন্যায় অষ্টকালীন ধারা নহে।

সরল কথায় বলিতে গেলে—শ্রীসরস্বতীপাদের ভাবধারায় ও ভজন পদ্ধতিতে তীব্র অনুরাগ, তীব্র ভজন, তীব্র বৈরাগ্য, নিরন্তর স্মরণ, নিরন্তর স্ফুর্ত্তি, নিরন্তর আবেশ এবং আত্মহারা ব্যাকুলতা ইত্যাদি স্পষ্টই অনুভূত হয়। 'সাসঙ্গ ভজন'—আসক্তিযুক্ত ভজন—প্রাণের ভজন না হইলে তীব্র ভক্তিযোগ না থাকিলে মৃদুমন্থর ভজনে কোন কালেও ফল-লাভের আশা নাই। বস্তুতঃ শতকের রসতন্ময়তা, আনন্দ বিহ্বলতা ও অনুরাগোন্মাদনা প্রচুরতর আস্বাদ্য ও উপভোগ্য।

শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতের প্রতি শতকে শ্লোক-সংখ্যা*

প্রথম শতকে	১০০	সপ্তম শতকে	১০২	ত্রয়োদশ শতকে	১০০
দ্বিতীয় শতকে	৯৯	অষ্টম শতকে	১০০	চতুর্দশ শতকে	১০৪
তৃতীয় শতকে	১০৯	নবম শতকে	১০৩	পঞ্চদশ শতকে	১০৫
চতুর্থ শতকে	১১৩	দশম শতকে	১০২	ষোড়শ শতকে	৯৮
পঞ্চম শতকে	১০০	একাদশ শতকে	১১৭	সপ্তদশ শতকে	১২৬
ষষ্ঠ শতকে	৯৫	দ্বাদশ শতকে	৯৮	মোট	১৭৭১

শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতের হিন্দী (ব্রজভাষায়) অনুবাদ—শ্রীগোবিন্দের সেবাধিকারী প্রসিদ্ধ শ্রীহরিদাস গোস্বামীপাদের শিষ্য বলিয়া হিন্দী-ভক্তমালে উল্লিখিত শ্রীভগবন্ত মুদ্রিত শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত সপ্তদশ শতকের অনুবাদ করিয়াছেন। রচনা-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। ষোড়শ শক-শতাব্দীর প্রথমপাদে ইঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল।

মঙ্গলাচরণ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জৈ জৈ বিহারী। নাগরী রূপ-গুণ আগরী বিধি সবৈ ভাগরী ভক্তিকো দয়াকারী॥ ভজন হো অগম সো সুগম কিয়ো সহজহীঁ শ্রীরাধিকাকন্তকৌ হিত হিয়ারী॥ মুদিত ভগবন্ত রসবন্ত জে রসিকজন চরণরজ রহসি কৈ শীশধারী। কিয়ো উচ্চার মৈঁ দয়া অনুসার তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জৈ জৈ বিহারী॥১

দোহা—শ্রীবৃন্দাবনরতি শত কিয়ো বাণী মোদ প্রবোধ। ভগবন্ত সো ভাষা করেঁ। সাখা মনকী সোধ। ইতি

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানে

শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ

---

* সম্পাদকীয় সংযোজন।

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতম্

শ্রীশ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতী-গোস্বামিপাদ-বিরচিতম্

প্রথমং শতকম্

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

শ্রীরাধা-মুরলী-মনোহর-পদাম্ভোজং সদা ভাবয়ন্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ পদরজঃস্বাত্মানমেবার্পয়ন্।
শ্রীমদ্ভাগবতোত্তমান্ গুণনিধীনত্যাদরাদানমন্
শ্রীবৃন্দাবন-দিব্যবৈভবমহং স্তোতুং মুদা প্রারভে ॥১॥

ঈশোঽপি যস্য মহিমামৃত-বারিরাশেঃ
পারং প্রযাতুমনলং বত তত্র কেঽন্যে।
কিন্ত্বল্পমপ্যহমিহ প্রণয়াদ্ বিগাহ্য
স্যাং ধন্য ধন্য ইতি মে সমুপক্রমোঽয়ম্ ॥২॥

শ্রীরাধা ও শ্রীমুরলী-মনোহরের পাদপদ্ম নিরন্তর চিন্তা করিয়া,—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পদরজঃ-কণাসমূহে আত্ম সমর্পণ করিয়া,—কল্যাণ-গুণসাগর ভাগবতোত্তমদিগের চরণকমলে অতিশয় আদর পূর্ব্বক বারংবার প্রণাম করিয়া—আনন্দের সহিত আমি শ্রীবৃন্দাবনের দিব্য বৈভবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি ॥ ১ ॥

যে বৃন্দাবনের মহিমামৃত সমুদ্রের পার গমনে স্বয়ং ঈশ্বরও অপারক, সেই কার্য্যে অপর কেই বা সাহস করিবে? কিন্তু প্রণয়ভরে আমি ঐ সমুদ্রে সামান্য পরিমাণে অবগাহন করিয়াও ধন্য হইব—এইজন্যই আমার এই প্রচেষ্টা ॥ ২ ॥

শ্রীমদ্‌বৃন্দাটবি ! মম হৃদি স্ফোরয়াত্ম-স্বরূপ-
মত্যাশ্চর্য্যং প্রকৃতিপরম্ আনন্দ-বিদ্যারহস্যম্ ।
পূর্ণব্রহ্মামৃতমপি হ্রিয়েবাঽভিধাতুং ন নেতি
ব্রূতে যত্রোপনিষদহহাত্রত্য বার্ত্তা কুতস্ত্যা ॥৩॥

রাধাকৃষ্ণ-বিলাসপূর্ণ-সুচমৎকারং মহামাধুরী-
সারস্ফার-চমৎকৃতিং হরিরসোৎকর্ষস্য কাষ্ঠাং পরাম্ ।
দিব্যং স্বাদ্বরসৈকরম্যসুভগাশেষং ন শেষাদিভিঃ
সেশৈর্গম্য-গুণৌঘপারমনিশং সংস্তৌমি বৃন্দাবনম্ ॥৪॥

প্রেমোৎক্যেন বিচিন্ত্যতাং বিলুঠনৈঃ সর্ব্বাঙ্গমাযোজ্যতাং
দেহস্যাস্য সমর্পণেন সুদৃঢ়প্রেমা সমাস্থীয়তাম্ ।

হে শ্রীমদ্‌বৃন্দাটবী ! অত্যাশ্চর্য্যজনক অপ্রাকৃত আনন্দ-বিদ্যা-রহস্য-যুক্ত যে তোমার স্বকীয় স্বরূপ, তাহা আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করাও। যখন পূর্ণব্রহ্মামৃতই বর্ণন করিতে লজ্জিত হইয়া "নেতি নেতি" উপনিষৎ বলিয়া থাকেন, তখন অত্রত্য (এই বৃন্দাবনের) বার্ত্তা বিষয়ে আর কি বলা যাইবে ? ॥ ৩ ॥

যে স্থান শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-সৌভাগ্যে পূর্ণ চমৎকারিত্ব-জনক, যে স্থান মহা-মাধুর্য্যের সার হেতু অতীব বিস্ময়কর,—যে স্থান শ্রীহরির রসোৎকর্ষের (শৃঙ্গার রসের) পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদক, অপ্রাকৃত ও আস্বাদনীয় মুখ্য উজ্জ্বল-রসের অশেষ সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত (অথবা—উন্নত উজ্জ্বল রসের দ্বারাই অশেষভাবে একমাত্র রমণীয় ও সৌভাগ্য-মণ্ডিত), ঈশ্বর সহিত শেষাদি দেবগণ পর্য্যন্ত যাঁহার গুণরাশির বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না,—এমন শ্রীবৃন্দাবনকে আমি দিবানিশি সম্যক্ প্রকারে স্তব করিতেছি ॥ ৪ ॥

প্রেমোৎকণ্ঠাভরে (শ্রীধামের) চিন্তা কর,—বিলুণ্ঠনের জন্য সর্ব্বাঙ্গের নিয়োগ কর,—এই (ভৌতিক) দেহের সমর্পণ করিয়া সুদৃঢ় প্রেমার

রাধাজানিরুপাস্যতাং স্থিরচর-প্রাণীহ সন্তোষ্যতাং
শ্রীবৃন্দাবনমেব সর্ব্বপরমং সর্ব্বাত্মনাশ্রীয়তাম্ ॥৫॥

বেদান্তাঃ প্রতিপাদয়ন্তি মুখতো নোচেত্ততঃ কিং, ন চেন্
মন্যন্তে বত শাস্ত্রগর্ত্তপতিতা দুস্তর্কিণঃ কিং ততঃ।
নো চেদ্ বা জগতোঽনুভূতিপদবীং যাতস্ততঃ কিং মম
স্বাত্মা বজ্রসহস্রবিদ্ধ ইব ন স্পন্দেত বৃন্দাবনাৎ ॥৬॥

প্রোদঞ্চৎপিকপঞ্চমং প্রবিলসদ্বংশীসুসঙ্গীতকং
শাখাখণ্ড-শিখণ্ডি-তাণ্ডব-কলং প্রোল্লাসিবল্লিদ্রুমম্।
ভ্রাজন্মঞ্জু-নিকুঞ্জকং খগকুলৈশ্চিত্রং বিচিত্রং মৃগৈ-
র্নানাদিব্যসরঃসরিদ্ গিরিবরং ধ্যায়ামি বৃন্দাবনম্ ॥৭॥

আশ্রয় লাভ কর,—শ্রীরাধা-নাগরকে উপাসনা কর,—শ্রীধামের স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিমাত্রকেই সন্তুষ্ট কর,—এইরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবনই কায়-মনোবাক্যে আশ্রয় কর ॥ ৫ ॥

শ্রীবৃন্দাবন মহিমা—বেদান্তসকল মুখে (মুখ্যবৃত্তিতে) প্রতিপাদন না করিলেই বা আমার কি ? শাস্ত্র-গর্ত্তে নিপতিত কু-তার্কিকগণ যদি শ্রীবৃন্দাবনের সম্মান না করে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? এবং ঐ ধাম-মাহাত্ম্য জগদ্বাসীর অনুভব গোচর না হইলেই বা আমার কি ? আমার দেহ সহস্র বজ্র কর্ত্তৃক বিদ্ধের মত হইয়া যেন বৃন্দাবন হইতে অন্যত্র ঈষন্মাত্রও চালিত না হয় ॥ ৬ ॥

যে ধামে কোকিল-কুল উদাত্ত পঞ্চম স্বরে আলাপ করে,—বংশীর সুমোহন তানের সহিত যে স্থলে সুমধুর সঙ্গীত শ্রুতিগোচর হয়,—যে ধামের প্রতি বৃক্ষশাখায় ময়ূরগণের তাণ্ডব নৃত্য-সহকারে অস্ফুট মধুর ধ্বনি হয়,—যে স্থানে লতা ও বৃক্ষসমূহ (ফল ফুলে) উল্লসিত,—যে ধামে জ্জ্বল নিকুঞ্জ সমূহ শোভমান,—নানা জাতীয় বিহঙ্গ কুল ব্যাপ্ত নানা-

স্থূলং সূক্ষ্মং কারণং ব্রহ্মতুর্য্যং
শ্রীবৈকুণ্ঠো দ্বারকা জন্মভূমিঃ।
কৃষ্ণস্যাথো গোষ্ঠবৃন্দান্যনন্তং
গোপ্যাক্রীড়ং ধাম বৃন্দাবনান্তঃ ॥৮॥

অত্যাশ্চর্য্যা সর্ব্বতোঽস্মাদ্ বিচিত্রা
শ্রীমদ্‌রাধা-কুঞ্জবাটী চকাস্তি।
আদ্যো ভাবো যো বিশুদ্ধোঽতি পূর্ণ-
স্তদ্রূপা সা তাদৃশোন্মাদি সর্ব্বা ॥৯॥

তত্রৈবাবির্ভূয় সদ্রূপশোভা-
বৈদগ্ধ্যান্যোঽন্যানুরাগাদ্ভুতৌঘৌ।
নিত্যাভঙ্গপ্রোন্মদানঙ্গরঙ্গৌ
রাধাকৃষ্ণৌ খেলতঃ স্বালিজুষ্টৌ ॥১০॥

বিধ পশু সমাকীর্ণ এবং নানাবিধ দিব্য সরোবর নদী ও পর্ব্বতাকীর্ণ—সেই বৃন্দাবনকে ধ্যান করি ॥ ৭ ॥

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও তুরীয় ব্রহ্ম, শ্রীবৈকুণ্ঠ, দ্বারকা, জন্মভূমি (মথুরা বা গোকুল,) কৃষ্ণের গোচারণ স্থলী সকল এবং অনন্ত গোপীকুঞ্জ ইঁহারা সকলেই বৃন্দাবনের অন্তর্ভুক্ত ॥ ৮ ॥

অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ও পরিদৃশ্যমান্ জগৎ হইতে অতীব সুন্দর শ্রীরাধার কুঞ্জবাটী শোভা পাইতেছে। বিশুদ্ধ ও অতিপূর্ণ যে আদ্য (শৃঙ্গারাখ্য) ভাব, শ্রীরাধারাণীর কুঞ্জবাটী তৎস্বরূপা এবং তদীয় যাহা কিছু সকলই তাদৃশ উন্মাদনাই জন্মাইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

সেই স্থানে রূপশোভা-বৈদগ্ধী ও পরস্পরের প্রতি অনুরাগের অদ্ভুত সাগর এবং নিত্য ও ভঙ্গরহিত উন্মাদনকারী অনঙ্গ রঙ্গের সহিত আবির্ভূত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিজ সখীগণের সহিত খেলা করিতেছেন ॥ ১০ ॥

অত্যুৎকৃষ্টে সকলবিধয়া শ্রীলবৃন্দাবনেঽস্মিন্
দোষান্ দৃষ্টান্নিজহতদৃশা বাস্তবান্ যে বদন্তি।
তাদৃঙ্ মূঢ়া হরি হরি! মম প্রাণবাধেঽপ্যদৃশ্যাঃ
সংভাষ্যা বা কথমপি নহি প্রাণ-সর্ব্বস্বহান্যা॥ ১১॥

ব্রহ্মানন্দমবাপ্য তীব্রতপসা সম্যক্ প্রসাদ্যেশ্বরং
গোরূপাঃ সকলা ইহোপনিষদঃ কৃষ্ণে রজন্তি ব্রজে।
বৃন্দারণ্যতৃণং তু দিব্য-রসদং নিত্যং চরন্ত্যোঽহনিশং
রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজোত্তম-রসাস্বাদেন পূর্ণা হি তাঃ॥ ১২॥

শ্রীবৃন্দাবনবাসিনি স্থিরচরে দোষান্ মম শ্রাবয়েদ্
যোঽসৌ কিং শতধা ছিনত্তি ন স মাং শস্ত্রৈর্ব্বথাস্ত্রৈঃ শিতৈঃ।
সর্ব্বাধীশিতুরত্র জীবনবনে যো দ্বেষ মাত্রং চরেদ্
একস্যাপি তৃণস্য ঘোরনরকাত্তং কঃ কদা বোদ্ধরেৎ॥ ১৩॥

শ্রীবৃন্দারণ্য-শোভামৃতলহরি-সমালোকতো বিহ্বলা মে
দৃষ্টির্বাভাতু বৃন্দাবনমহিম-সুধা বারিধৌ মজ্জতাদ্ধীঃ

সর্ব্বপ্রকারে অতি উৎকৃষ্ট এই শ্রীধাম বৃন্দাবনে নিজ দুর্ভাগ্যবশতঃ দৃষ্ট দোষ সমূহকে যাহারা সত্য বলিয়া বর্ণনা করে—অহো! সেই মূঢ় ব্যক্তি-গণকে আমি প্রাণ-সঙ্কট উপস্থিত হইলেও দর্শন করিব না। প্রাণ বা যথাসর্ব্বস্ব হানি হইলেও তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিব না॥ ১১॥

উপনিষৎসমূহ ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়াও, তীব্র তপস্যা দ্বারা সম্যকরূপে ঈশ্বরারাধনা করিয়া এই ব্রজে গোরূপী হইয়া কৃষ্ণে অনুরক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা দিব্য রসদানকারী বৃন্দারণ্য-তৃণ ভক্ষণ করিয়া দিবানিশি নিত্য রাধা-কৃষ্ণ পাদপদ্মের উত্তম রসাস্বাদনে পরিপূর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন॥১২॥

শ্রীবৃন্দাবনবাসী স্থাবর জঙ্গমে দোষ সমূহ আছে বলিয়া যে ব্যক্তি আমাকে শ্রবণ করায়, সে কি আমাকে শাণিত অস্ত্র দ্বারা শতধা ছেদন করে না? সর্ব্বাধীশের এই প্রাণোপম বনে যে একটি তৃণের প্রতিও স্বল্প দ্বেষাচরণ করে, তবে তাহাকে ঘোর নরক হইতে কবে কে-ই বা উদ্ধার করিবে? ১৩॥

শ্রীবৃন্দারণ্যভূমৌ লুঠতু মম তনু র্বিহ্বলানন্দপূরৈঃ
শ্রীবৃন্দারণ্যসত্ত্বেষ্বহহ তত ইতো দণ্ডবন্মে নতিঃ স্যাৎ ॥ ১৪ ॥

যত্র ক্রীড়ন্তি কৃষ্ণ-প্রিয়-সখ-সুবলাদ্যদ্ভুতাভীরবালা
মোদন্তে যত্র রাধা-রতিময়-ললিতাদ্যুজ্জ্বল-শ্রীকিশোর্য্যঃ।
আশ্চর্য্যানঙ্গরঙ্গৈরহহ! নিশি দিবা খেলনাসক্ত-রাধা-
কৃষ্ণৌ রত্যেকতৃষ্ণৌ মম সমুদয়তাং শ্রীলবৃন্দাবনং তৎ ॥১৫॥

স্বচ্ছং স্বচ্ছন্দমেবাস্ত্যতিমধুর-রসং নির্ঝরাদ্যম্বু পাতুং
ভোক্তুং স্বাদূনি কামং সকলতরুতলে শীর্ণপর্ণানি সন্তি।
কামং নিঃশীতবাতং বিমলগিরিগুহাদ্যস্তি নির্ভীতি বস্তুং
শ্রীবৃন্দারণ্যমেতত্তদপি যদি জিহাসামি হা হা হতোঽস্মি ॥ ১৬

শ্রীবৃন্দারণ্যের শোভামৃত তরঙ্গসমূহ অবলোকন করিতে করিতে নিত্যই আমার লোচন বিহ্বল হউক, শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা-সুধা-সমুদ্রে আমার বুদ্ধি মজ্জন করুক, সান্দ্রানন্দ প্রবাহে বিভোর হইয়া আমার দেহ শ্রীবৃন্দারণ্য-ভূমিতে লুণ্ঠন করুক। অহো শ্রীবৃন্দারণ্যবাসী সর্ব্বজীবের চরণে যেন ইতস্ততঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে পারি ॥ ১৪ ॥

যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা সুবলাদি অদ্ভুত অদ্ভুত গোপবালকগণ ক্রীড়া করেন,—যে স্থানে শ্রীরাধার প্রতি রতিশালিনী ললিতাদি উজ্জ্বল-রস-বিশিষ্টা শ্রীকিশোরীনিচয় আনন্দ পাইয়া থাকেন—দিবানিশি আশ্চর্য্য অনঙ্গ-রঙ্গে খেলনপরায়ণ রতিতেই একমাত্র তৃষ্ণাবিশিষ্ট শ্রীরাধাকৃষ্ণ,—সেই শ্রীবৃন্দাবনকে আমার হৃদয়ে সমুদিত করুন ॥ ১৫ ॥

স্বচ্ছন্দে পান করিবার জন্য স্বচ্ছ অতি মধুর-রস-বিশিষ্ট নির্ঝরাদি আছে,—যথেচ্ছা ভোজনের জন্য সকল তরুতেই সুস্বাদু শীর্ণ পত্র রহিয়াছে—যথেষ্ট উষ্ণ নির্ব্বাত ও ভয়শূন্য বিমল গিরিগহ্বর প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে—এই শ্রীবৃন্দাবন (সর্ব্বথাই) বাসের উপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে—তথাপি হায়! যদি ইহাকে ত্যাগ করি, তবে আমি অত্যন্ত মন্দভাগ্য ॥ ১৬ ॥

মহাপ্রেমাম্ভোধে র্যদনুপমসারং যদমলং
হরিপ্রেমাম্ভোধে র্মধুর-মধুরং দ্বাপবলয়ম্।
মুনীন্দ্রানাং বৃন্দৈঃ কলিতরতি-বৃন্দাবনমহো!
তদেতদ্দেহান্তাবধিকমধিবাসং দিশতু মে॥ ১৭॥

বাপীকূপতড়াগ-কোটিভিরহো দিব্যামৃতাভির্যুতং
দিব্যোদ্যৎফল-পুষ্পবাটিকমনন্তাশ্চর্য্যবল্লীদ্রুমম্।
দিব্যানন্তপতন্মৃগং বনভুবাং শোভাভিরত্যদ্ভুতং
দিব্যানেক-নিকুঞ্জমঞ্জুলতরং ধ্যায়ামি বৃন্দাবনম্॥ ১৮॥

শ্রীরাধিকা-মদনমোহন-কেলিকুঞ্জ-
পুঞ্জৈর্বৃতং দ্রুমলতা-ঘন-রত্নভূমি।
আনন্দমত্ত-মৃগ-পক্ষিকুলাকুলং শ্রী-
বৃন্দাবনং হরতি কস্য হঠান্ন চেতঃ॥ ১৯॥

কস্যাপি দিব্য-রতি-মন্মথকোটিরূপ-
ধামদ্বয়স্য কনকাসিত-রত্নভাসঃ।

যাহা মহাপ্রেম সমুদ্রের উপমারহিত বিমল সার বস্তু, যাহা শ্রীহরির প্রেম-সাগরের অতি মধুর দ্বীপ বলয় সদৃশ ও যাহাতে মুনিশ্রেষ্ঠগণ পরম রতি প্রাপ্ত হয়েন—সেই বৃন্দাবন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমাকে সম্যক প্রকারে আশ্রয় দান করুন্॥ ১৭॥

দিব্য জলে পূর্ণ কোটি কোটি সরোবর, কূপ ও তড়াগযুক্ত, দিব্য দিব্য ফল ও পুষ্পবাটিকা মণ্ডিত, অনন্ত চমৎকারকারী বৃক্ষলতা সমাকীর্ণ, দিব্য দিব্য অসংখ্য ইতস্ততঃ ধাবমান পশু সঙ্কুল, বনভূমির বিচিত্র শোভা সমুদ্ভাসিত এবং দিব্য অগণিত মঞ্জুল (মনোহর) নিকুঞ্জপুঞ্জ পরিশোভিত শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান করি॥ ১৮॥

শ্রীরাধামদনমোহনের কেলিকুঞ্জসমূহে আকীর্ণ, ঘন ঘন বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত রত্নভূমিযুক্ত এবং আনন্দমত্ত পশু-পক্ষী-সমূহের দ্বারা আকুলিত, সেই শ্রীবৃন্দাবন বলাৎকার পূর্ব্বক কাহার চিত্ত না হরণ করিয়া থাকেন?॥ ১৯॥

অত্যদ্ভুতৈর্মদনকেলিবিলাসবৃন্দৈ-
র্বৃন্দাবনং মধুরিমাম্বুধি-মগ্নমীক্ষে ॥ ২০ ॥

গাঢ়াসক্তিমতামপীহ বিষয়েষ্বত্যন্ত-নির্বেদতো
দৃক্পাতেঽপ্যসহিষ্ণুতাতিশয়িনাং যোগে সমুদ্যোগিনাম্।
ব্রহ্মানন্দরসৈকলীন-মনসাং গোবিন্দ-পাদাম্বুজ-
দ্বন্দ্বাবিষ্ট-ধিয়াং চ মোহনমিদং বৃন্দাবনং স্বৈর্গুণৈঃ ॥ ২১ ॥

চিরাদুপনিষদ্গিরামপি বিচার্য্য তাৎপর্য্যকং
ন লব্ধুমিহ শক্যতে যমনু মাধুরী কাপ্যহো।
তমপ্যনুভবেন্মহারসনিধিং যদাবাসত-
স্তদেব পরমং মম স্ফুরতু ধাম বৃন্দাবনম্ ॥ ২২ ॥

সোঢ়্বা পাদপ্রহারানপি চ শতশতং ধিক্কৃতীনাঞ্চ কোটিঃ
ক্ষুত্তৃট্শীতাদি-বাধা-শতমপি সততং ধৈর্য্যমালম্ব্য সোঢ়্বা।

কোনও দিব্য কোটি কোটি রতি-কামদেব রূপবিশিষ্ট (অনির্ব্বচনীয়) বিগ্রহযুগলের স্বর্ণ-নীল-জ্যোতিরুদ্ভাসিত অতীব অদ্ভুত কাম-কেলিবিলাসাদির মাধুর্য্য সাগরে মগ্ন শ্রীবৃন্দাবনকে আমি দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ২০ ॥

এই সংসারের বিষয় সমূহে গাঢ় আশক্তিযুক্ত ব্যক্তিদিগের অতি নির্ব্বেদ (বৈরাগ্য) বশতঃ ঐ বিষয়েই দৃকপাত করিতে ও অত্যন্ত অসহিষ্ণু-দিগের—যোগমার্গে সম্যক্ প্রকারে উদ্যোক্তাগণের—কেবলমাত্র ব্রহ্মানন্দরসেই মগ্নচিত্ত ব্যক্তি বর্গের এমন কি গোবিন্দপাদপদ্মে আবিষ্টচিত্ত ভক্তবৃন্দেরও মন এই শ্রীবৃন্দাবন স্বকীয় গুণরাশিতে মোহিত করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

বহুদিন পর্য্যন্ত উপনিষৎ বাক্য সমূহের তাৎপর্য্য বিচার করিয়াও হায়! অণুমাত্রও যে মাধুরী লাভ করিতে সাধ্য হয় না, পরন্ত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াই সেই মধুরিমা সমুদ্রের আস্বাদন হইতে থাকে; সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীধাম বৃন্দাবন আমার স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ২২ ॥

শত শত পাদ প্রহারও সহ্য করিয়া, কোটি কোটি ধিক্কারও সহ্য করিয়া, ধৈর্য্য সহকারে সতত ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীত গ্রীষ্মাদির শত শত বাধা

মুঞ্চন্ শোকাশ্রুধারামতিকরুণগিরা রাধিকাকৃষ্ণনামা-
ন্যুদ্গায়ন্ কর্হি বৃন্দাবনমধি বিকলোঽকিঞ্চনঃ সঞ্চরামি ॥২৩॥

অদ্য শ্বো বা যাস্যতীদং কুদেহং
সর্ব্বে ভোগা যান্তি তত্র স্থিতেঽপি।
কস্মাৎ সৌখ্যাভাসমুচ্চৈর্বিভর্ষি
নিত্যানন্দে নন্দ বৃন্দাবনান্তঃ ॥ ২৪ ॥

কিং নো ভূপৈঃ কিং নু দেবাদিভির্বা
স্বাপ্নৈশ্বর্য্যোৎফুল্লিতৈঃ কিঞ্চ মুক্তৈঃ।
শূন্যালম্বৈ র্বৈষ্ণবৈ র্বাপি কিং নঃ
শ্রীমদ্‌বৃন্দাকাননৈকান্তভাজাম্ ॥ ২৫ ॥

শং সর্ব্বেষামপ্রয়াসেন দাত্রী
দ্বি-ত্রৈকান্তি-প্রেমমাত্রৈকপাত্রী।

বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও কবে শোকাশ্রুধারা পরিত্যাগ করিতে করিতে শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণের নামাবলি অতি করুণ ধ্বনিতে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে বিকলচিত্তে অকিঞ্চন হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিব ॥২৩॥

অদ্য কিম্বা কল্যই এই কুৎসিৎ দেহপাত হইবে, আর দেহ থাকিলেও অচিরে সকল ভোগ ফুরাইয়া যাইবে। কেন এই পার্থিব বস্তুসমূহের সুখের আভাসে মত্ত হইতেছ? অতএব নিত্যানন্দদায়ী শ্রীবৃন্দাবনেই আনন্দ লাভ কর ॥ ২৪ ॥

একান্তভাবে শ্রীবৃন্দাবনাশ্রয়ী আমাদের নৃপতিগণেরই বা কি প্রয়োজন? দেবগণেরই বা কি আবশ্যক? আর স্বাপ্ন-ঐশ্বর্য্যতুল্য ঐশ্বর্য্য দ্বারা উৎফুল্লিত মুক্তগণের দ্বারাই বা আমাদের কি প্রয়োজন? অপর শূন্যাবলম্বী (পরব্যোম বৈকুণ্ঠাদি প্রাপ্তিই যাঁহাদের লক্ষ্য) বৈষ্ণবগণেরই বা আমাদের কি আবশ্যক? ২৫ ॥

অনায়াসে সকলের সুখ-বিধানকারী, দুই তিন (মুষ্টিমেয়) একান্তী

আনন্দাত্মাঽশেষসত্ত্বানি ধাত্রী
শ্রীবৃন্দাটব্যস্তু মেঽন্ধস্য ধাত্রী ॥ ২৬ ॥

বেণুং যত্র ক্বণয়তি মুদা নীপমূলাবলম্বী
সম্বীত-শ্রীকনকবসনঃ শীতকালিন্দিতীরে।
পশ্যন্ রাধাবদনকমলং কোঽপি দিব্যঃ কিশোরঃ
শ্যামঃ কামপ্রকৃতিরিহ মে প্রেম বৃন্দাবনেঽস্তু ॥ ২৭ ॥

তৈস্তৈঃ কিং নঃ পরমপরমানন্দ-সাম্রাজ্যভোগৈঃ
কিংবা যোগৈঃ পরপদকৃতে কিং পরৈর্বাভিযোগৈঃ।
বাসেনৈব প্রসভমখিলানন্দ-সারাত্তিসারং
বৃন্দারণ্যে মধুর-মুরলী-নাদমাকর্ণয়িষ্যে ॥ ২৮ ॥

শ্রীবস্ত্রাভরণাদিহৃৎ-করপদাদ্যুৎকর্ত্তদাহাদিভিঃ
নিন্দা-সংস্তব-কোটিভি র্বহুবিভূত্যত্যন্ত-দৈন্যাদিভিঃ।
জীবন্নেব মৃতো যথা ন বিকৃতিং প্রাপ্তঃ কথঞ্চিৎ ক্বচিৎ
শ্রীবৃন্দাবনমাশ্রয়ে প্রিয়মহানন্দৈককন্দং পরম্ ॥ ২৯ ॥

জনেরই কেবল প্রেমের পাত্র—আনন্দ স্বরূপ নিখিল জীবের ধারণকারী সেই শ্রীবৃন্দাটবী মাদৃশ অন্ধজনের ধাত্রী (পালয়ত্রী) হউন ॥ ২৬ ॥

শীতল যমুনাতীরে কদম্বমূলাবলম্বী সুন্দর পীতবস্ত্র পরিহিত, শ্যামবর্ণ কাম-প্রকৃতি-বিশিষ্ট কোনও এক দিব্য কিশোর শ্রীরাধার বদন-কমল দর্শন করিতে করিতে যে স্থানে আনন্দে বেণুবাদন করিতেছেন—সেই শ্রীবৃন্দাবনে আমার প্রেম হউক ॥ ২৭ ॥

অতীব পরমানন্দ-বিধায়ক সেই সমস্ত সাম্রাজ্য ভোগেই বা আমাদের কি? উৎকৃষ্ট (স্বর্গাদি) স্থান প্রাপ্তি উদ্দেশ্যে যোগসমূহ দ্বারাই বা কি লাভ? অন্যান্য বিষয়ে অভিনিবেশ করিয়াই বা কি ফল? যেহেতু বৃন্দাবনে বাস করিলেই ত নিখিল আনন্দের সারাৎসার মধুর মুরলীনিনাদ হঠাৎ কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিবে ॥ ২৮ ॥

উত্তম উত্তম বস্ত্র ও আভরণাদি লাভে, হৃদয় ও কর-চরণাদির ছেদন

দুঃখান্যেব সুখানি বিদ্ধ্যপযশো জানীহি কীর্ত্তিং পরাং
মন্যেথা অধমৈশ্চ দুষ্পরিভবান্ সম্মানবৎ সত্তমৈঃ।
দৈন্যান্যেব মহাবিভূতিমতিসল্লাভানলাভান্ সদা
পাপান্যেব চ পুণ্যমস্তি যদি তে বৃন্দাবনং জীবনম্॥ ৩০॥

ত্যক্ত্বা সঙ্গং দূরতঃ স্ত্রী-পিশাচ্যাঃ
সর্ব্বাশানাং মূলমুদ্ধৃত্য সম্যক্।
দৈবাল্লব্ধেনৈব নির্ব্বাহ্য দেহং
শ্রীমদ্‌বৃন্দাকাননে জোষমাস্স্ব॥ ৩১॥

ন কুরু ন বদ কিঞ্চিদ্ বিস্মরাশেষদৃশ্যং
স্মর মিথুনমহ সুদ্‌গৌরনীলং স্মরার্ত্তম্।
বহুজন-সমবায়াদ্ দূরমুদ্বিজ্য যাহি
প্রিয় নিবস সুদিব্য-শ্রীলবৃন্দাবনান্তঃ॥ ৩২॥

বা দাহাদিতে অথবা কোটি কোটি নিন্দা ও প্রশংসা দ্বারা, কিম্বা বহু ধন-সম্পত্তি বা দৈন্যাদিতেও জীবন্মৃতবৎ কখনও কোনও প্রকারে বিকার প্রাপ্ত না হইয়া পরম প্রিয় মহানন্দ বীজস্বরূপ এই শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় করিলাম॥ ২৯॥

যদি বৃন্দাবনই তোমার জীবন হয়, তবে দুঃখ সমূহকেই সুখরাশি বলিয়াই গ্রহণ কর, অপযশকেই পরমা-কীর্ত্তি বলিয়া জান, অধম পুরুষগণ কর্ত্তৃক অতিশয় অপমানিত হইলে তাহাকেই সাধুপুরুষের সম্মানবৎ মনে কর। দরিদ্রতা রাশিকেই মহা বিভূতি স্বরূপে, অত্যুত্তম পার্থিব লাভ সমূদয়কে মহা ক্ষতি স্বরূপ এবং পাপসমূহকে পুণ্যরূপে প্রতীত কর॥ ৩০॥

স্ত্রী-পিশাচীর সঙ্গ দূর হইতে ত্যাগ,—সকল বাসনার মূল সম্যক্ প্রকারে উচ্ছেদ এবং দৈবলব্ধ বস্তু দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ ও শ্রীবৃন্দাকাননে প্রীতিপূর্ব্বক বাস কর॥ ৩১॥

তোমার কর্ত্তব্য বা বক্তব্য কিছুই নাই; অশেষ দৃশ্য বস্তু বিস্মৃত হও; কামাতুর সেই গৌর-নীল মিথুনকেই স্মরণ কর। বহু লোকের

করনিহিতকপোলো নিত্যমশ্রূণি মুঞ্চন্
পরিহৃতজনসঙ্গোঽহরোচমানানুযানঃ।
প্রতিপদবহুলার্ত্ত্যা রাধিকাকৃষ্ণদাস্যে
বসতি পরমধন্যঃ কোঽপি বৃন্দাবনেঽস্মিন্ ॥ ৩৩ ॥

অসুলভমিহ লোকে লব্ধুমিচ্ছস্যযত্নাৎ
যদি বিপুলধন-স্ত্রী-পুত্র-গেহোত্তমাদি।
করনিপতিত-মুক্তিং কৃষ্ণভক্তিঞ্চ কাঙ্ক্ষ-
স্যধিবস পরধামৈবাস্ত বৃন্দাবনাখ্যম্ ॥ ৩৪ ॥

বৃন্দাটবী ন হি কবীশ্বর-কাব্যকোটি-
সম্ভাব্যমান-গুণরত্নগণচ্ছটৈকা।
এতামপার-রসখানিমশেষখানি
সংরুধ্য মিত্র মতিমধ্যবসায় যাহি ॥ ৩৫ ॥

সমবায় স্থল হইতে উদ্বিগ্নচিত্তে দূরে যাও ; হে প্রিয় ! অপ্রাকৃত শ্রীমদ্-বৃন্দাবনেই বাস কর ॥ ৩২ ॥

নিত্যই কপোলদেশে ন্যস্ত হস্ত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে নিঃসঙ্গে সেবকানুচর রহিত হইয়া প্রতিক্ষণে বহু আর্ত্তিসহকারে যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাস্য-রসে মগ্ন হইয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন, তিনিই পরম ধন্য ॥ ৩৩ ॥

যদি দুর্ল্লভ বিপুল ধন, স্ত্রী, পুত্র, উত্তমোত্তম গৃহাদি এই সংসারে অনায়াসে লাভ করিতে চাও, করনিপতিত মুক্তি কৃষ্ণভক্তি (এবং প্রেম) প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা কর, তবে অদ্য হইতেই বৃন্দাবন নামক পরম ধামে বাস কর ॥ ৩৪ ॥

কবিশ্রেষ্ঠগণ কোটি কোটি কাব্য রচনা দ্বারাও অদ্বিতীয় শ্রীবৃন্দা-বনের গুণ-রত্ন সমূহের একটি ছটাকেও বর্ণনা করিতে পারেন না। হে মিত্র ! নিখিল ইন্দ্রিয় বৃত্তির সংরোধ করিয়া এই অপার রস-খনি-রূপ বৃন্দাটবীতে স্থিরমতি হইয়া প্রস্থান কর ॥ ৩৫ ॥

বৃন্দাটবী জয়তি কামগবী-স্বরদ্রু-
চিন্তামণীনগণিতানপি তুচ্ছয়ন্তী।
শ্রী-শঙ্কর-দ্রুহিণমুখ্য-সুরেন্দ্রবৃন্দ-
দুর্জ্ঞেয়দিব্যমহিমৈকরজঃকণেন ॥ ৩৬ ॥

বৃন্দাটবী যদি রবীন্দু-হুতাশ-বিদ্যুৎ-
কোটিপ্রভাভিভবকারি-মহাপ্রভাঢ্যা।
স্বাত্মপ্রভা সকৃদপি প্রতিভাতি চিত্তে
বিত্তৈষণাদি ন হি তস্য মনস্যুদেতি ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরাধিকা-মুরলিমোহন-কেলিকুঞ্জ-
পুঞ্জেন মঞ্জুলতরা রসসিন্ধুদোগ্ধ্রী।
স্বানন্দচিন্ময়-মহাদ্ভুত স্বত্ত্ববৃন্দা-
বৃন্দাটবী মম সবীজমঘং নিহন্তু ॥ ৩৮ ॥

বৃন্দাটবী সহজবীত-সমস্তদোষা
দোষাকরানপি গুণাকরতাং নয়ন্তী।

লক্ষ্মী, শঙ্কর, ব্রহ্মা প্রভৃতি সুরশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার অপ্রাকৃত মহিমা কদাপি অবগত নহেন, এমন একটি রজঃকণা দ্বারাও যিনি অগণিত কাম-ধেনু, কল্পবৃক্ষ এবং চিন্তামণিরাশিকেও তুচ্ছ করিতেছেন—সেই শ্রীবৃন্দাটবী জয়যুক্ত হউন ॥ ৩৬ ॥

কোটি কোটি সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও বিদ্যুৎ সমূহের প্রভা পরাজয়কারী মহা দীপ্তিমতী স্বপ্রকাশা বৃন্দাটবী কাহারও চিত্তে একবারও উদিত হইলে তাহার মনে বিষয় বাসনা ইত্যাদি আর স্থান পায় না ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরাধা-মুরলীমোহনের কেলি-কুঞ্জ-পুঞ্জে মনোহরতরা, রস-সমুদ্রের প্রভাবস্থলী স্বানন্দ চিণ্ময়-রসপূর্ণ মহাদ্ভুত প্রাণিবৃন্দ নিষেবিতা বৃন্দাটবী আমার পাপ সমূলে (পাপবীজ—অবিদ্যাসহ) বিনাশ করুন্ ॥ ৩৮ ॥

এই শ্রীবৃন্দাবনে জীবের সমস্ত দোষই সহজে নাশ পায়, ইনি সর্ব্ব দোষে দুষ্টগণকেও গুণমণ্ডিত করেন ; ইনি সকল ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত যে

পোষায় মে সকলধর্ম্মবহিষ্কৃতস্য
শোষায় দুস্তর-মহাঘচয়স্য ভূয়াৎ ॥ ৩৯ ॥

বৃন্দাটবী বহুভবীয় সুপুণ্যপুঞ্জা-
ন্নেত্রাতিথির্ভবতি যস্য মহামহিম্নঃ।
তস্যেশ্বরঃ সকলকর্ম্ম মৃষাকরোতি
ব্রহ্মাদয়স্তমতিভক্তিযুতাঃ স্তবন্তি ॥ ৪০ ॥

বৃন্দাবনে সকলপাবন-পাবনেঽস্মিন্
সর্ব্বোত্তমোত্তম-চর-স্থির-সত্ত্বজাতে।
শ্রীরাধিকারমণ-ভক্তিরসৈককোষে
তোষেণ নিত্য পরমেণ কদা বসামি ॥ ৪১ ॥

বৃন্দাবনে সকলপাবন-পাবনেঽস্মিন্
সর্ব্বোজ্জ্বলোজ্জ্বল উদারমতিঃ সদাঽস্তে।
সর্ব্বোত্তমোত্তম-মহামহিমন্যনন্তে
সর্ব্বাদ্ভুতাদ্ভুত-মহারসরাজ-ধাম্নি ॥ ৪২ ॥

আমি, সেই আমার পালন করুন এবং দুস্তর মহাপাপরাশির শোষণ করুন্ ইহাই প্রার্থনা ॥ ৩৯ ॥

বহু বহু জন্মের সু-পুণ্য পুঞ্জ বশতঃই শ্রীবৃন্দাবন যে মহামহিম পুরুষের নেত্রগোচর হইয়াছেন, তাঁহার সকল (পূর্ব্বসঞ্চিত ও আগামী) কর্ম্মই ভগবান্ মিথ্যা (বিনাশ) করিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মাদি তাঁহাকে অতি ভক্তি সহকারে স্তব করেন ॥ ৪০ ॥

সকল পবিত্রতার পবিত্রতা বিধানকারী, সর্ব্বোত্তমোত্তম স্থাবর জঙ্গম কর্ত্তৃক নিষেবিত এবং শ্রীরাধারমণের ভক্তিরসের একমাত্র কোষ (আধার) স্বরূপা এই শ্রীবৃন্দাবনে কবে নিত্য পরমানন্দে বাস করিব ? ৪১ ॥

সর্ব্বপাবন-পাবন সর্ব্বোত্তমোত্তম মহামহিমান্বিত সর্ব্ব-চমৎকার-চমৎকারী মহারাস (শৃঙ্গার) রাজধানী এই শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল

বৃন্দাবনে স্থিরচরাখিল-সত্ত্ববৃন্দা-
নন্দাম্বুধি-স্নপন-দিব্যমহাপ্রভাবে।
ভাবেন কেনচিদিহামৃতি যো বসন্তি
তে সন্তি সর্ব্বপরবৈষ্ণব-লোকমূর্দ্ধ্নি॥ ৪৩॥
বৃন্দাটবী বিমল-চিদ্ঘন-সত্ত্ববৃন্দা
বৃন্দারক-প্রবরবৃন্দ-মুনীন্দ্র-বন্দ্যা।
নিন্দ্যানপি স্বকৃপয়াদ্ভুত-বৈভবেন
মাদৃক্পশূন্ স্বচরণানুচরীকরোতু॥ ৪৪॥
শাখীন্দ্রৈঃ কোটিকল্পদ্রুম-পরমমহাবৈভবৈঃ সাত্বতশ্রু-
ত্যুদ্গানোন্মত্ত-কীর-প্রমুখ-খগকুলৈঃ কৃষ্ণরঙ্গৈঃ কুরঙ্গৈঃ।
দিব্যৈর্বাপী-তড়াগৈরমৃতময়-সরঃ-সৎসরিদ্রত্নশৈলৈঃ
কুঞ্জৈরানন্দপুঞ্জৈরিব কলয় মহামঞ্জু-বৃন্দাবনং ভোঃ॥ ৪৫॥

রসের (অধিনায়ক) উদারমতি (শ্যামসুন্দর) নিত্যই বিরাজমান আছেন (অথবা সর্ব্বোজ্জ্বলোজ্জ্বল উদারমতি বৈষ্ণব নিত্য বাস করেন)॥ ৪২॥

স্থাবর জঙ্গমাদি নিখিল জীবের আনন্দ-সমুদ্রে মজ্জনকারী, দিব্য মহাপ্রভাবশালী এই বৃন্দাবনে যে কোনও ভাবাশ্রয় করিয়া যাঁহারা আমরণ বাস করেন—তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের শীর্ষস্থানীয়॥ ৪৩॥

শ্রীবৃন্দাটবীতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সকলেই বিমল ও চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন ; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজনীয় মুনীন্দ্রগণ এই ধামের বর্ণনা করিতেছেন। আমার তুল্য নিন্দনীয় পশুদিগকেও শ্রীবৃন্দাবন স্বীয়কৃপা ও অদ্ভুত বিভূতি প্রকাশ করিয়া স্বচরণের কিঙ্করী করুন—এই প্রার্থনা॥ ৪৪॥

কোটি কল্পবৃক্ষের পরম মহাবিভূতি সম্পন্ন বৃক্ষরাজগণ শোভিত, বৈষ্ণব-শ্রুতিসমূহের উচ্চ গানে উন্মত্ত কীর (শারী) প্রমুখ পক্ষিকুল সংব্যাপ্ত, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দপ্রদ হরিণকুল সঙ্কুল, দিব্য দিব্য কূপ তড়াগাদি মণ্ডিত, অমৃতময় সরোবর, নদী ও রত্নশৈলগণ কর্ত্তৃক সমলঙ্কৃত হইয়া পুঞ্জীভূত আনন্দস্বরূপ কুঞ্জরাজি পরিব্যাপ্ত শ্রীবৃন্দাবনের মহামনোহর শোভা হইয়াছে—ওগো! দর্শন কর॥ ৪৫॥

বিশ্বৈশ্বর্য্য-মহাচমৎকৃতিরিয়ং কিং ভাতি সর্ব্বেশিতু-
র্ব্রহ্মানন্দ-সুধাম্বুধেরনবধেঃ কিংবাহদ্ভুতোহয়ং রসঃ।
কিংবা দিব্যসুকল্প-পাদপ-বনশ্রেণ্যাঃ সুবীজং পরং
কৃষ্ণপ্রেম্ন উতাদ্ভুতা পরিণতি র্বৃন্দাটবী কিংন্বিয়ম্॥ ৪৬॥
শ্রীকৃষ্ণে কান্তভাবং ক্ব নু সকলজনোহবশ্যমাপ্নোত্যযত্নাৎ
কৃষ্ণস্যাশ্চর্য্যসীমা পরমভগবতঃ কুত্র লীলাথ মূর্ত্তিঃ।
কুত্রত্যা কৃষ্ণপাদাম্বুজভজন-মহানন্দ-সাম্রাজ্যকাষ্ঠা
ভ্রাতর্বক্ষ্যে রহস্যং শৃণু সকলমিদং শ্রীলবৃন্দাবনেহত্র ॥ ৪৭ ॥
ভ্রাতস্তিষ্ঠ তলে তলে বিটপিনাং গ্রামেষু ভিক্ষামট
সচ্ছন্দং পিব যামুনং জলমলং চীরৈঃ সুকন্থাং কুরু।
সম্মানং কলয়াতি ঘোরগরলং নীচাপমানং সুধাং
শ্রীরাধামুরলীধরৌ ভজ রসাদ্ বৃন্দাবনং মা ত্যজ ॥ ৪৮ ॥

এই বৃন্দাটবী কি সেই সর্ব্বেশ্বরের বিশ্বের ঐশ্বর্য্য সমূহের মহা চমৎকারকারী কারুকার্য্য বিশেষ? না, অসীম ব্রহ্মানন্দ সুধা-সমুদ্রের আশ্চর্য্য কোন অনির্ব্বচনীয় রস-বিশেষ? অথবা, দিব্য দিব্য উত্তমোত্তম কল্পবৃক্ষযুক্ত বনরাজির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীজ বিশেষই কি? না, এই শ্রীবৃন্দাবন কৃষ্ণপ্রেমের প্রশংসনীয় এক অদ্ভুত পরিণতিই কি? ৪৬॥

শ্রীকৃষ্ণে একান্তভাব অনায়াসে সকল জীব কোথায় প্রাপ্ত হয়? পরম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহাশ্চর্য্যজনক কেবল লীলা-বিগ্রহই কোথায় দৃষ্ট হয়? আর কোথায়ই বা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের ভজন জনিত মহানন্দের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়? ভ্রাতঃ! বলিতেছি, রহস্য কথা শ্রবণ কর, এই শ্রীবৃন্দাবনেই ঐ সকল বস্তু প্রাপ্তব্য॥ ৪৭॥

ভ্রাতঃ! বৃক্ষ-তলে-তলে অবস্থান কর, গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা কর, স্বচ্ছন্দচিত্তে যমুনার জল যথেষ্ট পান কর,—চীর (ছিন্নবস্ত্র) দ্বারা উত্তমোত্তম কন্থা তৈয়ার কর,—সম্মান অতি ঘোর বিষ বলিয়া মনে কর, নীচাপমানই সুধা বলিয়া জান। ভাই, অনুরাগে শ্রীরাধা-মুরলীধরের ভজন কর, বৃন্দাবন ত্যাগ করিও না॥ ৪৮॥

কৃষ্ণানন্দরসাম্বুধেঃ পরতরং সারং বিচিত্রোজ্জ্বলা-
কারং পারগতৈরপি শ্রুতিশিরোবৃন্দস্য নেক্ষ্যং মনাক্।
শ্রীবৃন্দাবিপিনং সুদুর্লভতরং প্রত্যাশমাসাদ্য ভোঃ
ক্ষুদ্রাশা কু-পিশাচিকা-বশগতো বম্ভ্রম্যসে কিং বহিঃ ॥ ৪৯ ॥
ভ্রাতস্তে কিমু নিশ্চয়েন বিদিতঃ স্বস্যান্তকালঃ কিমু
ত্বং জানাসি মহামনুং বলবতো মৃত্যোর্গতিস্তম্ভনে।
মৃত্যুস্তৎকরণং প্রতীক্ষত ইতি ত্বং বেৎসি কিংবা যতো
বারংবারমশঙ্ক এব চলসে বৃন্দাবনাদন্যতঃ ॥ ৫০ ॥
শ্রীবৃন্দারণ্য-মনন্য-ভক্তিরসদং গোবিন্দপাদাম্বুজ-
দ্বন্দ্বে মন্দধিয়ো বিদন্তি ন হি তদ্বাসঞ্চ নাশাসতে।
সান্দ্রানন্দরসাম্বুধি নিরবধি যত্রাবিরস্তি ধ্রুবং
নো মজ্জন্তি কুবুদ্ধয়ো বত সমুদ্বিগ্নাঃ সুদুঃখৈরপি ॥ ৫১ ॥
ন বেদাজ্ঞাভঙ্গে কুরু ভয়মযে নাপি বচনং
গুরূণাং মন্যেথাঃ প্রবেশ ন হি লোকব্যবহৃতৌ।

কৃষ্ণানন্দ-রস-সমুদ্রের বিচিত্র উজ্জ্বলাকার শ্রেষ্ঠতম সারের কিঞ্চিৎ মাত্রও শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বেদবিৎ-শিরোমণিগণও দর্শন করিতে পারেন নাই। ভ্রাতঃ! সেই সুদুর্ল্লভতর শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াও ক্ষুদ্র বাসনারূপ কুৎসিত পিশাচের বশবর্ত্তী হইয়া বাহিরে বৃথা ঘুরিতেছ কেন? ৪৯॥

ওহে ভাই! তুমি কি তোমার অন্তকাল (মৃত্যু) কখন হইবে নিশ্চয় জান? বলবান মৃত্যুর গতি স্তম্ভন বিষয়ে কি তুমি কোনও মহামন্ত্র জান? মৃত্যু কি তোমার কার্য্যের জন্য অপেক্ষা করিবে বলিয়া ধারণা আছে যে তুমি বারংবার নিঃশঙ্কচিত্তে বৃন্দাবন হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছ? ৫০॥

শ্রীবৃন্দাবন,—শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্ম যুগলে অনন্য ভক্তিরস দান করিয়া থাকেন। ইহা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অবগত নহে, তাহারা শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে আশাও করে না। অসীম গাঢ় আনন্দ-সমুদ্র যে স্থলে নিশ্চিতই আবির্ভূত হইয়াছেন, হায়! কুবুদ্ধি লোক বহু বহু দুঃখে সমুদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়াও (সেই রস-সমুদ্রে) মজ্জন করিতে চাহে না॥ ৫১॥

কুটুম্বাস্থে দীনে দ্রব ন কৃপয়া নো ভব সিতোঽ-
সকৃৎ স্নেহৈ বৃর্ন্দাবনমনু হঠান্নিঃসর সখে ! ॥ ৫২ ॥

যত্রাভঙ্গস্মরবিলসিতৈঃ ক্রীড়তো দম্পতী তৌ
গৌরশ্যামৌ প্রতিপদ-মহাশ্চর্য্য-সৌন্দর্য্যরাশী ।
সান্দ্রানন্দোন্মদ-রস-মহাসিন্ধু-সংমজ্জিতালী-
বৃন্দৌ বৃন্দাবনমিহ মহাদুর্ভগা নাশ্রয়ন্তে ॥ ৫৩ ॥

রাধানাগর-কেলিসাগর-নিমগ্নালীদৃশাং যৎসুখং
নো তল্লেশলবায়তে ভগবতঃ সর্ব্বোঽপি সৌখ্যোৎসবঃ ।
তত্রাশা যদি কস্যচিন্নিরুপমাং প্রাপ্তুস্য ভাগ্যশ্রিয়ং
তদ্বৃন্দাবননাম্নি ধাম্নি পরমে স্বীয়ং বপু র্ন্যস্যতু ॥ ৫৪ ॥

রাধাকেলিমৃগস্য কস্যচিদহো শ্যামস্য যূনো নব-
স্যাভীরীগণকাঙ্ক্ষ্যমাণ করুণাদৃষ্টেঃ স্মরোন্মাদিনী ।

বন্ধু হে ! বেদাজ্ঞা ভঙ্গে ভয় করিও না,—গুরুজনের (পিতা মাতা প্রভৃতির) বচন মান্য করিও না,—লোক ব্যবহারে প্রবেশ (লোকাপেক্ষা) করিও না—দীনচিত্ত কুটুম্বাদির প্রতি আর করুণার্দ্র-হৃদয় হইও না ; স্নেহে আর বারম্বার ভব (সংসারে) বদ্ধ হইও না ; শ্রীবৃন্দাবন উদ্দেশ্যে শীঘ্রই ধাবিত হও ॥ ৫২ ॥

যে স্থলে নিরন্তর কামবিলাসে ক্রীড়া-পরায়ণ হইয়া, প্রতিক্ষণে মহাশ্চর্য্য লাবণ্য-সৌন্দর্য্যরাশি বিস্তার করিয়া, সেই গৌর-শ্যামাঙ্গ যুগল-কিশোর গাঢ়ানন্দে উন্মত্ততাকারী রস-মহাসমুদ্রে সখীবৃন্দকে নিমজ্জিত করিয়া বিহার করিতেছেন—সেই এই বৃন্দাবন মহা দুর্ভাগ্য-ব্যক্তিগণই আশ্রয় করে না ॥ ৫৩ ॥

শ্রীরাধা-নাগরের কেলি-সমুদ্রে নিমগ্ন সখীর নয়নের যে সুখ হয়, শ্রীভগবানের সকল সুখোৎসবও তাহার লবলেশতুল্য নহে। অনুপম সৌভাগ্য-লক্ষ্মীবান্ কোনও জনের যদি সেই (সুখ) প্রাপ্তির আশা থাকে, তবে শ্রীবৃন্দাবন নামক পরমধামে নিজের দেহপাত করুক্ ॥ ৫৪ ॥

সর্ব্বাম্নায়-দুরূহ-কৃষ্ণরস-সর্ব্বস্বৈক-সঞ্চারিণী
শ্রীবৃন্দাবিপিনাভিধা বিজয়তে কন্দর্পকেলিস্থলী ॥ ৫৫ ॥

মহারঙ্কত্বে বা পরমবিভবে বা বহুতরে
সুখে বা দুঃখে বা যশসি বহুলে বাপযশসি ।
মণৌ বা লোষ্ট্রে বা সুহৃদি পরমে বা দ্বিষতি বা
সমা দৃষ্টির্নিত্যং মম ভবতু বৃন্দাবনজুষঃ ॥ ৫৬ ॥

আশ্চর্য্যং ধাম-বৃন্দাবনমিদমহহাশ্চর্য্যমত্রাপি রাধা-
কৃষ্ণাখ্যং গৌরনীলদ্বয়-মধুরমহ স্তৎপদাম্ভোরুহে চ ।
আশ্চর্য্যঃ শুদ্ধভাবঃ পরমপদমথারুহ্য তন্নিষ্ঠ এবা-
শ্চর্য্যঃ কশ্চিন্মহাত্মা পরমসুবিরল-স্তদ্বিদাশ্চর্য্য এব ॥ ৫৭ ॥

সখে ন জনরঞ্জনং কুরু কদিন্দ্রিয়ানাং সদা
বিধেহি বহুগঞ্জনং প্রণয়ভঞ্জনং সর্ব্বতঃ ।

আভীরীগণ যাঁহার করুণাপূর্ণ দৃষ্টি প্রার্থনা করেন, সেই শ্রীরাধা-কেলি-মৃগ কোনও শ্যামাঙ্গ নবীন যুবকের কামোন্মত্ততাবিধায়ী, সকল বেদের সুগুপ্ত কৃষ্ণরসের সর্ব্বস্বই সম্যক্ প্রকারে বিধারিণী শ্রীবৃন্দাটবী নাম্নী কামবিলাসস্থলী সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান আছেন ॥ ৫৫ ॥

সুদারিদ্রেই হউক অথবা পরম বিভূতিতেই হউক, বিপুল সুখে অথবা বিষম দুঃখে, বহুল যশে অথবা অপযশে, মণিতে অথবা লোষ্ট্রে, পরম বন্ধুতে অথবা পরম শত্রুতে—বৃন্দাবনবাসী আমার নিত্য সমদৃষ্টি হউক ॥ ৫৬

এই শ্রীধাম বৃন্দাবন আশ্চর্য্য ! অহো ! ইহাতেও আর এক আশ্চর্য্য এই শ্রীরাধাকৃষ্ণাখ্য গৌর-নীল বর্ণদ্বয়ের মধুর বিগ্রহ, আর ইঁহাদের পাদ-পদ্মে শুদ্ধ ভাবও এক আশ্চর্য্য ! আবার আর এক আশ্চর্য্য পরমপদ (শ্রীবৃন্দাবনে) আগমন করিয়া যিনি তন্নিষ্ঠ হইয়া আছেন, আর এই সকল তত্ত্বজ্ঞাতা পরম সু-বিরল কোনও মহাত্মাও আর এক আশ্চর্য্যই বটেন ॥৫৭

সখা হে ! লোকরঞ্জন বিষয়ে যত্ন করিও না, সর্ব্বদা সকল দিক্ হইতে যাহাতে প্রণয় ভঙ্গ হইয়া যায় তদ্রূপ এই বিশ্রী ইন্দ্রিয়গণের প্রতি

হঠং ন কুরু বন্ধনে স্থত-কলত্রমিত্রাদিকে
বপুর্ব্যয়-সমীহয়া নিবস বৎস বৃন্দাবনে ॥ ৫৮ ॥

রাধামাধবয়োর্যশাংসি সততং গায়ং স্তথা কর্ণয়ন্
তজ্জীবেষু চ বর্ণয়ন্ সমরসৈঃ সম্ভূয় সন্তর্কয়ন্ ।
কুঞ্জং কুঞ্জমনারতং বহু-পরিষ্কুর্ব্বন্মহাভাবতো
দেহাদৌ কৃতহেলনো দয়িত হে বৃন্দাটবীমাবস ॥ ৫৯ ॥

মুক্তিশ্রীভিঃ স কলিতপদো নারকং যাতি ধাবন্
লব্ধ্বা চিন্তামণিমথ মহাবারিধৌ নিঃক্ষিপেৎ সঃ ।
কৃত্বা বশ্যং সকলভগবচ্ছেখরং শ্বাহধমঃ স্যাদ্-
যো দুর্ব্বুদ্ধি স্ত্যজতি সহসা প্রাপ্য বৃন্দাবনন্তৎ ॥ ৬০ ॥

সেবা বৃন্দাবনস্থ-স্থির-চর নিকরৈষস্তু মে হন্ত কে বা
দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ স্যু স্তত উরুমহিতা বল্লভা যে ব্রজেন্দোঃ ।

বহু গঞ্জনার বিধান কর। স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু ইত্যাদির প্রতি (আসক্তি) বিষয়ে আর হঠ (আগ্রহ) করিও না ; বৎস ! দেহ পণ করিয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে বাস কর ॥ ৫৮ ॥

হে দয়িত ! শ্রীরাধা-মাধবের যশোগীতিকা নিরন্তর গান এবং শ্রবণ করিয়া করিয়া,—শ্রীরাধাগোবিন্দের জীব সমুদয়ের নিকট তাহারই বর্ণনা করিয়া করিয়া,—সমরস-রসিক ভক্তবর্গের সহিত মিলিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া করিয়া,—অনবরত কুঞ্জসমূহ বারংবার পরিস্কার করিয়া করিয়া—মহানুরাগ হেতু দেহাদির বিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া বৃন্দাটবীতেই আবাস কর ॥৫৯

যে দুর্ব্বুদ্ধি মানব বৃন্দাবন আসিয়াও সহসা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায়, সে যেন মুক্তিসম্পদ কর্তৃক গৃহীত পদ হইয়াও নরকের দিকে ধাবিত হয়—হাতে চিন্তামণি পাইয়াও তাহা মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ করে ; আর পরম ভগবানকে বাধ্য করিয়াও সে কুকুরের অধম হয় ॥ ৬০ ॥

শ্রীবৃন্দাবনস্থ স্থাবর জঙ্গমের সেবা আমার লাভ হউক। অহো ! যাঁহারা গোকুলচন্দ্রের বল্লভ (প্রিয়তম), তাঁহারা ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে

এতে হ্যদ্বৈত-সচ্চিদ্রসঘনবপুষো দূরদূরাতিদূর-
স্ফূর্জ্জন্মাহাত্ম্যবৃন্দা বৃহদুপনিষদা-নন্দজানন্দ-কন্দাঃ ॥ ৬১ ॥
নাহং বেদ্মি কিমেতদদ্ভুততমং বস্তু ত্রয়ী-মস্তকৈঃ
স্তব্যং প্রীতিভরেণ গোকুলপতি র্যন্নিত্যমাসেবতে।
কন্দং প্রেমরসস্য কিং মধুরিমোৎকর্ষান্ত্যসীমাদ্ভুতা
সান্দ্রানন্দরসস্য বা পরিণতি র্বৃন্দাবনং পাবনম্ ॥ ৬২ ॥
লোকাঃ স্বচ্ছন্দনিন্দাং বিদধতি যদি মে কিং ততো দীনদীনং
সর্ব্বঞ্চেৎ স্যাৎ কুটুম্বং কিমিব মম ততো দুর্দ্দশাঃ স্যুস্ততঃ কিম্ ?
সেবাধীশস্য ন স্যাদ্ যদি কিমিব ততঃ শ্রীলবৃন্দাবনেঽহং
স্থাস্যাম্যাস্থায় ধৈর্য্যং মম নিজপরমাভীষ্টসিদ্ধি র্ভবিত্রী ॥৬৩॥
কন্থা-কৌপীনবাসা স্তরুতলপতিতৈঃ কপ্তবৃত্তি র্ফলাদ্যৈঃ
কুর্ব্বন্নব্যর্থবার্ত্তাং কথমপি ন বৃথা চেষ্টয়া কালযাপী।

অধিকতর পূজার্হ হয়েন। এই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়জনগণ অদ্বয় সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি ইঁহাদের মহিমা সমূহ দূরাতিদূরে (মানববুদ্ধির অগোচরে) স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন। ইঁহারা অতি প্রাচীন উপনিষৎ সমূহেরও আনন্দজনক যে মহানন্দ-রাশি, তাহারও কন্দ (মূল বীজ) স্বরূপ ॥ ৬১ ॥

না জানি তাহা কেমন অদ্ভুততম বস্তু—বেদসমূহ শির (বহু প্রণতি) দ্বারা যাঁহার বন্দনা করিতেছেন, শ্রীগোকুলপতি প্রেমভরে নিত্য যাঁহার সেবা করিতেছেন, এই সুপবিত্র বৃন্দাবন কি প্রেমরসেরই মূলীভূত বীজ ? অথবা মাধুর্য্যোৎকর্ষের চরমসীমা প্রাপ্ত অদ্ভুত গাঢ় আনন্দ রসেরই পরিণাম ? ৬২ ॥

যদি সকল লোক আমার যথেষ্ট নিন্দা করে, তাহাতে আমার ক্ষতি কি ? যদি আমার সকল কুটুম্ব দীনাতিদীনই হইয়া যায়, তাহাতেই বা আমার অপচয় কি ? আমার অশেষ দুর্দ্দশা হইলেই বা কি ? আর অধীশের (হরির) সেবা করিতে না পারিলেও বা আমার হানি কি ? আমি কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনেই ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিব—অবশ্যই আমার পরমাভীষ্ট বস্তু লাভ হইবে ॥ ৬৩ ॥

ত্যক্ত্বা সর্ব্বাভিমানং প্রতিগৃহমটনং তুচ্ছভৈক্ষায় কুর্ব্বন্
বৃন্দারণ্যে নিবৎস্যাম্যনিশমনুসরন্ রাধিকৈকাত্মলোকান্ ॥৬৪॥

স্ত্রী-মাত্রে মাতৃবুদ্ধিঃ স্থির-চর-সকলপ্রাণিষূপাস্যবুদ্ধি-
র্বাহ্যাশেষার্থলাভেষ্বপি হৃদয়মুখম্লানিকৃদ্ধানিবুদ্ধিঃ।
দেহস্ত্রীবিত্তপুত্রাদিষু ন হি মমধী র্মিত্রবুদ্ধিঃ স্বশত্রু-
স্বাপীড়ায়াং সমন্তাৎ সুখমতিরমিতানন্দ-বৃন্দাবনেঽস্তু ॥৬৫॥

তিক্তীভূতা বিমুক্তি র্বিষমনিরয়বদ্ভাতি সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থাঃ
সর্ব্বে ভোগা ভবন্তি প্রবল-গরল-বহ্ন্যুদ্ভটজ্বালকল্পাঃ।
কীটপ্রায়াঃ সমস্ত-প্রবর-সুরগণাঃ সিদ্ধয়শ্চেন্দ্রজাল-
প্রায়াঃ সংস্বাদ্য বৃন্দাবন-রসিকরসং মাদ্যতে মে হৃদদ্য ॥৬৬॥

কন্থা কৌপীন ধারণ করিয়া, বৃক্ষতলে নিপতিত ফলাদিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া, অব্যর্থ বার্ত্তারই আলোচনা করিয়া, কোনও প্রকারে বৃথা কালযাপন না করিয়া সকল অভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক তুচ্ছ ভিক্ষার জন্য প্রতি গৃহে গমন করিয়া একমাত্র শ্রীরাধিকারই নিজ জনগণের অনুসরণ করিতে করিতে আমি নিরন্তর শ্রীবৃন্দারণ্যেই বাস করিব ॥ ৬৪ ॥

স্ত্রী মাত্রেই আমার মাতৃবুদ্ধি হউক, স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল প্রাণিতেই আমার উপাস্য বুদ্ধি, বাহ্য সকল অর্থলাভেও হৃদয় এবং মুখের ম্লানিজনক হানিবুদ্ধি আসুক। দেহ, স্ত্রী, বিত্ত ও পুত্রাদিতে মমত্ববুদ্ধি তিরোহিত হউক। নিজ শত্রুগণ বিশেষভাবে পীড়াদান করিলেও তাহাদিগের প্রতি আমার মিত্রবুদ্ধি হউক। এই প্রকারে সর্ব্বদা সুখমগ্নচিত্তে অপরিসীম আনন্দময়ী বৃন্দাবনে যেন আমি বাস করিতে পারি ॥ ৬৫ ॥

বিমুক্তি তিক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ বিষম নরকবৎ প্রতীয়মান হইতেছে; নিখিল উপভোগের বস্তু প্রবল গরল ও অগ্নির উদ্ভট জ্বালার মত মনে হইতেছে। শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দেবগণ কীটপ্রায় এবং অষ্টসিদ্ধি ইন্দ্রজাল বলিয়াই প্রতীত হইতেছে—যেহেতু অদ্য আমার হৃদয় বৃন্দাবন-রসিক শ্রীশ্যামসুন্দরের রস আস্বাদন করিয়া মত্ত হইয়াছে ॥৬৬

ত্যক্ত্বা বৃন্দাবনমিদমহো চেদ্বহি র্যাসি নূনং
ক্ষিপ্ত্বা কল্পদ্রুমবরবনং হন্ত শাখোটমেষি।
হিত্বা বৃন্দাবন-রসকথামন্যবার্ত্তা-রুচিশ্চেৎ
জ্ঞাতং ক্ষিপ্ত্বা পরমমমৃতং ভোক্তুমিচ্ছুঃ শ্ববিষ্ঠাম্॥ ৬৭॥

পাপাত্মা পুণ্যবান্ বা প্রসরদপযশা কীর্ত্তিমান্ বা মহাদু-
ষ্প্রাপ-গ্রাসোঽথ সম্রাড়সমজড়মতিঃ সর্ব্ববিদ্যানিধি র্বা।
যঃ কোঽপি স্যাঃ সখে নো গণয় কথমপীক্ষস্ব বৃন্দাবনন্তৎ
ছিন্ধি ছিন্ধি স্বপাশান্ গুরুনিগমগিরা স্বীয়মোহৈকসিদ্ধান্॥ ৬৮

নাহন্তা-মমতে বৃথা কুরু সখে! দেহালয়স্ত্র্যাদিকে
ছিত্ত্বা দুর্জ্জরশৃঙ্খলে গুরুগিরা তে মোহমাত্রোদিতে।
বৃন্দারণ্যমুপেত্য শীঘ্রমখিলানন্দৈক-সাম্রাজ্যসৎ-
কন্দং কন্দফলাদিবৃত্তিরনিশং তন্নাথলীলাং স্মর॥ ৬৯॥

যদি এই বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাও, তবে সত্যই তুমি কল্প-বৃক্ষের শ্রেষ্ঠ বন পরিত্যাগ করিয়া শেওড়া বনেই যাইতেছ। যদি বৃন্দাবন রস কথা ব্যতীত অন্য বার্ত্তায় রুচি হয়, তবে জানিতে হইবে উত্তমোত্তম অমৃত ত্যাগ করিয়া কুকুর-বিষ্ঠা ভোজনেই তোমার ইচ্ছা হইয়াছে॥ ৬৭॥

পাপী বা পুণ্যাত্মা, বিশ্রুতাপকীর্ত্তি বা কীর্ত্তিমান্, মহাদরিদ্র কি মহা সম্রাট, বিষম জড়বুদ্ধি বা সর্ব্ব বিদ্যাবিশারদ,—তুমি যাহাই হওনা কেন, হে সখা! তুমি তদ্বিষয়ে কোনও গণনা (চিন্তা) করিও না; কিন্তু যে কোনও প্রকারে সেই বৃন্দাবন দর্শন কর, আর গুরু ও শাস্ত্র নির্দ্দেশক্রমে নিজ মোহৈকমূলক নিজ পাশসমূহ ছেদন কর॥ ৬৮॥

হে সখে! দেহ, আলয়, স্ত্রী প্রভৃতিতে আর বৃথা 'অহং' 'মম' বুদ্ধি করিও না, মোহ-মাত্র মূলক এই দুর্জ্জর শৃঙ্খলকে গুরুবাক্য দ্বারা ছেদন করিয়া নিখিল সাম্রাজ্যসুখ-বীজস্বরূপ বৃন্দারণ্যে শীঘ্র উপনীত হইয়া কন্দ-ফলাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া বৃন্দাবনচন্দ্রের লীলা নিরন্তর স্মরণ কর॥

ন কুরু ন কুরু মিথ্যা দেহগেহাদ্যপেক্ষাং
মৃতিমখিলপুমর্থভ্রংশিকাং বিদ্ধি মূর্দ্ধ্নি।
চল চল সুহৃদত্রৈবাভিমুখ্যেন বজ্রা-
দপি চ হৃদি কঠোরঃ শ্রীলবৃন্দাবনস্থ ॥ ৭০ ॥
অদ্যৈব মূর্খ চল সর্ব্বমিদং বিহায়
বৃন্দাবনায় সকলার্থ-সুরদ্রুমায়।
শ্রীরাধিকাসুরতনাথ-বিশুদ্ধভাব-
সত্রায় মৈব কুরু কৃত্য-সমাপ্ত্যপেক্ষাম্ ॥ ৭১ ॥
সাধো শক্নোষি নো চেৎ সকলমপি হঠাৎ স্বপ্নকল্পং বিহাতুং
তর্হি ত্বং ধ্যায় বৃন্দাবনমনিশমথোপাস্ব বৃন্দাবনেশৌ।
তন্নামান্যেব নিত্যং জপ সততমথো তৎকথাং সংশৃণুষ্ব
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনস্থানথ পরিচর ভো ভোজনাচ্ছাদনাদ্যৈঃ ॥৭২॥
বস্তুঃ কোটিগুণং শ্রুতং হি সুকৃতং বাসোঽন্নবাসাদিভিঃ
তীর্থে বাসয়িতুঃ স্বয়ং স হি তরেত্তৌ দ্বৌ স যত্তারয়েৎ।

মিথ্যা দেহ গেহাদিতে আর কদাচ অপেক্ষা করিও না, অখিল পুরুষার্থনাশক মৃত্যু মস্তকোপরি দণ্ডায়মান আছে জান ; হে বন্ধো ! অদ্যই শ্রীবৃন্দাবনোদ্দেশে বজ্র হইতেও কঠোর মূর্ত্তি হইয়া চলিতে থাক ॥ ৭০ ॥

অরে মূর্খ! অদ্যই এই সকল (বিষয় সম্পদ্ ইত্যাদি) পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব-বাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীরাধা-সুরতনাথের বিশুদ্ধভাবসত্র (বিশুদ্ধভাবের সুলভ প্রাপ্তি স্থল) এই বৃন্দাবনে যাত্রা কর। আরব্ধ কার্য্যের সমাপ্তি পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা করিও না ॥ ৭১ ॥

হে সাধো! তুমি এই সকল স্বপ্ন-কল্প-বস্তু সহসা ত্যাগ করিতে না পারিলে শ্রীবৃন্দাবন কিশোর-যুগলের উপাসনা করিয়া নিরন্তর শ্রীবৃন্দাবনেরই ধ্যান কর। (অথবা—শ্রীবৃন্দাবনের ও উপাসনীয় শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর ধ্যান কর)। অনুক্ষণ তাঁহার নামাবলি জপ কর, সতত তাঁহার কথাই শ্রবণ কর, আর বৃন্দাবনবাসী সকলের ভোজন বসনাদি প্রদান দ্বারা সেবা কর ॥ ৭২ ॥

প্রেমানন্দরসাত্মধামনি পরে বৃন্দাবনে বাসয়ং-
স্ত্বাশ্চর্য্যাং বৃষভাণুজাপ্রিয়রতিং প্রাপ্নোত্যনায়াসতঃ ॥ ৭৩ ॥

নিষ্কিঞ্চনান্ কৃষ্ণরসে নিমগ্নান্
মহানিরীহান্ জনসঙ্গভীতান্।
বৃন্দাবনস্থান্ বসনাশনাদ্যৈ-
র্যঃ সেবতেঽসৌ বশয়েত্তদীশৌ ॥ ৭৪ ॥

বৃন্দারণ্যমনন্যভাব-মধুরাকারেহিতো রাধিকা-
কৃষ্ণ-ক্রীড়িত-রঞ্জিত-প্রবিলসৎ কুঞ্জাবলীমঞ্জুলম্।
যোঽন্যত্রাপি কৃতস্থিতি র্বিধিবশাচ্ছোচন্ সদা চিন্তয়ে-
ন্নিত্যং তন্মিলনং বিচিন্তয়দহং তদ্ধামযুগ্মং ভজে ॥ ৭৫ ॥

রাজ্যং নিষ্কণ্টকমপি পরিত্যজ্য দিব্যাশ্চ রামাঃ
কামান্ সর্ব্বানপি চ বিহিতাং স্তিক্ততিক্তান্ বিদন্তঃ।

যিনি বস্ত্র অন্ন বা বাসস্থানাদি দ্বারা তীর্থে কাহাকেও বাস করান, তিনি তীর্থে বাসকারী হইতেও কোটি গুণ অধিক সুকৃতির ভাজন হইয়া থাকেন; কারণ, যিনি বাস করেন, তিনি নিজেই উত্তীর্ণ হয়েন, আর যিনি অপরকে বাস করান, তিনি নিজেকে এবং যাঁহাকে বাস করান তাঁহাকে উদ্ধার করেন। শ্রেষ্ঠ প্রেমানন্দ-রস-স্বরূপ শ্রীধাম বৃন্দাবনে যিনি অন্যকে বাস করান, তিনি শ্রীবৃষভানু-দুলালীর প্রিয় শ্রীকৃষ্ণে আশ্চর্য্য রতি অনায়াসে পাইয়া থাকেন ॥ ৭৩ ॥

নিষ্কিঞ্চন, কৃষ্ণরসে নিমগ্নচিত্ত মহানিরীহ ও জন-সঙ্গ-ভীত বৃন্দাবনস্থ ব্যক্তিদিগকে যিনি বস্ত্র ও ভোজনাদি দ্বারা সেবা করেন, তিনি যুগল-কিশোরকেই বশীভূত করেন ॥ ৭৪ ॥

যিনি অন্য স্থানে বাস রূপ দুর্ভাগ্য জন্য দুঃখ করিতে করিতে অনন্য-ভাবে মধুরাকৃতি বৃন্দাবন বিষয়ে লালসান্বিত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের ক্রীড়িত রঞ্জিত ও বিলাসময় কুঞ্জসমূহ পরিশোভিত বৃন্দাবনকে সর্ব্বদা চিন্তা করেন, তাঁহার সহিত (শ্রীবৃন্দাবনে) মিলন যাঁহাদের নিত্য ভাবনার বিষয় সেই জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহদ্বয়কেই আমি ভজনা করি ॥ ৭৫ ॥

হিত্বা বিদ্যা-কুল-ধন-জনাদ্যাভিমানং প্রবিষ্টা
যে শ্রীবৃন্দাবিপিনমপুনর্নির্গমা স্তান্ নমামঃ ॥ ৭৬ ॥

রাধাকৃষ্ণৌ পরমঋণিনৌ কুর্ব্বতঃ সর্ব্বতঃ শ্রী-
বিষ্ণোর্ধাম্নঃ স্ফুরদতিমহানন্দ-বৃন্দাবনস্থান্।
জন্তূন্ হন্তুং বিরচিতকৃতীন্ স্বং পুরুপ্রেমভাজো
দানৈর্মানৈ রহহ ভজতো ধন্য-ধন্যান্ নমামঃ ॥ ৭৭ ॥

মরিষ্যসি কদা সখে! ত্বমিতি কিং বিজানাসি কিং
শিশোঃ সুতরুণস্য বা ন খলু মৃত্যুরাকস্মিকঃ।
তদদ্য নিরবদ্যধীরবপুরিন্দ্রিয়াসক্তিকো
ন কিঞ্চন বিচারয় দ্রুতমুপৈহি বৃন্দাবনম্ ॥ ৭৮ ॥

শুদ্ধামাদ্যরতিং সমস্তভগবদ্রত্যুচ্ছ্রিত-শ্রীমতীং
ত্বং চেৎ কাঙ্ক্ষসি মাধুরীভর-ধুরীণানন্দ-সন্দোহিনীম্।

নিষ্কণ্টক রাজ্যকে এবং দিব্য দিব্য রমণীগণকেও পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার বিহিত বাসনা রাশিকেও অতীব তিক্ত জ্ঞান করতঃ এবং বিদ্যা-কুল-ধন-জনাদির অভিমানও ত্যাগ করিয়া, যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় বাহিরে না আসেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি ॥ ৭৬ ॥

সর্ব্ব বিষ্ণু ধাম (পরব্যোম) হইতেও অতিশয় স্ফূর্ত্তিশীল মহানন্দময় যে শ্রীবৃন্দাবন, সেই ধামবাসী জীব সকল নিজকে হত্যা করিতেও আসিলে যাঁহারা দান ও মান দ্বারা তাঁহাদিগকে ভজনা করেন এবং যাঁহারা শ্রীরাধা-কৃষ্ণকেই পরম ঋণী করিয়াছেন, সেই বহু প্রেমভাজন ধন্য ধন্য পুরুষগণকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৭৭ ॥

হে সখে! কোন্ দিন মরিবে তাহা জান কি? শিশু বা নবীন যুবকেরও কি আকস্মিক মৃত্যু হয় না? তাহা হইলে অনিন্দনীয় বুদ্ধি ও দেহ ইন্দ্রিয়াদিতে আসক্তিরহিত হইয়া কোন বিচার না করিয়া অদ্য শীঘ্রই শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা কর ॥ ৭৮ ॥

সমস্ত ভগবদ্-রতি হইতেও উন্নত শ্রীযুক্ত এবং মাধুর্য্য-রস-শ্রেষ্ঠ

ধর্ম্ম-জ্ঞান-বিরক্তি ভক্তিপদবীং তৎসাধ্যমপ্যস্পৃশন্
দুর্ভেদং সহসা বিভিদ্য নিগড়ং সংন্যস্য বৃন্দাবনে ॥ ৭৯ ॥

মহাভাগ্যৈরাপ্তং বপুরিদমিহাকর্ণি মহিমাঽ-
দ্ভুতো বৃন্দাটব্যাঃ কলিতমখিলং স্বপ্নসদৃশম্।
শুভায়ামাশ্বাসো নহি নহি মতৌ নাপি বপুষি
ক্ষণেঽস্মিন্নেব ত্বং তদভিচল বৃন্দাবনবনম্ ॥ ৮০ ॥

ভ্রাত র্যর্হি নিমীলিতোঽসি নয়নে তত্র ক্ব কান্তাত্মজ-
ভ্রাতৃ-স্বাপ্ত-সুহৃদ্গণাঃ ক্ব চ গুণাঃ কুত্র প্রতিষ্ঠাদয়ঃ।
কুত্রাহংকৃতয়ঃ প্রভুত্বধনবিদ্যাদ্যৈ স্ততঃ সর্ব্বত-
স্ত্বং নির্ব্বিদ্য সবিদ্য ! কিং নু ন চলস্যদ্যৈব বৃন্দাবনম্ ॥ ৮১ ॥

আনন্দযুক্ত বিশুদ্ধ আদ্য (মধুরা) রতি যদি তুমি আকাঙ্ক্ষা কর তবে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিরূপ সাধন ও তৎ (সমুদয়ের) সাধ্যকে স্পর্শ না করিয়া (ত্যাগ করিয়া) দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলকে সহসা (বলপূর্ব্বক) ছেদন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে চিরবাসরূপ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ কর ॥ ৭৯ ॥

মহাভাগ্যে এই দেহ পাইয়াছ, (মহাভাগ্যে) শ্রীবৃন্দাবনের অদ্ভুত মহিমাও শুনিয়াছ, (মহাভাগ্যে) নিখিল সংসারই স্বপ্ন সদৃশ ইহাও বুঝিয়াছ ; শুভ মতিতে আশ্বাস করা যায় না, (অদ্য সদ্‌বুদ্ধি হইয়াছে, কল্য নাও থাকিতে পারে), আর দেহেতেও বিশ্বাস নাই (ক্ষণভঙ্গুর) ; অতএব এইক্ষণেই তুমি বৃন্দাবনাভিমুখে প্রস্থান কর ॥ ৮০ ॥

হে ভ্রাত ! তুমি যখন নয়ন যুগল নিমীলন করিবে, তখন তোমার স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা বা আপ্ত সুহৃদগণ কোথায় থাকিবে বল ত ? তোমার গুণ, তোমার প্রতিষ্ঠাদি কি কাজে আসিবে ভাব ত ? প্রভুত্ব, ধন বা বিদ্যা জনিত যে অহঙ্কাররাশি তাহারাই বা কোথায় থাকিবে হে ? অতএব, হে সুবিজ্ঞ ! সর্ব্ব স্থান হইতে নির্ব্বেদ লাভ করিয়া অদ্যই কি বৃন্দাবনে যাইবে না ? ৮১ ॥

রুদদপি পিতৃমাতৃ-বন্ধুপুত্রা-দিকমপহায় নিশম্য নার্হদুক্তীঃ।
হৃদি পরমকঠোরতাং দধানো, দ্রুতমবলোকয় কৃষ্ণকেলিকুঞ্জান্ ॥৮২॥

রতি-রতিপতি-কোটি-সুন্দরং তৎ-
প্রমুষিত-কোটিরমা-রমাপতিশ্রি।
কনক-মরকতাভমূর্ত্তি বৃন্দা-
বিপিনবিহারি-মহোদ্বয়ং ভজামি ॥ ৮৩ ॥

তদখিল-ভগবৎস্বরূপ-রূপা-
মৃত-রসতোঽপ্যতি-মাধুরীধুরীণম্।
কুবলয়-কমনীয়-ধাম রাধা-
পদরসপূর্ণবনে ভ্রমদ্ ভজামঃ ॥ ৮৪ ॥

অলক্ষ্যাঃ শ্রীলক্ষ্ম্যা অপি চ ভগবত্যা ভগবতঃ
সদা বক্ষস্থায়া মধুরমধুরাঃ কেচন রসাঃ।
অহো ! যদ্দাসীভিঃ সততমনুভূয়ন্ত উরুভিঃ
প্রকারৈস্তাং রাধাং ভজ দয়িত ! বৃন্দাবনবনে ॥ ৮৫ ॥

রোরুদ্যমান পিতা, মাতা, বন্ধু ও পুত্রাদিকেও ত্যাগ করিয়া, পূজ-নীয় ব্যক্তিগণের বাক্য না শুনিয়াই হৃদয়ে পরম কঠোরতা পোষণ করিয়া শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণ-কেলি-কুঞ্জ (শ্রীবৃন্দাবন) অবলোকন কর ॥ ৮২ ॥

কোটি কোটি রতি কামদেব হইতেও অধিক সৌন্দর্য্যশালী কোটি কোটি রমা ও নারায়ণের শোভা তিরস্কারকারী, স্বর্ণ ও ইন্দ্রনীলাভ মূর্ত্তিধারী এবং শ্রীবৃন্দাবনবিহারী সেই জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ যুগলকে ভজনা কর ॥ ৮৩ ॥

অখিল ভগবৎ স্বরূপের রূপামৃত রস হইতেও অতিশয় মাধুর্যমণ্ডিত শ্রীরাধাপদ-কমল-রসে পূর্ণ বনে ভ্রমণকারী সেই সুপ্রসিদ্ধ কুবলয়বৎ কমনীয় বিগ্রহ (শ্যামসুন্দরকে) ভজন করি ॥ ৮৪ ॥

ভগবতী শ্রীলক্ষ্মীদেবী সদাসর্ব্বদা শ্রীভগবানের বক্ষবিলাসিনী হই-য়াও যে কোনও কোনও মধুরতম রস আস্বাদন করিতে পারেন না— অহো ! যাঁহার দাসীগণও বহু প্রকারে সেই রস সর্ব্বদা আস্বাদন করিতে-ছেন, প্রিয় হে ! বৃন্দাবনে বাস করিয়া সেই শ্রীরাধাকেই ভজন কর ॥ ৮৫ ॥

বিষয়-বিষ-কৃমীণাং বোধমাত্রাত্মভাজাং
সময়-সভয়-সর্ব্বেশৈকভক্ত্যাশ্রিতানাম্।
ন নিজরুচিকরং বর্ত্মোৎসৃজন্তঃ স্থিতাঃ স্মো
বয়মমলসুখৌঘ-স্যন্দি-বৃন্দাবনাশাঃ॥ ৮৬॥
উন্মত্তপ্রায়বাচঃ পরিমুষিতধিয়ো মায়য়াহনর্থবীজং
স্বার্থং মত্বা কৃতার্থা অথ ন সুখ-বিবেকাদয়ো গ্রাহ্যবাচঃ।
স্বীয়াঃ সর্ব্বে জিঘাংসন্ত্যহহ বহুমৃষা স্নেহপাশে নিবধ্য
শ্রীবৃন্দারণ্য! যায়ামহমহিতসমাজাৎ কদা নিঃসৃত স্বাম্॥ ৮৭
গৃহান্ধকূপে পতিতং কদা মামুদ্ধৃত্য মূঢ়ং কৃপয়া স্বয়ৈব।
কামাদি-কালাহিগণৈ র্নিগীর্ণং, মাতেব বৃন্দাটবি! নেষ্যসেহঙ্কম্॥ ৮৮
নিষ্কিঞ্চনো নিত্যবিবিক্তসেবী, বৃন্দাবনে দৈবতবৃন্দবন্দ্যে।
শ্রীরাধিকামাধব-নাম ধাম,-দ্বয়ং কদা ভাবভরেণ সেবে॥ ৮৯॥

বিষয়-বিষের কৃমিদের (লোলুপ), বোধমাত্রাত্ম-বাদীদের এবং বৃদ্ধ-বয়সে ভয়বশতঃ সর্ব্বাধীশের একান্তভজনকারীদের পন্থা নিজ রুচিকর নহে বলিয়া তৎপরিত্যাগপূর্ব্বক আমরা বিমল সুখরাশিদায়ী বৃন্দাবনেই আশা করিয়া বসিয়াছি॥ ৮৬॥

আত্মীয়গণের বাক্য উন্মত্তের মত, মায়া মোহিত হইয়া তাহাদের বুদ্ধি-বৃত্তি লুপ্ত হইয়াছে; অনর্থ বীজকেই স্বার্থ মনে করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইতেছে এবং যথার্থ সুখ ও বিবেকাদির উপদেশ গ্রহণ করিতেছে না। অহো! আমার স্বজনগণ বহু মিথ্যা স্নেহপাশে বন্ধন করিয়া আমাকে মারিবার চেষ্টা করিতেছে। হে শ্রীবৃন্দাবন! কবে আমি এই অনিষ্টকর সমাজ হইতে নিঃসৃত হইয়া তোমার আশ্রয়ে যাইব? ৮৭॥

হে বৃন্দাটবী! তুমি কবে কৃপাবলোকনে এই গৃহান্ধকূপে পতিত, কামাদি বিষম কালসর্পগ্রস্ত ও মূঢ় আমাকে উদ্ধার করিয়া মাতৃবৎ নিজ কোলে স্থান দিবে? ৮৮॥

নিষ্কিঞ্চন ও নিত্য নির্জ্জনবাসী হইয়া কবে দেবগণকর্ত্তৃক বন্দনীয় এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধামাধবনামক বিগ্রহযুগলকে ভাবভরে সেবা করিব? ৮৯॥

নিজ-সর্ব্বনাশকরমাত্মসুহৃৎ, সুত-দার-মিত্র-পরিবারগণম্।
পরিবঞ্চ্য কর্হি দৃঢ়বুদ্ধিরহং, প্রপলায্য যামি হরিকেলিবনম্ ॥৯০॥
জন্মান্যসংখ্যানি গতানি মে বৃথা, ব্যগ্রাত্মনো দেহ-গৃহাদিকেহয়া।
অদ্যাপি মুহ্যাম্যতি বুদ্ধিমান্যহ-ন্তবৈব বৃন্দাটবি! নাম মে গতিঃ॥ ৯১

ঋণগ্রস্তো যায়াং কথমহহ বৃন্দাবনমহং
ত্যজেয়ং বা বৃদ্ধাবগতিপিতরৌ দারশিশুকান্।
কথং বা মজ্জীবান্ বত পরিহরেয়ং নিজজনান্
সতাং শ্লাঘ্যো ভূত্বেত্যফলকলনো মুহ্যতি কুধীঃ॥ ৯২॥
জানন্নপ্যমৃতং বিহায় গরলং ভুঞ্জে স্বয়ং বন্ধনং
স্বার্ত্তিব্রাত-নিবন্ধনং দৃঢ়তরং কুর্ব্বে সুদৃক্ স্বন্ধবৎ।
শ্রীবৃন্দাটবি! মাতরেকমিহ মজ্জীবাতুরস্তি স্বয়ং
যত্ত্বং স্নেহময়ী বিকৃষ্য জনতাং স্বাঙ্কং সমানেষ্যসি॥ ৯৩॥

নিজ সর্ব্বনাশকর নিজ সুহৃৎ, স্ত্রী, মিত্রাদি পরিবারগণকে বঞ্চনা করিয়া কবে আমি দৃঢ়-বুদ্ধি হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক শ্রীহরির কেলিবন আশ্রয় করিব? ৯০॥

দেহ গৃহাদির চেষ্টায় ব্যগ্রচিত্ত হইয়া আমার বহু বহু জন্ম বৃথা নষ্ট হইয়াছে। হায়! বুদ্ধিমান্ হইয়াও অদ্য পর্য্যন্তই মোহগ্রস্তই হইয়াছি। হে বৃন্দাটবি! তোমার নামই আমার একমাত্র গতি॥ ৯১॥

অহো! ঋণী হইয়া কি প্রকারে শ্রীবৃন্দাবনে যাইব? অগতি বৃদ্ধ পিতা, মাতা বা স্ত্রীপুত্রাদিকেই বা কি প্রকারে ত্যাগ করিতে পারি? আর কি প্রকারেই বা মদ্গতি-প্রাণ নিজ পরিবারগণকে ত্যাগ করিব? এই প্রকারেই বিফল চিন্তা করিয়া সজ্জনগণের প্রশংসনীয় হইয়া কুবুদ্ধি লোক মোহমাত্র পাইয়া থাকে॥ ৯২॥

অমৃত জানিয়াও তত্ত্যাগে স্বয়ং গরল পান করি, সুন্দর চক্ষু থাকিতেও মহান্ধবৎ দুঃখরাশির কারণ বন্ধনকে আরও দৃঢ়তর করি; হে মাতঃ বৃন্দাটবি! আমার এইমাত্র এক জীবনাশা দেখিতেছি যে তুমি স্নেহময়ী এবং জনতা হইতে আকর্ষণ করিয়া আমাকে নিজের অঙ্কে আনয়ন করিবে॥৯৩॥

রাধাকৃষ্ণরহস্য-দাস্যরস এবেষ্টঃ পুমর্থো মম
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমহং কদাপি নিয়তং বৎস্যামি বৃন্দাবনে।
ইত্থং স্যাদপি বাচি যস্য পরমাসক্তস্য গেহাদিকে
নাসক্তাবপি সক্ততা-পরিহৃতৌ তং পাতি বৃন্দাটবী ॥ ৯৪ ॥
সংক্রান্তং নিজকান্তিমণ্ডলমুদীক্ষ্যোরঃস্থলে তর্কিতাং
নীলাং কঞ্চুলিকাং পরামপনয়াশক্ত্যা প্রিয়ে বিস্মিতে।
যাতায়া নবকেলিকুঞ্জশয়নং শ্রীরাধিকায়াঃ পরী-
হাসাঃ সন্তু মুদে মমাপি হসিতালীভি র্বহিস্তদ্রসাৎ ॥ ৯৫ ॥
কদাচিৎ শ্রীরাধাচরণকমল-দ্বন্দ্ব-পতিতং
কদাচিৎ শ্রীরাধামুখকমল-মাধ্বীরস-পিবম্।
কদাচিৎ শ্রীরাধা-কুচকমল-কোষদ্বয়-রতং
বিলোকে তং কৃষ্ণভ্রমরমধিবৃন্দাবনমহম্ ॥ ৯৬ ॥
নির্ব্বিদ্য কৃত্যাদখিলাৎ কদাহং, ছিত্ত্বা সমস্তাশ্চ জগত্যপেক্ষাঃ।
প্রবিশ্য বৃন্দাবনমত্যসঙ্গ, স্তদীশবার্ত্তাভি রহানি নেষ্যে ॥ ৯৭ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-রহস্য দাস্য-রসই আমার অভিলষিত পুরুষার্থ, আমি কোনদিন এই সব ত্যাগ করিয়া নিয়ত কালের জন্য বৃন্দাবনে বাস করিব, এই প্রকারে যিনি গৃহাদিতে পরমাসক্তিহেতুও তৎ ত্যাগে অসমর্থ হইয়াও বাক্য দ্বারাই কেবল ঘোষণা করিয়া থাকেন, তাহাকে বৃন্দাটবী রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৯৪ ॥

নব-কেলিকুঞ্জে শয্যাস্থিতা শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে প্রতিবিম্বিত নিজ কান্তিমণ্ডল দর্শন করতঃ অন্য একটি নীল কঞ্চুলিকা অনুমান করিয়া তাহা অপনয়ন করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় বিস্মিত প্রিয়ের (শ্রীকৃষ্ণের) প্রতি কুঞ্জ-বহিঃস্থিতা হাস্যযুক্তা সখীগণের যে রসপূর্ণা পরিহাস বাণী—তাহা আমার অতিশয় আনন্দ বিস্তার করুক ॥ ৯৫ ॥

কখনও বা শ্রীরাধা-চরণ-কমলে পতিত,—কখনও বা শ্রীরাধা-মুখ-পদ্ম-মধুরস পানোন্মত্ত, আবার কখনও বা শ্রীরাধার কুচ-কমল কোষদ্বয়ে নিমগ্ন—কৃষ্ণ-ভ্রমরকে (বিট, মধুকর) আমি বৃন্দাবনেই দর্শন করিব ॥৯৬॥

কদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনমিহ মৃষা স্নেহনিগড়ং
সমুচ্ছিদ্য স্বানাং শরণমুপযাস্যামি বিকলঃ।
ক্বচিৎ স্বান্তঃ শল্যোদ্ধরণমবিপশ্যন্ ননু মনা-
গপি শ্রৌতে বর্ত্ম'ন্যখিল-বিদুষামপ্যনুমতে ॥ ৯৮ ॥

বৃন্দাবনেশৈক-পদস্পৃহোঽপি, মহত্তমানাং শ্রুতভাষিতোঽপি।
বিদন্নপি স্বার্থবিঘাতি সর্ব্বং, হা ধিক্! ন বৃন্দাবনমাশ্রয়ামি ॥৯৯॥

সকৃদপি যদি দৃষ্টা হন্ত বৃন্দাটবি! ত্বং
সকৃদপি যদি রাধাকৃষ্ণ-নামাভ্যধায়ি।
সকৃদপি যদি ভক্ত্যা সন্নতা ত্বৎপ্রপন্না
ধ্রুবমহহ তদা মামম্ব নোপেক্ষিতাঽসি ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী-বিরচিতে প্রথমং শতকম্।

অখিল কর্ত্তব্য হইতে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত ও জগতের সকল অপেক্ষা রহিত হইয়া কবে আমি নিঃসঙ্গভাবে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার বার্ত্তা দ্বারা দিন যাপন করিব ॥ ৯৭ ॥

কবে আমি নিজ পরিকরগণের মিথ্যা স্নেহপাশ সমুচ্ছিন্ন করিয়া এবং নিখিল বিদ্বজ্জনানুমোদিত শ্রৌত (বৈদিক) মার্গে কখনও নিজ অন্তঃকরণের শল্য উদ্ধারের কোনই আশা না দেখিয়া বিকলচিত্তে শ্রীবৃন্দা-বনেরই শরণ গ্রহণ করিব ? ৯৮ ॥

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র-পাদপদ্মে স্পৃহাবান হইয়াও,—মহাজনদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়াও এবং সর্ব্ব পদার্থ স্বার্থ-বিধ্বংসী জানিয়াও শ্রীবৃন্দাবন আশ্রয় করিতে পারিতেছি না—হায়! আমাকে ধিক্! ৯৯ ॥

হে মাতঃ বৃন্দাটবি! জীবনে একবারও যদি তোমার দর্শন করিয়া থাকি, (জীবনে) একবারও যদি শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিয়া থাকি, আর (জীবনে) একবারও যদি ভক্তিভরে তোমার শরণাপন্ন ব্যক্তিগণকে প্রণাম করিয়া থাকি, তবে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে উপেক্ষা করিবে না ॥১০০

শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতী বিরচিত শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতের প্রথমশতক সমাপ্ত।

—:০:—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতম্

—ঃ০ঃ—

দ্বিতীয়-শকতম্

বৃন্দারণ্যে বরং স্যাং কৃমিরপি পরতো নো চিদানন্দ দেহো
রঙ্কোহপি স্যামতুল্যঃ পরমিহ ন পরত্রাদ্ভুতানন্ত-ভূতিঃ।
শূন্যোহপি স্যামিহ শ্রীহরিভজন-লবেনাতিতুচ্ছার্থমাত্রে
লুব্ধো নান্যত্র গোপীজন-রমণ পদাম্ভোজ-দীক্ষা-সুখেহপি ॥ ১ ॥

দিব্যানেক-বিচিত্র-পুষ্পফল-বদ্বল্লীতরূণাং ততি,
র্দিব্যানেক-ময়ূর-কোকিল-শুকাদ্যানন্দ-মাৎস্যকলাঃ।
দিব্যানেক-সরঃ-সরিদ্গিরিবর-প্রত্যগ্রকুঞ্জাবলী
র্দিব্যা কাঞ্চনরত্নভূমিরপি মাং বৃন্দাবনেঽমোহয়ৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীবৃন্দাবনে বরং আমি কৃমি হইয়াও থাকিব, কিন্তু অন্যত্র চিদানন্দদেহও প্রার্থনা করি না। এখানে অতুলনীয় দরিদ্রও বরং হইতে ইচ্ছা করি, তথাপি অন্যত্র অনন্ত বিভূতি ইচ্ছা করি না ; বরং শ্রীহরিভজন লবশূন্য হইয়াও অতি তুচ্ছ বিষয়ে লুব্ধ হইয়াই ব্রজে বাস করিব ; তথাপি শ্রীগোপীজন-রমণ পাদপদ্ম দীক্ষা সুখে লুব্ধ হইয়া অন্যত্র যাইব না ॥ ১ ॥

বৃন্দাবনে—দিব্য দিব্য বহু বিচিত্র পুষ্প-ফলশালী বৃক্ষ-লতা সমূহ—দিব্য দিব্য অনেক ময়ুর কোকিল শুকাদি পক্ষিনিচয়ের আনন্দ উন্মত্ত ধ্বনি, দিব্য দিব্য বহু সরোবর-নদী-পর্ব্বত প্রভৃতি শোভিত নূতন নূতন কুঞ্জ সমূহ এবং দিব্য কাঞ্চন রত্নভূমি—আমাকে মোহিত করিয়াছে ॥ ২ ॥

ভুবঃ স্বচ্ছাশ্চিন্তামণিভি রতিচিত্রৈ র্বিরচিতা-
শ্চিদানন্দাভাসঃ ফল-কুসুম-পূর্ণ দ্রুমলতাঃ।
খগশ্রেণীঃ সামস্বর-কলকলা-শ্চিদ্রস-সরিৎ-
সরাংসি শ্রীবৃন্দাবনমনু মনো মে বিমৃশতু ॥ ৩ ॥

মরকতময়-পত্রৈ র্হীর-পুষ্পৈঃ সুমুক্তা-
নিকর-কলিকয়াঢ্যৈঃ কৌরবিন্দ-প্রবালৈঃ।
বহুবিধরসপূর্ণৈঃ পদ্মরাগৈঃ ফলাঢ্যৈ-
রবিরলমধুবর্ষৈ র্নীলরত্নালি-মালৈঃ ॥ ৪ ॥

অগণিত-রবি-কোটি-প্রস্ফুরদ্দিব্য ভাতিঃ
সকৃদপি হৃদি ভাতৈঃ শীতলানন্দবৃষ্ট্যা।
প্রশমিতভবতাপৈ র্দুর্ল্লভার্থান্ দুহদ্ভিঃ
পরমরুচির-হৈমাসংখ্যবৃক্ষৈঃ পরীতম্ ॥ ৫ [বিশেষকম্]

শ্রীবৃন্দাবনস্থ স্বচ্ছ ও অতি বিচিত্র চিন্তামণিগণ দ্বারা বিরচিত ভূভাগ, চিন্ময় আনন্দ বিকীরণশীল ফল পুষ্পযুক্ত বৃক্ষলতা, সামবেদ গানের অব্যক্ত মধুর ধ্বনিতে কলকলায়মান বিহঙ্গম সমূহ, চিন্ময় রস বিশিষ্ট নদী ও জলাশয় প্রভৃতিকে আমার মন চিন্তা করুক ॥ ৩ ॥

পত্র সমূহ মরকতময়, পুষ্প সমূহ হীরাসদৃশ, কলিকা সমূহ সুন্দর সুন্দর মুক্তাবৎ, প্রবাল (অঙ্কুর) সমূহ কুরুবিন্দের ন্যায়, বহুবিধ রস পূর্ণ ফল সমূহ পদ্মরাগমনির মত, অবিরল মধুবর্ষী ও নীল রত্ন সদৃশ অলি (ভ্রমর) মালা কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষরাজি শোভা পাইতেছে ॥ ৪ ॥

অগণ্য কোটি কোটি সূর্যপ্রভা সমুদ্ভাসিত পরম রমণীয় হেম বৃক্ষ সমূহে পরিপূর্ণ শ্রীবৃন্দাবন। সেই সমস্ত বৃক্ষনিচয় সকৃন্মাত্র হৃদয়ে প্রতিভাত হইলে শীতলানন্দ বৃষ্টি দ্বারা ভবতাপ প্রশমন করেন এবং দুর্ল্লভ পুরুষার্থ দান করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

বৃন্দাটব্যামগণিত-চিদানন্দ-চন্দ্রোজ্জ্বলায়াং
সান্দ্রপ্রেমামৃতরস-পরিস্পন্দনৈঃ শীতলায়াম্।
কূজন্মত্ত-দ্বিজকুলবৃতানল্প-কল্পদ্রুমায়াং
রাধাকৃষ্ণাবচলবিহৃতৌ কস্য নো যাতি চেতঃ ॥৬॥

স্ব-পর-সকল-বস্তুন্যত্র সূর্য্যেন্দু-কোটি-
চ্ছবি-বিমল-লসচ্চিদ্-বিগ্রহে সদ্গুণৌঘে।
বহিরগতদৃগন্ত-ধৈর্য্যমালম্ব্য নিত্য-
স্মৃতি-রধিবস বৃন্দারণ্যমন্যানপেক্ষঃ ॥৭॥

দেহেঽস্মিন্নতিকুৎসিতে ত্যজ বৃথাঽধ্যাসং যতঃ সংসৃতি-
র্ঘোরা চিন্তয় চিদ্ঘনং নিজবপুঃ সর্ব্বং চ বৃন্দাবনে।
ঘোরাঃ সন্তু বিপত্তিকোটয় ইহ ত্বং যাহি নো বিক্রিয়া-
মারব্ধক্ষয়মাবসৈতদথ তন্নাথৌ সদা খেলয় ॥ ৮ ॥

অসংখ্য চিদানন্দ চন্দ্র চন্দ্রিকা দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত, নিবিড় প্রেমামৃত রসের পরিস্পন্দন দ্বারা শীতলীকৃত, কলকলায়মান পক্ষিকুল সঙ্কুল এবং বহু কল্পবৃক্ষ শোভিত শ্রীবৃন্দাবনে নিরন্তর বিহারশীল শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রতি কাহার চিত্ত না ধাবিত হয়? ৬॥

এ স্থানের নিজ বা পরকীয় বস্তু মাত্রই কোটি কোটি সূর্য্য-চন্দ্র কান্তিযুক্ত, নির্ম্মল চিন্ময় মূর্ত্তি ও উত্তম গুনসমূহপূর্ণ—ইহা নিত্য স্মরণ করিয়া বাহ্য বিষয়ে দিক্‌পাত না করিয়া ধৈর্য্যসহকারে নিরপেক্ষ হইয়া শ্রীবৃন্দারণ্যে বাস কর॥ ৭॥

ঘোর সংসারের কারণ এই কুৎসিত দেহে বৃথা অধ্যাস (আমি আমার জ্ঞান) ত্যাগ কর, নিজ দেহ এবং বৃন্দাবনের সকলেই চিদ্ঘন বলিয়া ধারণা কর; ওই স্থানে কোটি কোটি ঘোরতর বিপত্তিপাত হউক, তথাপি তুমি বিকারগ্রস্ত হইও না, প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত এই বৃন্দাবনেই বাস কর এবং নিত্য যুগলকিশোরের খেলা চিন্তা কর॥৮॥

দিব্য-স্বর্ণসুনীলরত্নসুভগং লীলা-সনালারুণা-
ম্ভোজ শ্রীমুরলীধরং পৃথুলসদ্বেণী-স্ববর্হোজ্জ্বলম্।
সম্বীতোজ্জ্বলশোণপীতবসনং কন্দর্পলীলাময়ং
শ্রীবৃন্দাবনকুঞ্জ এব কিমপি জ্যোতির্দ্বয়ং সেব্যতাম্ ॥৯॥
রাধাকৃষ্ণৌ পরম-কুতুকাদ্যল্লতাপাদপানাং
চিত্বা পুষ্পাদিকমুরুবিধং শ্লাঘমানৌ জুষাতে।
স্নানাদ্যং যৎ সরসি কুরুতঃ খেলতো যৎখগাদ্যৈঃ
বৃন্দারণ্যং পরমপরমং তন্ন সেবেত কো বা ? ১০ ॥
অবাল্যং জলসেচনেন বরণেনাবাল-নির্ম্মাণতঃ
স্বেন শ্রীকরপল্লবেন মৃদুনা শ্রীরাধিকামাধবৌ।

কন্দর্পলীলাময় কোনও অনির্ব্বচনীয় জ্যোতির্দ্বয়কে শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জেই সেবা কর—তাঁহাদের একজন দিব্য স্বর্ণবর্ণা, অপর জন সুন্দর ইন্দ্রনীল রত্নের বর্ণ বিশিষ্ট, একজনের হস্তে সনাল রক্তবর্ণ লীলাপদ্ম, এবং অপরের হস্তে মোহনমুরলী ; একজনের শিরে পৃথু (বিশাল) বেণী, এবং অন্যের শিরে ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে ; একজনের পরিধানে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ বসন এবং অপরজন সুন্দর পীতবস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

পরম কৌতুকবশতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ যে স্থানে বৃক্ষলতার বহুবিধ পুষ্পাদি চয়ন করিয়া প্রশংসা পূর্ব্বক তাঁহাদের নিজ সেবায় নিয়োজিত করেন, যে স্থলের সরোবরে তাঁহারা স্নানাদি নির্ব্বাহ করেন এবং যে স্থানের বিহঙ্গাদির সহিত খেলা করেন—সেই সর্ব্বসুন্দর শ্রীবৃন্দাবনকে কাহার না সেবা করা উচিত ? ১০ ॥

শিশুকাল হইতে নিজ মৃদু করপল্লব দ্বারা আবরণ ও আলবাল নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে জল সেচন করিয়া শ্রীরাধামাধব সমস্ত সুমনোহর বৃক্ষলতাদিকে অতি যত্ন সহকারে বর্দ্ধিত করিয়া বিবাহ দিয়াছেন এবং যাহাদের নূতন নূতন কুসুমাদি অবলোকন করিয়া উভয়ে পরিহাস

যান্ সম্বর্দ্ধ্য বিবাহ্য নব্য কুসুমাদ্যালোক্য সন্নর্ম্মভি-
র্মোদেতে স্থূলতা তরূনহহ তান্ বৃন্দাবনীয়ান্নুমঃ ॥১১॥

দ্রবন্তি হরি ভাবতস্তরণ তারণেহতি ক্ষমা-
স্ততো দ্রুমতরু প্রথা ব্রততয়শ্চ কৃষ্ণব্রতাঃ।
স্ফুরন্তি হরিণা ইহ প্রকট-কৃষ্ণসার-প্রথা
মৃগাশ্চ পদমার্গিণঃ প্রবিলসন্তি বৃন্দাবনে ॥ ১২ ॥

অনন্তরুচিমৎ স্থলং স্ফুরদনন্তবল্লীদ্রুমং
মৃগদ্বিজমনন্তকং দধদনন্তকুঞ্জোজ্জ্বলম্।
অনন্ত সুসরিৎ সরোবরমনন্ত রত্নাচলং
স্মরাম্যহমনন্ত তদ্দ্বয় রসেন বৃন্দাবনম্ ॥ ১৩ ॥

ভ্রাত র্ভোগাঃ সুভুক্তাঃ ক ইহ ন ভবতা নাপি সংসারমধ্যে
বিদ্যা-দানাধ্বরাদ্যৈঃ কতি কতি জগতি খ্যাতি পূজাদ্যলব্ধাঃ।

বাক্য বলিতে আনন্দ করেন,—আমরা বৃন্দাবনীয় সেই লতাবৃক্ষ-রাজিতে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীহরির ভাববশতঃ দ্রুত (দ্রবীভূত) হইয়া যাওয়ায় অন্বর্থনামধারী 'দ্রুম'চয় বিরাজমান আছে; স্ব ও পরকে ত্রাণ করে বলিয়া তাহাদের 'তরু' আখ্যাও যথার্থই হইয়াছে। লতা সমূহ কৃষ্ণ ব্রত ধারণ করিয়া 'ব্রততী' নাম সার্থক করিয়াছে; এস্থলের হরিণগণ শ্রীকৃষ্ণকেই সারাৎসার জানিয়াছে বলিয়া 'কৃষ্ণসার' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণেরই পদচিহ্ন মার্গণ (অনুসরণ) করিয়া তাহারা 'মৃগ' নামেরও সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে ॥ ১২ ॥

অনন্ত মনোমদ স্থলযুক্ত, বহু বৃক্ষ বল্লরী শোভিত, অনন্ত পশুপক্ষি সমাকুল, উজ্জ্বলোজ্জ্বল অনন্ত কুঞ্জবাটিকা মণ্ডিত, অনন্ত সুমনোহর নদী তড়াগাদিযুক্ত, অনন্ত রত্ন পর্ব্বত সন্নিবিষ্ট, যুগলকিশোরের অনন্ত রসলীলার স্থান শ্রীবৃন্দাবনকে আমি স্মরণ করি ॥ ১৩ ॥

অদ্যাহারেঽপি যাদৃচ্ছিক উরুগুণবানপ্যহো সম্বৃতাত্মা
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনেঽস্মিন্ সততমট সখে সর্ব্বতো মুক্তসঙ্গঃ ।।১৪।।
বৃন্দারণ্যং ত্যজেতি প্রবদতি যদি কোঽপ্যস্য জিহ্বাং ছিনদ্মি
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনান্মাং যদি নয়তি বলাৎ কোঽপি তং হন্ম্যবশ্যম্।
কামং বেশ্যামুপেয়াং ন খলু পরিণয়ায়ান্যতো যামি কামং
চৌর্য্যং কুর্য্যাং ধনার্থং ন তু চলতি পদং হন্ত বৃন্দাবনান্মে ।। ১৫ ।।

পরীহাসেঽপ্যন্যাপ্রিয়-কথন-মূকোঽতি-বধিরঃ
পরেষাং দোষানুশ্রুতিমনু বিলোকেঽন্ধনয়নঃ।
শিলাবন্নিশ্চেষ্টঃ পরবপুষি বাধালব-বিধৌ-
কদা বৎস্যাম্যস্মিন্ হরি দয়িত বৃন্দাবন-বনে ।। ১৬ ।।

ভ্রাতঃ! এই সংসারে তুমি কি কি সুভোগ উপভোগ কর নাই বলত! এই জগতীতলে বিদ্যা, দান ও যজ্ঞাদি দ্বারা বহু বহু খ্যাতি পূজাদিও কি প্রাপ্ত হও নাই? অদ্যকার আহারেও যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুতে সন্তোষ করিয়া এবং বহুগুণান্বিত হইলেও নিজ গুণ গোপণ করিয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে সর্ব্ব সঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বদা ভ্রমণ কর ॥ ১৪ ॥

যদি কেহ আমাকে "বৃন্দাবন ত্যাগ কর" এই কথা বলে, তবে তাহার জিহ্বা ছেদন করিব। যদি কেহ আমাকে বলপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবন হইতে অন্যত্র নিয়া যায়, তবে তাহাকে অবশ্যই হত্যা করিব। ইচ্ছা হইলে বরং বেশ্যাতেও উপগত হইব, তথাপি বিবাহ করিবার প্রয়াসে অন্যত্র যাইব না; ধনের জন্য বরং যথেষ্ট চুরিও করিব, তথাপি হায়! বৃন্দাবন হইতে অন্যত্র পদ চলিবে না ॥ ১৫ ॥

পরিহাস ছলেও অন্যের অপ্রিয় ভাষণে মূকবৎ, অন্যের দোষ শ্রবণ বিষয়ে অতি বধিরবৎ, পরের দোষ দর্শন বিষয়ে অন্ধবৎ এবং অন্যের দেহে যাহাতে লেশমাত্র কষ্ট প্রদান না হয়, তদ্বিষয়ে শিলাবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া কবে আমি এই হরিদয়িত বৃন্দাবনে বাস করিব? ১৬ ॥

সোঢ্বাঽপি দুঃখানি সুদুঃসহানি,
ত্যক্ত্বাঽপ্যহো জাতিকুলাদিকানি।
ভুক্ত্বা শ্বপাকৈরপি থূৎকৃতানি,
বৃন্দাটবীবাসমহং করিষ্যে ॥ ১৭ ॥

নাহং গমিষ্যামি সতাং সমীপতো,
নাহং বদিষ্যামি নিজং কুলাদিকম্।
নাহং মুখং দর্শায়িতাস্মি কস্যচিদ্,
বৃন্দাটবী-বাসকৃতেঽতি-সাহসী ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বাভাস-জ্যোতিষোঽনন্তপার-
স্যান্তর্জ্যোতি র্বৈষ্ণবানন্দ সান্দ্রম্।
তস্যাপ্যন্তর্জ্যোতিরস্ত্য প্রমেয়া,
নন্দাস্বাদং তত্র বৃন্দাটবীয়ম্ ॥ ১৯ ॥

কিং ক্রীড়ৈর শরীরিণী স্মরকলা কিং দেহিনী কিং রতিঃ
স্বাভা মূর্ত্তিমতী কিমদ্ভুতমনো-জন্মাস্ত্র-বিষ্যৈব বা।

সুদুঃসহ দুঃখরাশি সহ্য করিয়াও, জাতি কুলাদি ত্যাগ করিয়াও, এবং চাণ্ডালের থূৎকৃত আহার করিয়াও আমি শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিব ॥ ১৭ ॥

সজ্জনের সমীপেও যাইব না, (অথবা সৎসমাজ হইতে দূরে যাইব না,) আমি নিজের কুলাদির পরিচয় দিব না। শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে অতি সাহসী হইয়া অন্য কাহারও নিকট মুখ দর্শন করাইব না ॥ ১৮ ॥

অনন্তপার সর্ব্বউদ্ভাসী ব্রহ্মজ্যোতির (ধামের) আন্তর জ্যোতি (সার)—আনন্দসান্দ্র বিষ্ণুধাম (পরব্যোম); তাহারও আন্তর-তর জ্যোতিঃ অপরিমিত আনন্দের আস্বাদনময় (ব্রজমণ্ডল)। তন্মধ্যেও এই বৃন্দাটবী আন্তরতম (সারাৎসার) ॥ ১৯ ॥

কিংবা জীবনশক্তিরেব সতনুঃ শ্যামস্য ন জ্ঞায়তে
সা রাধা বিজরীহরীতি হরিণা বৃন্দাবনেঽহর্নিশম্ ॥ ২০ ॥

সর্ব্বপ্রেমরসৈক-বীজ-বিলসদ্ বিপ্রুণ্মহামাধুরী-
পূর্ণস্বর্ণসুগৌরমোহন-মহা-জ্যোতিঃসুধৈকাম্বুধীন্ ।
একৈকাঙ্গত উন্মদস্মরকলা-রঙ্গান্ দুহন্ত্যদ্ভুতান্
বৃন্দাকানন-সংপ্লবান্ হৃদি মম শ্যামপ্রিয়া খেলতু ॥২১॥

লোলদ্বেণ্যঃ পৃথুসুজঘনাঃ ক্ষামমধ্যাঃ কিশোরীঃ
সংবীত-শ্রীস্তন-মুকুলয়ো রুল্লসদ্ধার-যষ্টীঃ ।
নানাদিব্যাভরণবসনাঃ স্নিগ্ধকাশ্মীরগৌরীঃ
বৃন্দাটব্যাং স্মর রসময়ী রাধিকা-কিঙ্করীস্তাঃ ॥ ২২ ॥

আঃ কীদৃক্পুণ্যরাশেঃ সুপরিণতিরিয়ং কেয়মাশ্চর্য্যরূপা
কারুণ্যোদার্য্যলীলা স্ফুরতি ভগবতঃ কো নু লাভোঽদ্ভুতোঽয়ম্ ?

ইনি কি দেহবিশিষ্টা ক্রীড়াই, না শরীর পরিগ্রহ করিয়া কামকলাই আবির্ভূত হইয়াছেন? সুদীপ্তিযুক্ত মূর্ত্তিমতী রতিই কি? নাকিঅদ্ভুত কামাস্ত্র বিদ্যাই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন? অথবা তনুধারণ করিয়া শ্যামের জীবনশক্তিই উপস্থিত হইয়াছেন—ইহার কিছুই ত জানা যাইতেছে না। হাঁ, শ্রীরাধাই শ্রীহরির সহিত অহর্নিশি বৃন্দাবনে অশেষ বিশেষে বিহার করিতেছেন ॥২০॥

বৃন্দাবন প্লাবনশীল সর্ব্বপ্রেমরসের মুখ্য বীজের বিন্দুশালী, মহা মাধুর্য্যপূর্ণ স্বর্ণ-গৌরমোহন মহাজ্যোতিঃ পূর্ণ অমৃত রসের একমাত্র সমুদ্ররূপ অদ্ভুত উন্মত্ত কামকলা রঙ্গ রাশী প্রতি অঙ্গ হইতে দোহন (প্রকাশ) করিতে করিতে শ্যামপ্রিয়া আমার হৃদয়ে খেলা করুন ॥ ২১ ॥

যাঁহাদের বেণীসকল লোলমান, জঘনদেশ পৃথুল, মধ্যদেশ ক্ষীণ এবং আবৃত সুন্দর স্তনমুকুল দ্বয়ের মধ্যে হার শোভা পাইতেছে, তাঁহারা বয়সে কিশোরী, বহু দিব্য বসনে ভূষণে সুসজ্জিতা মসৃণ কুঙ্কুমবৎ গৌরাঙ্গিনী এবং রসময়ী—সেই শ্রীরাধা কিঙ্করীগণের স্মরণ কর ॥ ২২ ॥

যদ্বা নাশ্চর্য্যমেতন্নিজ-সহজ-গুণং মোহিত-শ্রীবিধীশা-
ত্যত্যুচ্চৈর্বস্তু বৃন্দাবনমিদমবনৌ যৎ স্বয়ং প্রাদুরাস্তে ।। ২৩ ।।
রটন্ বৃন্দারণ্যেঽত্যবিরতমটং স্তত্র পরিতো
নটন্ গায়ন্ প্রেম্না পুলকিতবপু স্তত্র বিলুঠন্ ।
ত্রুটৎসর্ব্বগ্রন্থিঃ স্ফুরদতি রসোপাস্তি-পটিমা
কদাহং ধন্যানাং মুকুটমণিরেষোঽস্মি ভবিতা ।। ২৪ ।।
সৌন্দর্য্যাদি মহাচমৎকৃতিনিধী দিব্যৌ কিশোরৌ মহা-
গৌরশ্যামতনুচ্ছবী নিশি দিবা যত্রৈব চাক্রীড়তঃ ।
যত্রৈবাখিল দিব্যকানন-গুণোৎকর্ষোঽহতি কাষ্ঠাং গত-
স্তদ্বৃন্দাবিপিনং কদা নু মধুর-প্রেমানুবৃত্ত্যা ভজে ।। ২৫ ।।
অনাদৌ সংসারে কতি নরকভোগা ন বিহিতাঃ
কিয়ন্তো ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যতুল সুখভোগাশ্চ ন কৃতাঃ ।

আহা ! ইহা কি জাতীয় পুণ্যরাশির শেষ পরিণতি ? আহা ! ভগবানের ইহা কি আশ্চর্য্য কারুণ্য এবং উদারতার লীলা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছে !! আহা ! কি অদ্ভুত লাভই বটে ! অথবা ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে ; যেহেতু যাহা অত্যুৎকৃষ্ট বস্তু এবং যাহাতে শ্রী (লক্ষ্মী), বিধি (ব্রহ্মা), ঈশ (শিব) প্রভৃতি দেবগণও মোহিত হন, এমন ভগবানের স্বকীয় সহজ গুণই শ্রীবৃন্দাবন-রূপে অবনীতলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন !! ২৩ ॥

গুণ বর্ণনা পূর্ব্বক অবিরত শ্রীবৃন্দাবনে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে নাচিয়া গাহিয়া প্রেম পুলকাঞ্চিত কলেবরে ঐ রজে লুণ্ঠনাদি পূর্ব্বক সর্ব্ব গ্রন্থি ছিন্ন করতঃ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত অত্যুত্তম রসোপাসনার নিপুণতা লাভে কবে আমি ধন্য শিরোমণি হইব ? ২৪ ॥

যে স্থানে সৌন্দর্য্য প্রভৃতি মহা চমৎকারের নিধি, গৌর শ্যাম তনু মহাকান্তিশালী দিব্য কিশোর যুগল দিবানিশি ক্রীড়া করিতেছেন, যে স্থানে নিখিল অপ্রাকৃত কাননের গুণ সমূহ চরম কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে সেই শ্রীবৃন্দাবনকে কবে মধুর প্রেমের অনুবৃত্তি দ্বারা ভজনা করিব ? ২৫ ॥

তদাস্মিন্নেকস্মিন্ বপুষি সুখদুঃখে ন গণয়ন্
সদৈব শ্রীবৃন্দাবনমখিলসারং ভজ সখে ॥ ২৬ ॥
শ্রীবৃন্দাবনবাসি-পাদরজসা সর্ব্বাঙ্গমাগুণ্ঠয়ন্
শ্রীবৃন্দাবনমেকমুজ্জ্বলতমং পশ্যন্ সমস্তোপরি ।
শ্রীবৃন্দাবনমাধুরীভিরনিশং শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়ো-
রপ্যাবেশমনুস্মরন্নধিবস শ্রীধাম-বৃন্দাবনম্ ॥ ২৭ ॥
বৃন্দাকানন ! কাননস্থ পরমা শোভা পরাতঃ পরা-
নন্দ ! ত্বদ্গুণবৃন্দমেব মধুরং যেনানিশং গীয়তে ।
হা বৃন্দাবন ! কোটিজীবনমপি ত্বত্তোঽতিতুচ্ছং যদি-
জ্ঞাতং তর্হি কিমস্তি যত্তৃণকবচ্ছক্যেত নোপেক্ষিতুম্ ॥২৮॥

স্বাত্মৈশ্বর্য্যা মমাস্থ প্রণয়রস-মহামাধুরী-সারমূর্ত্ত্যা
কোঽপি শ্যামঃ কিশোরঃ কণকবররুচা শ্রীকিশোর্য্যা কয়াপি ।

হে সখে ! এই সংসারে কতই না নরক ভোগ করিয়াছ ? কত কত ব্রহ্মা, ইন্দ্র, প্রভৃতির অতুল সুখভোগাদিকেও না হুঙ্কার করিয়াছ ? সুতরাং এই বর্ত্তমান্ একটি দেহের সুখ দুঃখ গণনা না করিয়া সর্ব্বদাই অখিল সার বৃন্দাবনে বাস কর ॥ ২৬ ॥

শ্রীবৃন্দাবন বাসির পাদরজের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করিয়া, একমাত্র উজ্জ্বলতম শ্রীবৃন্দাবনকেই সর্ব্বোপরি বিদ্যমান জানিয়া, শ্রীবৃন্দাবন মাধুর্য্যে সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের আবেশ অনুস্মরণ করিয়া করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনেই বাস কর ॥ ২৭ ॥

হে বৃন্দাবন ! তোমার বন-শোভা পরাৎপরা, হে পরানন্দ ! তোমার মধুর গুণবৃন্দ যিনি দিবানিশি গান করেন এবং হে বৃন্দাবন যিনি কোটি জীবনও তোমা হইতে অতি তুচ্ছ বলিয়া জানেন, তবে সংসারে এমন কি বস্তু আছে যাহা তিনি তৃণবৎ উপেক্ষা করিতে না পারেন ? ২৮ ॥

ক্রীড়ত্যানন্দসারান্তিম-পরম-চমৎকারসর্ব্বস্বমূর্ত্তি।
র্নিত্যানঙ্গোত্তরঙ্গৈ র্যদধি ভজ তদেবাত্ত বৃন্দাবনং ভোঃ ॥২৯॥
নব কণক চম্পকাবলি, দলিতেন্দীবর-সুবৃন্দ-নিন্দিত-শ্রি।
বৃন্দাবন-নবকুঞ্জে, কিশোরমিথুনং তদেব ভজ রসিকম্ ॥ ৩০ ॥
পরিচর চরণসরোজং, তদ্গৌরশ্যাম-রসিক-দম্পত্যোঃ।
বৃন্দাবন-নবকুঞ্জা-বলিষু মহানঙ্গ-বিহ্বলয়োঃ ॥ ৩১ ॥
অতিকন্দর্প-রসোন্মদ,-মনিশং বিবর্দ্ধিষ্ণু তন্মিথঃ প্রেম।
ঘনপুলক-গৌরনীলা,-কৃতি-নব-মিথুনং নিকুঞ্জমণ্ডলে স্মর ॥ ৩২ ॥
পূর্ণ-প্রেমানন্দ-চিচ্চন্দ্রিকাব্ধে-র্মধ্যে দ্বীপং কিঞ্চিদাশ্চর্য্যরূপম্।
তত্রাশ্চর্য্যাভাতি বৃন্দাটবীয়ং, তত্রাশ্চর্যৌ গৌরনীলকিশোরৌ ॥৩৩॥
ধন্যো লোকে মুমূক্ষু র্হরিভজনপরো ধন্যধন্য স্ততোঽসৌ
ধন্যো যঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজরতিপরমো রুক্মিণীশ-প্রিয়োঽতঃ।

আনন্দসারের পরম কাষ্ঠাভূত পরম চমৎকার সর্ব্বস্ব মূর্ত্তি কোনও শ্যামকিশোর নিত্য অনঙ্গ তরঙ্গে উন্মত্ত হইয়া মদীয় প্রাণেশ্বরী আত্ত-প্রণয়-রস-মহামাধুর্য্য-সার-মূর্ত্তি কোনও স্বর্ণকান্তি কিশোরীর সহিত যে স্থলে নিত্য ক্রীড়া করিতেছেন, অত্ত হইতেই সেই বৃন্দাবনেরই ভজন কর ॥ ২৯ ॥

শ্রীবৃন্দাবনের নব কুঞ্জে সেই রসিক কিশোর যুগলকেই ভজন কর—তাঁহাদের একজনের দেহ কান্তিতে নূতন স্বর্ণ ও চম্পকাবলি নিন্দিত হয় এবং অপরের দেহজ্যোতিতে উত্তম ইন্দীবর শোভা তিরস্কৃত হইয়া থাকে ॥৩০॥

শ্রীবৃন্দাবনের নূতন কুঞ্জ সমূহে মহানন্দ বিহ্বল সেই গৌরশ্যাম রসিক যুগলের চরণ সরোজের পরিচর্য্যা কর ॥ ৩১ ॥

কন্দর্প রসে অত্যুন্মত্ত সেই কিশোর যুগলের পরস্পরের প্রেম নিয়তই বৃদ্ধি পাইতেছে। পুলকাবলি শোভিত সেই গৌর-নীল কান্তি বিশিষ্ট নবীন যুগলকে নিকুঞ্জ মণ্ডলে স্মরণ কর ॥ ৩২ ॥

পূর্ণ প্রেমানন্দ চিজ্জ্যোৎস্না সমুদ্রের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য দ্বীপ আছে, তাহাতে আবার এই বৃন্দাটবী আরও আশ্চর্য্য—তাহার মধ্যেও পরমাশ্চর্য্য এই গৌর-নীল কিশোর যুগল ॥ ৩৩ ॥

যাশোদেয়-প্রিয়োঽতঃ সুবলসুহৃদতো গোপকান্তাপ্রিয়োঽতঃ
শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনেশ্বর্য্যতিরস-বিবশারাধকঃ সর্ব্বমূর্দ্ধ্নি ॥ ৩৪ ॥

একং সখ্যাপি নো লক্ষিতমুরসি লসন্নিত্য-তাদাত্ম্যকান্তং
তদ্দৃশ্যং দূরতোঽন্যদ্‌ব্রততি-নবগৃহেঽন্যত্তু তন্নর্ম্মশর্ম্ম।
অন্যদ্‌বৃন্দাবনান্ত র্বিহরদথ পরং গোকুলে প্রাপ্তযোগং
বিচ্ছেদত্বন্যত্তদেবং লসতি বহুবিধং রাধিকা-কৃষ্ণরূপম্ ॥ ৩৫ ॥

নিত্যোত্তুঙ্গদনঙ্গ-রঙ্গ-বিলসল্লীলাতরঙ্গং সদা
রাধামানসদিব্যমীননিলয়ং তদ্বক্ত্রচন্দ্রোচ্ছ্রিতম্।

এই পৃথিবীতে যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা ধন্য। যাঁহারা হরি ভজন পরায়ণ, তাঁহারা ধন্য ধন্য। তাঁহাদিগের হইতে উৎকৃষ্ট—যাঁহারা কৃষ্ণ পাদপদ্মে পরমাসক্তিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের হইতেও আবার রুক্মিণী-বল্লভের প্রিয়গণ ধন্য, তাঁহাদিগের হইতে যশোদানন্দন প্রিয়গণ আরও প্রশংস্য; তাহা হইতে সুবল সখার প্রিয়গণ আরও ধন্য, আবার তাহা হইতে গোপকান্তাপ্রিয়ের (গোপীবল্লভের) ভজনপরায়ণ গণ আরও ধন্য—কিন্তু শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনেশ্বরীর পরমরসবিবশআরাধকই সকলের শিরোমণি ॥৩৪॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণরূপ বহুভাবে বিলাস পরায়ণ হইয়া বিরাজমান আছেন। এক অবস্থা—সখীগণেরও অলক্ষিতভাবে কান্তা ও কান্ত পরস্পরকে বক্ষে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া নিত্য তাদাত্ম্য ভাব প্রাপ্ত; অপরাবস্থা—সখীগণ কর্ত্তৃক দূর হইতে দৃশ্যমান লতা নির্ম্মিত নূতন মণ্ডপে মিলন। অন্যটি—(নিকুঞ্জ মধ্যে) উভয়ের পরিহাস মঙ্গল বাকোবাক্যযুক্ত, অপরাবস্থা—বৃন্দাবন মধ্যে নিত্য বিহারশীল, অন্যাবস্থা—(কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে এবং গোষ্ঠ হইতে কুঞ্জে গমনাগমনযুক্ত) গোকুলে মিলন, এবং অন্যবিধ প্রকাশে তাঁহারা (মাথুর) বিরহ দশা প্রাপ্ত* ॥ ৩৫ ॥

---

* [এবং তদনন্তর সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগযুক্ত মিলন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত দ্রষ্টব্য।]

তৎ কন্দর্পসুমন্দরেণ মথিতং সখ্যক্ষি-পীযূষদং
কঞ্চিচ্ছ্যাম-রসাম্বুধিং ভজ সখে ! বৃন্দাটবী-সীমনি ॥ ৩৬ ॥
শ্যামপ্রাণমৃগৈকখেলন-বনশ্রেণী সদা শ্যামলোৎ-
খেলন্মানসমীন-দিব্যসরসী শ্যামালি-সৎ-পদ্মিনী ।
শ্যামানঙ্গ-সুতপ্ত-হৃচ্ছিশিরতাকারি-স্ফুরচ্চন্দ্রিকা
শ্যামানন্যসুনাগরেণ বিহরত্যেকা মম স্বামিনী ॥ ৩৭ ॥

শ্রীমদ্‌বৃন্দাকাননে রত্নবল্লী,
বৃক্ষৈশ্চিত্র-জ্যোতিরানন্দ-পুষ্পৈঃ ।
কীর্ণে স্বর্ণস্থল্যুদঞ্চৎকদম্ব-,
চ্ছায়ায়াং নশ্চক্ষুষী গৌরনীলে ॥ ৩৮ ॥

শ্রীবৃন্দাকাননেঽত্যদ্ভুত-কুসুম-লসদ্‌রত্নবল্লী-নিকুঞ্জ-
প্রাসাদে পুষ্পচন্দ্রাতপচয়রুচিরে পুষ্পপল্যঙ্ক-তল্পে ।

হে সখে ! বৃন্দারণ্যবাসী সেই অনির্ব্বচনীয় শ্যামরস সমুদ্রেরই ভজন কর—সেই শ্যামরস সমুদ্রে নিত্যই কামরঙ্গ-বিলাস লীলাময় উত্তুঙ্গ তরঙ্গ সমূহ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে শ্রীরাধার মানসরূপ দিব্য মৎস্য নিরন্তর বাস করিতেছে—তাহা শ্রীরাধার মুখচন্দ্র দ্বারা উচ্ছলিত ও শ্রীরাধার কামরূপ সুমন্দর পর্ব্বত দ্বারা মথিত হইতেছে এবং তাহা সখীগণের লোচনের অমৃত দান করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

শ্যাম প্রাণরূপ মৃগের একমাত্র ক্রীড়াস্থলী, উজ্জল রসে ক্রীড়া পরায়ণ মানসমীনের দিব্য সরোবর সদৃশী, শ্যামরূপ অলির পক্ষে পদ্মিনীরূপা, শ্যামের কামতপ্ত হৃদয়ের সুস্নিগ্ধতা বিধায়ী উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারূপিণী, আমার স্বামিনী একা শ্যামাই (শ্রীরাধাই) অতুলনীয় শ্যাম সুনাগরের সহিত বিহার করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

রত্নলতা বৃক্ষ মণ্ডিত বিচিত্র জ্যোতিঃ বিকিরণশীল আনন্দময় পুষ্পাস্তীর্ণ শ্রীবৃন্দাবনে স্বর্ণস্থলী শোভিত কদম্ব ছায়াতে গৌর-নীল বপুধারী কিশোরযুগলেই আমাদের লোচনযুগল সদা বিরাজমান থাকুক ॥ ৩৮ ॥

রাধাকৃষ্ণৌ বিচিত্রস্মরসমরকলা-খেলনৌ বীক্ষ্য বীক্ষ্যা-
নন্দাদ্বিভ্রামিতং তৎলুঠদবনিতলে বন্দ্যতামালিবৃন্দম্ ॥৩৯॥

প্রেষ্ঠদ্বন্দ্ব-প্রসাদাভরণবর পট স্রগ্ নবাভীর বালা-
মালালঙ্কার-কস্তূর্য্যগুরু ঘুসৃণ সদ্গন্ধতাম্বূল বস্ত্রৈঃ।
বাদ্যৈঃ সঙ্গীতনৃত্যৈরনুপম-কলয়া লালয়ন্তীঃ সতৃষ্ণা
রাধাকৃষ্ণাবখণ্ড-স্বরস-বিলসিতৌ কুঞ্জবীথ্যামুপৈমি ॥ ৪০ ॥

কাশ্চিচ্চন্দনঘর্ষিণীঃ সঘুসৃণং কাশ্চিৎ স্রজো গ্রথ্নতীঃ
কাশ্চিৎকেলিনিকুঞ্জমণ্ডনপরাঃ কাশ্চিদ্বহন্তী র্জলম্।
কাশ্চিদ্দিব্যদুকূলকুঞ্চনপরাঃ সংগৃহ্নতীঃ কাশ্চনাহ-
লঙ্কারং নবমন্নপানবিধিষু ব্যগ্রাশ্চিরং কাশ্চন ॥ ৪১ ॥

তম্বূলোত্তমবীটিকাদিকরণে কাশ্চিন্নিবিষ্টা নবাঃ
কাশ্চিন্নর্ত্তন-গীত-বাদ্যসুকলা-সামগ্রি-সম্পাদিকাঃ।

শ্রীবৃন্দাবনে অতি অদ্ভুত কুসুম শোভিত রত্নলতা নিকুঞ্জ প্রাসাদে পুষ্পময় চন্দ্রাতপ সমূহ দ্বারা মনোজ্ঞ কুসুম পালঙ্কের শয্যায় বিচিত্র কামযুদ্ধে খেলন পরায়ণ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দেখিয়া দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পৃথিবীতে অবলুণ্ঠনকারী সখীবৃন্দকে বন্দনা করা হউক ॥ ৩৯ ॥

প্রিয়তমযুগলের প্রসাদীকৃত অলঙ্কার, শ্রেষ্ঠ বসন মাল্যাদি ভূষিত নবীনা গোপবালাগণ মালা, অলঙ্কার, কস্তূরী, অগুরু, কুঙ্কুম, মনোমদগন্ধ, তাম্বূল, বস্ত্র প্রভৃতির সমাহরণ দ্বারা এবং নিরুপম তাল লয় সমন্বিত বাদ্য ও নৃত্য-গীতাদি দ্বারা নিকুঞ্জবিলাসী অখণ্ড-স্ব-রস বিনোদী শ্রীরাধা-কৃষ্ণ যুগলকে যাঁহারা সতৃষ্ণভাবে সেবা করিতেছেন—আমি তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৪০ ॥

কোনও কোনও গোপবালা উত্তম কুঙ্কুম সহিত চন্দন ঘর্ষণ করিতে-ছেন—কেহ কেহ বা মাল্যরচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন—অপর কেহ কেহ কেলিনিকুঞ্জ সুসজ্জিত করিতেছেন—কেহ কেহ বা নূতন নূতন অলঙ্কারা-দির সংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইয়াছেন—অপর কেহ কেহ বা ব্যগ্রচিত্তে খাদ্য পানীয় প্রভৃতির চেষ্টায় বহুক্ষণযাবৎ নিযুক্ত হইয়াছেন ॥ ৪১ ॥

স্নানাভ্যঙ্গবিধৌ চ কাশ্চন রতাঃ সংবীজনাদ্যৈঃ সদা
কাশ্চিৎসন্নিধিসেবনাতিমুদিতাঃ কাশ্চিৎ সমস্তেক্ষিকাঃ ॥ ৪২ ॥
কাশ্চিৎ স্বপ্রিয়যুগ্মচেষ্টিতদৃশঃ স্তব্ধাঃ স্বকৃত্যে স্থিতাঃ
ক্ষিপ্তাঃহন্যালিপ্রবর্ত্তিতা দয়িতয়োঃ কাশ্চিৎ সুখেলা-পরাঃ।
ইত্থং বিহ্বল-বিহ্বলাঃ প্রণয়তঃ শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণয়োঃ
দাসীরদ্ভুতরূপকান্তিবয়সো বৃন্দাবনেঽন্বীয়তাম্ ॥৪৩॥ [বিশেষকম্]

একং চিত্রশিখণ্ডচূড়মপরং শ্রীবেণীশোভাদ্ভুতং
বক্ষশ্চন্দনচিত্রমেকমপরং চিত্রং স্ফুরৎ-কঞ্চুকম্।
একং রত্নবিচিত্রপীতবসনং জঙ্ঘান্তবস্ত্রোপরি-
ভ্রাজদ্রত্নসুচিত্র-শোণ-বসনেনান্যচ্চ সংশোভিতম্ ॥ ৪৪ ॥

কোনও কোনও নবীনা গোপবালা উত্তম তাম্বূলবীটিকা প্রভৃতির নির্ম্মাণে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছেন—কয়েকজন বা নৃত্য গীত বাদ্যাদির উত্তম উত্তম কলা বিদ্যা প্রকাশনের বস্তু সমূহের আয়োজন তৎপর—কেহ কেহ বা স্নান উদ্বর্ত্তন প্রভৃতি সামগ্রী আহরণ করিতেছেন—অপর কেহ কেহ বা বীজন হস্তে নিকটে থাকিয়াই শ্রীঅঙ্গ সেবনে অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়াছেন আবার কয়েকজন সকল বিষয়েরই তত্ত্বাবধান করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

কেহ কেহ বা নিজ প্রিয়তম যুগলের চেষ্টাতে নয়ন দিয়া নিজকার্য্য বিস্মৃত হইয়াছেন—অপরাপর গোপী অন্য সখী কর্তৃক আক্ষিপ্ত (অনুযোগ প্রাপ্ত) হইয়া স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন এবং দয়িতযুগলের সহিত সুন্দর খেলায় যোগদান করিয়াছেন—এইভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়ভরে বিভোর, অদ্ভুত রূপ কান্তি বয়স বিশিষ্ট দাসী (সখী) দিগকে বৃন্দাবনেই অন্বেষণ কর ॥ ৪৩ ॥

একজন বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছের চূড়া পরিয়াছেন—অপরের শিরোদেশে সুন্দর বেণীর শোভায় চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়াছে ; একজনের বক্ষোদেশ চন্দন চিত্রিত এবং অপরের বক্ষে বিচিত্র কঞ্চুতক (কাঁচুলি) স্ফুর্ত্তি পাইতেছে ; একজন রত্ন বিচিত্রিত পীতবসনধারী এবং অপরজন জঙ্ঘা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বস্ত্রের উপরে নানা রত্নময় বিচিত্র রক্তবস্ত্র দ্বারা সংশোভিত ॥ ৪৪ ॥

ইত্থং দিব্য-বিচিত্রবেশ-মধুরং তদ্‌গৌরনীলং মিথঃ
প্রেমাবেশ-হসৎকিশোরমিথুনং দিগ্ব্যাপি চিত্রচ্ছটম্।
কাঞ্চী-নূপুরনাদ-রত্নমুরলী গীতেন সংমোহয়ৎ
শ্রীবৃন্দাবন চিদ্ঘন স্থিরচরং রঙ্গে মহাশ্রীমতি ॥ ৪৫ ॥

অন্বালীমুখশব্দকে মণিময়ে মীলন্মৃদঙ্গধ্বনৌ
প্রোৎসার্য্যৈব প্রবিষ্টবজ্ জবনিকামুৎকীর্য্য পুষ্পাঞ্জলীম্।
অত্যাশ্চর্য্য সনৃত্য হস্তক মহাশ্চর্য্যাঙ্গ দৃগ্‌ভঙ্গিমো-
ত্তুঙ্গানঙ্গরসোৎসবং ভজতি মে প্রাণদ্বয়ং কঃ কৃতী ॥৪৬॥ (যুগ্মকম্)

অনন্তরতি মৎ প্রিয়চ্ছবি বিলাস সম্মোহনং
মহারসিকনাগরাদ্ভুত কিশোরয়ো স্তদ্দ্বয়ম্।
বিচিত্র রতিলীলয়া নবনিকুঞ্জ পুঞ্জোদরে
স্মরামি বিহরন্মহাপ্রণয় ঘূর্ণিতাঙ্গং মিথঃ ॥ ৪৭ ॥

এইরূপে দিব্য বিচিত্র বেশ মাধুর্য্য মণ্ডিত, দিগন্তব্যাপী চিত্রচ্ছটাশীল সেই গৌর নীল বপুধারী, পরস্পর প্রেমাবেশ বশতঃ হাস্যকারী যুগল-কিশোর—মহাসৌন্দর্য্যশালী রঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনস্থ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক চিদ্ঘন বস্তু মাত্রকেই কাঞ্চী নূপুর নাদে ও মুরলীর মোহন গীতে সংমুগ্ধ করিয়া বিরাজমান আছেন॥ ৪৫ ॥

এবং সেইমণিময় রঙ্গে (রঙ্গমঞ্চে) সখীগণ-মুখোচ্চারিত শব্দ ও মৃদঙ্গ ধ্বনি উত্থিত হওয়া মাত্রই জবনিকা দূরে নিক্ষেপ করতঃ পুষ্পাঞ্জলি বিকীরণ করিতে করিতে প্রবেশ পূর্ব্বক অতি আশ্চর্য্যজনক নানাবিধ হস্তভঙ্গী সহকারী নর্ত্তন পরায়ণ ও মহাশ্চর্য্য অঙ্গ ও নয়ন ভঙ্গিমা দ্বারা সুমহান্ কাম রসোৎসব বিধায়ক আমার প্রাণপ্রিয়তম যুগলকে কোনও সুকৃতি ভজনা করে॥ ৪৬ ॥

অনন্ত রতিশালী মনোমদ কান্তিবিশিষ্ট ও বিলাস সম্মোহিত সেই মহারসিক নাগর দ্বয়ের—সেই অদ্ভুত যুগল কিশোরের বিচিত্র রতিলীলা

কদা কণক চম্পকদ্যুতি বিনিন্দিতেন্দীবর-
বরং নব কিশোরয়োর্দ্বয় মগাধভাবং মিথঃ।
পুরঃ স্ফুরতু মন্মথ ক্ষুভিতমূর্ত্তি বৃন্দাটবীং
মমাধিবসতো মহাসরস দিব্য চক্ষুর্যুজঃ ॥ ৪৮ ॥

প্রেমানন্দোজ্জ্বল রসময় জ্যোতিরেকার্ণবান্ত-
স্তাদাত্ম্যেন স্ফুরতু বহুধাশ্চর্য্য বৃন্দাবনং মে
কুঞ্জে কুঞ্জে মধুরমধুরং তত্র খেলৎ-কিশোর-
দ্বন্দ্বং গৌরাসিত রুচি মন স্তদ্ রসার্হং ক্রিয়ান্মে ॥ ৪৯

দবিষ্ঠে য স্তিষ্ঠেদতি কুকৃতিনিষ্ঠঃ কুবিষয়ে
সকৃদ্ বৃন্দাটব্যা স্তৃণকমপি বন্দেত সুকৃতী!

হেতু নিত্য নূতন নিকুঞ্জ সমূহ মধ্যে বিহার পরায়ণ মহাপ্রণয় রসে ঘূর্ণিত বিগ্রহ যুগলকে স্মরণ করিতেছি॥ ৪৭ ॥

মহা সরস দিব্য চক্ষুষ্মান ও বৃন্দাবন বাসকারী আমার সম্মুখে কবে স্বর্ণচম্পক কান্তি ও নীলপদ্ম বর নিন্দিত রূপ বিশিষ্ট নব কিশোর দম্পতীর পরস্পরের প্রতি অগাধ ভাব বিশিষ্ট কামদেব বিমোহিত মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি হইবে? ৪৮ ॥

প্রেমানন্দের উজ্জ্বল রস বিশিষ্ট জ্যোতিঃপূর্ণ কোনও এক অনির্ব্বচনীয় সমুদ্রগর্ভস্থিত আশ্চর্য্য বৃন্দাবন তাহার (তথাবিধ জ্যোতির্ময় সমুদ্রের) সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া বহুধা আমার নিকটে প্রতিভাত হউন—এবং তাহার প্রতি কুঞ্জে মধুর হইতেও সুমধুর ক্রীড়া বিনোদী গৌর-শ্যাম-বর্ণ যুগল-কিশোর আমার মনকে তদ্ রসাবিষ্ট করিয়া দিন—এই প্রার্থনা॥ ৪৯ ॥

দূরতম প্রদেশে থাকিয়াও, কুবিষয়ে কুকার্য পরায়ণ হইয়াও যদি কোনও সুকৃতী একবার মাত্রও শ্রীবৃন্দাবনস্থ ক্ষুদ্র তৃণটীকেও বন্দনা করিতে

স তৎপ্রাণস্থোচ্ছৃঙ্খল-নিখিলশক্তেঃ করুণয়া
ধ্রুবং দেহস্যান্তে হরিপদমলভ্যঞ্চ লভতে ॥ ৫০ ॥

কুবেরাণাং কোটী র্হসতি ধনসম্পত্তিভি রহো
তিরস্কুর্য্যাদ্বর্য্যানপি সুরগুরূন্ বুদ্ধি-বিভবৈঃ।
অশোচ্যঃ স্ত্রীপুত্রাদিভি রসম ঈড্যো হরিরসা-
চ্ছুক-প্রহ্লাদাদ্যৈ রতিকৃদিহ বৃন্দাবন-বনে ॥ ৫১ ॥

ত্যক্ত্বা সর্ব্বান্ গৃহদ্বার সকল গুণালঙ্কৃত স্ত্রীসুতাদীন্
সর্বত্রাত্যন্তসম্মাননমথ মহতঃ সৎকুলাচারধর্ম্মান্।
মাতাপিত্রো গু'রূণামপি চ ন হি মনাগাগ্রহৈঃ কোমলাত্মা
যো যায়াদেব বৃন্দাবনময়মখিলৈঃ স্তূয়তে ধন্যধন্যঃ ? ৫২ ॥

পারেন, তবে তিনি দেহান্তে অমর্য্যাদ নিখিল শক্তিপূর্ণ তাঁহার জীবাতু (জীবনীভূত শ্রীরাধাশ্যামের) করুণায় অলভ্য শ্রীহরি পাদপদ্মও পাইয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

এই শ্রীবৃন্দাবনে রতিশালী পুরুষ—ধন সম্পত্তি দ্বারা কোটি কোটি কুবেরকেও উপহাস করেন, বুদ্ধি বিভব দ্বারা সুর-গুরু বৃহস্পতিকেও তিরস্কার করিয়া থাকেন ; স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন তাঁহার জন্য আর শোক করে না, তিনি শ্রীহরি রস বিষয়ে শুক প্রহ্লাদাদি কর্তৃকও অতুল প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন ॥ ৫১ ॥

যিনি গৃহ দ্বার, সর্ব্বগুণযুক্ত স্ত্রীপুত্রাদি সকল ত্যাগ করিয়া এবং সর্ব্বত্র অতিশয় সম্মান ও মহা মহা সৎকুলাচার ধর্ম্ম ইত্যাদিও বিসর্জন দিয়া, মাতা পিতা এবং গুরুজনদিগের আগ্রহে বিন্দুমাত্রও কোমলচিত্ত না হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে পারেন, অখিললোক কর্তৃক তিনিই ধন্য-বাদার্হ হয়েন ॥ ৫২ ॥

সকল জীবের দোষ বা গুণ কোথাও শ্রবণ বা গ্রহণ না করিয়া,

নো শৃণ্বন্ নৈব গৃহ্নন্ সকল তনুভৃতাং ক্বাপি দোষং গুণং বা
বৃন্দারণ্যস্থ সত্ত্বান্যখিল গুরুধিয়া সংনমন্ দণ্ডপাতৈঃ।
ত্যক্তাশেষাভিমানো নিরবধি পরমাকিঞ্চনঃ কৃষ্ণরাধা-
প্রেমানন্দাশ্রু মুঞ্চন্ নিবসতি সুকৃতী কোঽপি বৃন্দাবনান্তঃ ॥৫৩॥

ক্রন্দনার্ত্তস্বরেণ ক্ষিতিষু পরিলুঠন্ সংনমন্ প্রাণবন্ধুং
কুর্ব্বন্ দন্তে তৃণান্যাদধদনু করুণা-দৃষ্টয়ে কাকুকোটীঃ।
তিষ্ঠন্নেকান্ত বৃন্দাবিপিন তরুতলে সব্যপাণৌ কপোলং
ন্যস্যাশ্রুণ্যেব মুঞ্চন্নয়তি দিননিশাং কোঽপি ধন্যোঽত্যনন্যঃ ॥৫৪॥

মুঞ্চন্ শোকাশ্রুধারাং সতত মরুচিমান্ গ্রাসমাত্রাগ্রহেঽপি
ক্ষিপ্তো বদ্ধো হতো বা গিরিবদবিচলঃ সর্ব্বসঙ্গৈর্বিমুক্তঃ।
নৈষ্কিঞ্চন্যৈক কাষ্ঠাং গত উরুতরয়োৎকণ্ঠয়া চিন্তয়ন্ শ্রী-
রাধাকৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পঙ্কেরুহদল-সুষমাং কোঽপি বৃন্দাবনেঽস্তি ॥৫৫॥

অখিল লোকের গুরুবুদ্ধিতে শ্রীবৃন্দাবনস্থ প্রাণিদিগকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া, অশেষ অভিমান ত্যাগ করিয়া এবং নিরন্তর পরম অকিঞ্চনভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমানন্দে অশ্রু মোচন করিয়া করিয়া কোনও সুকৃতি শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন ॥ ৫৩ ॥

ক্রন্দনার্ত্তস্বরে ভূমিতে লুণ্ঠন করিতে করিতে, প্রাণবন্ধুকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিতে করিতে, দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া কৃপাকটাক্ষপাতের জন্য কোটি কোটি কাকুবাদ পূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনের তরু তলে তলে নির্জনে বাস করতঃ করদেশে কপোল বিন্যাস করিয়া শোকাশ্রু মোচন করিতে করিতে দিবারাত্রি যাপন করেন—এবম্বিধ অতি অনন্য ধন্য (মহাজনও) তথায় আছেন ॥ ৫৪ ॥

নিরন্তর শোকাশ্রুপাত করেন, গ্রাসমাত্র আহারেও অরুচি হইয়াছে ; উন্মত্ত, বদ্ধ, হত, অথবা পর্ব্বতবৎ অবিচল হইয়া সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ করিয়া

মালাং কণ্ঠেঽর্পয় সুললিতং চন্দনং সর্ব্বগাত্রে
তাম্বূলং প্রাশয় কুরু সুখং সাধু সংবীজনেন।
ব্যত্যাশ্লেষাৎ সুখশয়িতয়োর্লালয়ন্নঙ্ঘ্রি মিথঃ
রাধাকৃষ্ণৌ পরিচর রহঃ কুঞ্জশয্যামুপেতৌ ॥ ৫৬ ॥
রাধাকৃষ্ণৌ রহসি লতিকামন্দিরে সূপবিষ্টৌ
রত্যাবিষ্টৌ রসবশ লসদ্দৃষ্টি বাগঙ্গ চেষ্টৌ।
দৃষ্টাঽন্যাদৃগ্বর বিলসিতৌ সাধু যান্তী র্বহি স্তাঃ
তাভ্যামাত্তাঃ সহসমবনম্যাঃ স-হ্রী-সৌখ্যমগ্নাঃ ॥ ৫৭॥
কিশোর বয়সঃ স্ফুরৎ পুরট রোচিষো মোহিনীঃ
সুচারুকৃশমধ্যমাঃ পৃথুনিতম্ব বক্ষোরুহাঃ।

পরম নিষ্কিঞ্চন ব্রতাবলম্বনে অধিকতর উৎকণ্ঠা সহকারে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদ-পদ্মদল সুষমা চিন্তা করেন—এবম্বিধ কোনও (ভাগ্যবান্) পুরুষও বিরাজমান আছেন ॥ ৫৫ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণ নির্জ্জন কুঞ্জশয্যায় গমন করিয়াছেন—তাঁহাদের কণ্ঠে সুগন্ধি মাল্য অর্পণ কর, সর্ব্ব গাত্রে সুললিত চন্দন লেপন কর, (অধরে) তাম্বূল প্রদান কর, মৃদু মধুর ব্যজনান্দোলন দ্বারা তাঁহাদিগকে সুখ দান কর, তাঁহারা সুখে শয়ন করিয়া পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ আছেন—তাঁহাদের পাদপদ্ম সেবা কর—এইভাবে যুগলকিশোরের পরিচর্য্যা কর॥৫৬

লতামন্দিরে রহঃ স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপবিষ্ট আছেন, রত্যাবিষ্ট হইয়া রস বিবশ হেতু তাঁহাদের দৃষ্টি, বাক্য ও অঙ্গ চেষ্টা সাতিশয় শোভমান হইয়াছে ; তাঁহাদের অতি মনোহর বিলাস দর্শন করিয়া অন্যদিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক সেই (সখীগণ) বহির্দেশে যাইতে থাকিলে যুগলকিশোর হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগকে ধরিলেন—তখন তাঁহারা লজ্জা ও সৌখ্য রসে মগ্ন হইয়া অবনত শিরে অবস্থান করিলেন ॥ ৫৭ ॥

স্বরত্ন কণকাঞ্চিত স্ফুরিত নাসিক মৌক্তিকাঃ
সুবেণীঃ পটভূষণাঃ স্মরত রাধিকা-কিঙ্করী ॥ ৫৮ ॥

সুরম্যা দোর্বল্লী বলয়গণ কেয়ূর রুচিরাঃ
ক্বণৎকাঞ্চী মঞ্জীরকমণি সুতাটঙ্ক ললিতাঃ।
লসদ্বেণী বক্ষোরুহ মুকুলহারাবলিরুচঃ
স্মরাহনন্যপ্রেমাঃ কণকরুচিরাধাজ্ঘ্র্যনুচরীঃ ॥ ৫৯ ॥

অহো বৃন্দারণ্যে সকল পশুপক্ষি দ্রুমলতা-
স্ত্বনন্তৈ র্লাবণ্যৈ র্মধুর মধুরৈঃ কাঞ্চননিভৈঃ।
মহাপ্রেমানন্দোন্মদ সুরস নিষ্পন্দ সুভগৈঃ
কিশোরং মে সংমোহয়দহহ সর্ব্বস্ব মুদিতম্ ॥ ৬০ ॥

অহো শ্যামং প্রেম প্রসর বিকলং গদ্গদগিরা
সরোমাঞ্চং সাস্রং সমনুনয়দালীঃ প্রিয়তমাঃ।

তাঁহারা বয়সে কিশোরী, সুন্দর স্বর্ণবর্ণা, মোহিনী মূর্ত্তি, তাঁহাদের মধ্যদেশ অতি সুন্দর ও কৃশ, নিতম্ব ও স্তনযুগল পৃথুল, নাসাদেশে রত্ন ও স্বর্ণ জটিত মুক্তা সমূহ দোতুল্যমান, মস্তকে সুন্দর বেণী, পরিধানে পট্টবস্ত্র—এবম্বিধ শ্রীরাধা সখীগণকে স্মরণ কর ॥ ৫৮ ॥

পরম রমণীয়া, বাহুলতায় বলয় সমূহ ও কেয়ূর ভূষণে অতি সুন্দরী, শব্দায়মান কাঞ্চী, নূপুর ও মণিময় তাটঙ্ক (তাড়) প্রভৃতি দ্বারা অতি কমনীয়া, বেণী শোভিতা, স্তনমুকুলোপরি হার সমূহের কান্তি প্রতিবিম্বিতা এবং অনন্য প্রেমশীলা স্বর্ণবর্ণা শ্রীরাধা-দাসীগণের স্মরণ কর ॥ ৫৯ ॥

অহো ! বৃন্দারণ্যে সকল পশুপক্ষী বৃক্ষলতাদিকে নিজ অনন্ত কাঞ্চন তুল্য মধুর হইতেও মধুর লাবণ্যরাশি দ্বারা এবং মহাপ্রেমানন্দে উন্মত্তকারী সুরস অক্ষুন্ন সৌন্দর্য্য দ্বারা কিশোরকে সম্মোহন করিয়া আমার সর্ব্বস্ব (শ্রীরাধা) উদিত হইতেছেন ॥ ৬০ ॥

পদং বেণ্যা বদ্ধা ক্ষণমহহ সংপ্রেষ্য দয়িতং
ক্বচিদ্ বৃন্দারণ্যে জয়তি মম তজ্জীবনমহঃ ।। ৬১ ।।
নবোদ্যৎ কৈশোরং নব নব মহাপ্রেম বিকলং
নবানঙ্গক্ষোভাত্তরলতরলং নব্য ললিতম্ ।
নবীনাদৃষ্ট্যঙ্গোক্তিষু মধুরভঙ্গী র্দধদহো
মহো গৌরশ্যামং স্মরত নবকুঞ্জে তদুভয়ম্ ।। ৬২ ।।
মিথো ন্যস্তপ্রাণং কথমপি ন হি স্নান-শয়নাঽ-
শনাদৌ বিচ্ছিন্নং গুরুভিরনুরাগৈর্নবনবৈঃ ।
সদা খেলদ্বৃন্দাবন নব নিকুঞ্জাবলিষু তদ্
ভজে গৌরশ্যামং মধুরমধুরং ধাম যুগলম্ ।। ৬৩।।
উত্তুঙ্গানঙ্গরঙ্গ ব্যতিকর রুচিরাভঙ্গ সঙ্গীত রঙ্গৈঃ
রঙ্গৈ স্তারুণ্যভঙ্গীভর মধুর চমৎকারি রোচিস্তরঙ্গৈঃ ।

অহো ! কোনও সময়ে (প্রবল বিরহাবস্থায়) শ্রীমতী প্রেমাতিশয্য হেতু বিকল হইয়া গদ্গদ বাক্যে সরোমাঞ্চে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে নিজ প্রিয়তম সখীগণকে অনুনয় বিনয় করিয়া দয়িত শ্যামসুন্দরের নিকট পাঠাইয়া ক্ষণকালযাবৎ (তীব্র অসহিষ্ণুতা বশতঃ) বেণী দ্বারা নিজ চরণ বন্ধন করিতেছেন—আমার সেই জীবাতু (শ্রীরাধা) বৃন্দাবনে সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান থাকুন ॥ ৬১ ॥

নব কৈশোর প্রাপ্ত, নব নব মহাপ্রেমবিবশ, নব অনঙ্গক্ষোভবশতঃ অতীব চঞ্চল, নব ললিত, দৃষ্টিতে অঙ্গে ও বাক্যে নবীন মধুর ভঙ্গী ধারণকারী, নবীন কুঞ্জে সেই গৌরশ্যাম-জ্যোতিঃ যুগলকিশোরকে স্মরণ কর ॥৬২

পরস্পর ন্যস্ত-প্রাণ, স্নান ভোজন বা শয়নাদিতেও সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্ন নব নব প্রচুর অনুরাগ বশতঃ শ্রীবৃন্দাবনের নব নব নিকুঞ্জ সমূহে সদা খেলনশীল সেই মধুর মধুর গৌরশ্যামাকৃতি যুগলকিশোরকে ভজনা করি॥৬৩

অত্যন্তাহন্যোন্যসক্ত্যা নিমিষমমিলনাদার্ত্তিমূর্ত্তী ভবন্তৌ
তৌ বৃন্দারণ্যবীথ্যাং ভজ ভরিত-রসৌ দম্পতী গৌরনীলৌ ।।৬৪।।
নশ্বর সুত ধন জায়া,-দিষু হরিমায়াময়েষু মা প্রয়াসম্ ।
কুরু পুরুষার্থশিরোমণি,-মাচিনু বৃন্দাবনে স্বয়ং পতিতম্ ।।৬৫।।
বৃন্দাবনে তরুমূলে, কূলে শ্রীমৎ কলিন্দ-নন্দিন্যাঃ ।
ভজ রতি কেলি সতৃষ্ণৌ, রাধাকৃষ্ণৌ তদেকভাবেন ।। ৬৬ ।।
বরমিহ বৃন্দারণ্যে, সুবরাকী মদনমোহন-দ্বারি ।
অপি সরমাপি রমাপ্রিয়,-সখ্যপি নান্যত্র নো রমাপি স্যাম্ ।।৬৭।।
প্রত্যঙ্গোচ্ছলদদ্ভূত, নব কাঞ্চন চন্দ্রচন্দ্রিকা জলধিঃ ।
নব কৈশোর চমৎকার, রূপা বৃন্দাবনেশ্বরী স্ফুরতু ।। ৬৮ ।।

উদ্দাম অনঙ্গ রঙ্গ হেতু পরস্পর মিলনে মনোরম, অবিচ্ছিন্ন বিবিধ নৃত্য গীতাদি দ্বারা এবং যৌবনরসে নানাবিধ মধুর ও চমৎকারকারী দীপ্তি লাবণ্যদ্বারা পরস্পরের প্রতি অতিশয় আসক্তি হেতু নিমিষকালের বিরহেও আর্ত্তি মূর্ত্তি ধারণকারী পূর্ণরস গৌর-শ্যাম দম্পতীকে বৃন্দারণ্য পথে ভজন কর ॥ ৬৪ ॥

নশ্বর পুত্র, ধন, বা জায়াদি শ্রীহরির মায়াময় বস্তুতে প্রয়াস ত্যাগ কর । শ্রীবৃন্দাবনে স্বয়ং-পতিত পুরুষার্থ-শিরোমণি চয়ন (সংগ্রহ) কর ॥ ৬৫

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমৎ কলিন্দনন্দিনীর (যমুনার) কূলে তরুমূলে রতি কেলি-তৃষ্ণাশীল শ্রীরাধাকৃষ্ণকে অনন্যভাবে ভজন কর ॥ ৬৬ ॥

এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহনের দ্বারে বরং অতি তুচ্ছা ভিখারিণী বা কুকুরী হইয়াও থাকিব, তথাপি অন্যত্র লক্ষ্মীর প্রিয় সখী বা স্বয়ং লক্ষ্মীও হইতে ইচ্ছা করি না ॥ ৬৭ ॥

যাঁহার প্রতি অঙ্গে উজ্জ্বল অদ্ভুত নবীন সুবর্ণ চন্দ্রচন্দ্রিকার সাগর উচ্ছলিত হইতেছে, সেই নবীন কৈশোর হেতু চমৎকারকারিণী বৃন্দাবনেশ্বরী আমার হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥ ৬৮ ॥

কুর্ব্বন্তি সর্ব্বনাশং, ধ্রুবমতি-মায়াময়-প্রমদাঃ।
তচ্ছব্দশূন্য-বৃন্দা, রণ্য প্রদেশে বসেত্ততশ্চতুরঃ ॥ ৬৯ ॥
উত্তীর্য্য বিষ্ণুমায়া, মপি বনিতায়ামবিশ্বসন্ প্রাজ্ঞঃ।
তদ্ভয়চকিতঃ সততং, নিবসতি বৃন্দাবনেঽতি নির্ব্বিণ্ণঃ ॥৭০॥
পরদার-বিত্তহারিষু, সত্যপদেশে মহাপ্রহারিষু চ।
নহি বৃন্দাবনবাসিষু, দোষং পশ্যন্তি চিদ্ঘনেষু ধীরাঃ ॥ ৭১ ॥
বৃন্দাকানন! কাঽননে সুভগতা ন স্তৌতি য ত্বাং সদা
কিং তদ্দেহমপাস্য গেহমমতাং যন্ন ত্বয়ি ন্যস্যতে।
কিং তৎ পৌরুষমৌরসং চ তনয়ং বিক্রীয় ন স্থীয়তে
যেন ত্বয্যথ তত্ত্ববিৎ স খলু কো যস্তে তৃণং নাশ্রয়েৎ॥ ৭২ ॥

অতি মায়াশীলা নারী নিশ্চয় সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে; অতএব চতুর ব্যক্তি এই (মায়াবিস্তারী নারী) শব্দশূন্য বৃন্দাবনপ্রদেশে বাস করুন ॥ ৬৯ ॥

বিষ্ণুমায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়াও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বনিতাকে অবিশ্বাস করিয়া অতি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া নারীভয়ে চকিত চিত্তে সতত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন ॥ ৭০ ॥

শ্রীবৃন্দাবনবাসীগণ পরদার গমন করিলে, কি পরবিত্ত হরণ করিলেও এবং ছলক্রমে (নিজকে) মহাপ্রহার করিলেও, ধীরব্যক্তিবর্গ সেই (বৃন্দাবনবাসী) চিদ্ঘন ব্যক্তিগণের দোষ দর্শন করেন না ॥ ৭১ ॥

হে শ্রীবৃন্দাবন! যে আনন (বদন) সদাসর্ব্বদা তোমার স্তব করে না, তাহার সৌন্দর্য্য কোথায়? গৃহমমতা পরিত্যাগ করিয়া যে দেহ তোমাতে ন্যাস (পাত) না করা যায়, তাহাই বা কেমন দেহ? নিজ ঔরস সন্তানকেও বিক্রয় করিয়া যে বৃন্দাবনে বাস করে না, তাহার পুরুষত্বই বা কি প্রকার? সে কি (প্রকৃতপক্ষে) তত্ত্ববিৎ, যে শ্রীবৃন্দাবনের একটী তৃণকেও আশ্রয় করিতে পারে নাই? ॥ ৭২ ॥

বৃন্দারণ্যমনন্যভাবরসিকঃ শ্রীরাধিকা-নাগরে
বৈদগ্ধীরসসাগরে নবনবানঙ্গৈকখেলা-করে।
রাধায়াঃ ক্ষণকোপ-কাতরতরে তদ্ভ্রূবিলাসাঙ্কুশাহত
কৃষ্টাত্মেন্দ্রিয়-সর্ব্বগাত্র উরুভি র্বিঘ্নৈ রচাল্যঃ শ্রয়ে।। ৭৩।।

মদনমোহন-বক্ত্র-সুধাকরে, মুদিত গোপবধূ-কুমুদাকরে।
সরস রাধিকয়া পরিচুম্বিতে, মম মনো নবকুঞ্জ বিলম্বিতে।। ৭৪।।

নিলয়নায় নিকুঞ্জকুটীগতাং, বর সখী নয়নেঙ্গিত সূচিতাম্।
সুমিলিতাং হরিণা স্মর রাধিকামনু চ তাং পরিরম্ভিত-চুম্বিতাম্॥৭৫॥

মদনকোটি মনোহর মূর্ত্তিনা-
নবলতাভবনোদর বর্ত্তিনা।
প্রিয়সখীমিষ-নন্দিত রাধিকাং
স্মর বলাদ্ রমিতাং প্রণয়াধিকাম্।। ৭৬।।

যিনি বৈদগ্ধীরস সাগর, নবনব কামরসেই ক্রীড়াপরায়ণ, শ্রীরাধার ঈষৎ কোপেই অতি কাতর এবং তাঁহার ভ্রূবিলাস রূপ অঙ্কুশ দ্বারা যাঁহার আত্মা, ইন্দ্রিয় ও সর্ব্ব দেহ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই শ্রীরাধা-নাগরে অনন্য ভাব রসিক হইয়া এবং বহু বহু বিঘ্নেও অবিচল থাকিয়া এই শ্রীবৃন্দাবন-কেই আশ্রয় করিলাম॥ ৭৩॥

নবনিকুঞ্জবিলাসী, গোপবধূরূপ কুমুদিনী সমূহের আনন্দ বিধায়ক, রসবতী শ্রীরাধা কর্ত্তৃক পরিচুম্বিত শ্রীলমদনমোহনের মুখচন্দ্রে আমার মন অবস্থান করুক॥ ৭৪॥

পলায়ন জন্য নিকুঞ্জ গৃহ মধ্যে গমন করিলে শ্রেষ্ঠ সখী (ললিতা) কর্ত্তৃক নয়নভঙ্গী ক্রমে সূচিত হইয়া শ্রীহরির সহিত সুমিলিতা এবং তদনন্তর (নাগর কর্ত্তৃক) আলিঙ্গিতা ও চুম্বিতা শ্রীরাধাকে স্মরণ কর॥ ৭৫॥

মদন কোটি মনোহর মূর্ত্তি নবলতাগৃহ—মধ্যবর্ত্তী শ্রীহরি অতি প্রণয়বতী আনন্দপূর্ণ শ্রীরাধাকে প্রিয়সখী ছলে বলপূর্ব্বক রমণ করিতেছেন—ইহা স্মরণ কর॥ ৭৬॥

প্রিয়তমেন নিজ প্রিয় কিঙ্করী-
জন সুবেশ-ধরেণ পদাম্বুজম্ ।
কিমপি লালয়তা রমিতাং স্মরা-
ম্যনুচরীং ক্ষিপতীমথ রাধিকাম্ ॥ ৭৭ ॥

একৈকাঙ্গচ্ছটাভি র্ভরিতদশদিগা ভোগ মত্যুন্মদাঢ্যং
প্রেমানন্দাত্মকাভি র্বিদ্রুত কনক সুদ্ভাস্বরাভিঃ কিশোরম্ ।
তদ্ধাম শ্যামচন্দ্রোরসি রসবিবশং কেলিশিঞ্জানভূষং
ভ্রশ্যদ্বাস স্ত্রুটৎস্রক্ স্ফুরতি রতি-মদান্নিস্ত্রপং কুঞ্জ-সীম্নি ॥৭৮॥

কলিন্দ গিরিনন্দিনী তট কদম্বকুঞ্জোদরে
দরেণ নলিনীভ্রমান্মধুকরাদিবাধাবতঃ ।
স কৃষ্ণ ইতি কৃষ্ণ তে শরণমাগতাস্মীতি বাক্-
প্রিয়া স্বপরিরম্ভণাদতি মুমোদ দামোদরঃ ॥ ৭৯ ॥

প্রিয়তম নিজ প্রিয় কিঙ্করীর সুবেশ ধারণ করিয়া শ্রীরাধার পাদপদ্ম কোনও (অনির্ব্বচনীয় মধুর) ভাবে লালন করিতে করিতে শ্রীরাধাকে রমণ করায় যিনি নিজ অনুচরীর প্রতি তর্জ্জন করিতেছেন—আমি তাঁহাকে স্মরণ করি ॥ ৭৭ ॥

যাঁহার প্রেমানন্দাত্মক, উত্তপ্ত সুবর্ণসদৃশ, সুন্দর ও উদ্ভাস্বর প্রত্যেক অঙ্গচ্ছটায় দশ দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইতেছে—সেই অতি উন্মাদী, কিশোর মূর্ত্তি, রস-বিবশ ও কেলিভূষণ—শোভিত জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ (শ্রীরাধা) শ্যামচন্দ্রের বক্ষোদেশে রতিমদভরে নির্ল্লজ্জচিত্তে ভ্রষ্ট-বসন ও ছিন্নমাল হইয়া কুঞ্জমধ্যে শোভা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৭৮ ॥

শ্রীকালিন্দীর তটবর্ত্তী কদম্বকুঞ্জ মধ্যে নলিনী ভ্রমে ধাবমান মধুকরের ভয়ে যেন "সে (ভ্রমর) কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া আমার প্রতি ধাবিত হইতেছে ; অতএব হে কৃষ্ণ ! তোমারই শরণ গ্রহণ করিলাম"—এই বাক্য উচ্চারণকারিণী প্রিয়তমার সুন্দর আলিঙ্গন লাভে দামোদর অতিশয় আমোদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭৯ ॥

শ্রীবৃন্দাবিপিনে মহাপরিমল-প্রোৎফুল্ল মল্লীবনে
শ্রীরাধা-মুরলীধরাবতি-রসোল্লাসান্মিথঃ স্পর্শতঃ।
আসীনৌ কুসুমৈঃ পরস্পর বপু ভূর্ষাং বিচিত্রাং মুহুঃ
কুর্ব্বন্তৌ রতিকৌতুকেন বিগমাল্লঙ্কাঽনবস্থৌ ভজে ॥৮০॥

শ্যামানন্দরসৈক-সিন্ধু-বুড়িতাং বৃন্দাবনাধীশ্বরীং
তৎ স্বানন্দরসাম্বুধৌ নিরবধৌ মগ্নঞ্চ তং শ্যামলম্।
তাদৃক্ প্রাণপরার্দ্ধ বল্লভ যুগক্রীড়াবলোকোন্মদা-
নন্দৈকাব্ধি রস ভ্রমত্তনু ধিয়ো ধ্যায়ামি তা স্তৎপরাঃ ॥ ৮১ ॥

নিমিষে নিমিষে মহাদ্ভুতাং, মদনোন্মাদকতাং বহন্মহঃ।
দ্বয়মেব নিকুঞ্জ-মণ্ডলে, নব গৌরাসিত-নাগরং ভজে ॥ ৮২ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে মহা সুগন্ধ-বিস্তারী প্রস্ফুটিত মল্লিকা বনে শ্রীরাধা-মুরলীধর অতি রসোল্লাস বশতঃ পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া উপবিষ্ট আছেন। তাঁহারা কুসুম দ্বারা মুহুর্মুহুঃ পরস্পরের জন্য বিচিত্র বিচিত্র ভূষা নির্ম্মাণ করিতেছেন। রতি কৌতুক বশতঃ তাঁহাদের ভূষণ সমূহ স্থানচ্যুত হওয়াতে তাঁহারা অনবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন—এবম্বিধ যুগলকে ভজনা করি॥ ৮০ ॥

শ্যামানন্দ-রসসিন্ধুমধ্যেই নিমজ্জিতা শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরীকে, (শ্রীরাধার) অসীম স্বানন্দ রস সমুদ্রে মগ্ন যেই শ্যামসুন্দরকে এবং প্রাণ পরার্দ্ধ হইতেও অতি প্রিয়তম তাদৃশ যুগলের ক্রীড়া দর্শনে উন্মত্তকারী আনন্দ সাগরেরই রসে যাঁহাদের দেহ ও বুদ্ধি ঘূর্ণিত হইতেছে—সেই তৎপরা সখী সমূহকে ধ্যান করি॥ ৮১ ॥

যাঁহারা নিমিষে নিমিষে মহা অদ্ভুত মদনোন্মাদ প্রকাশ করিতেছেন, সেই নিকুঞ্জ মণ্ডল স্থিত গৌর নীলবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় নাগর যুগলকেই ভজন করি॥ ৮২ ॥

সিঞ্চন্তৌ বাল-বল্লীদ্রুম মতিরুচিরং কুত্রচিৎ পাঠয়ন্তৌ
শারীকীরৌ ক্বচিৎ ক্বাপি চ শিখিমিথুনং তাণ্ডবং শিক্ষয়ন্তৌ।
পশ্যন্তৌ ক্বাপ্যপূর্ব্বাগত সদনুচরী দর্শিতং সৎ কলৌঘং
তৌ শ্রীবৃন্দাবনেশৌ মম মনসি সদা খেলতাং দিব্যলীলৌ ॥৮৩॥

নবীন কলিকোদ্গতিং কুসুমহাস-সংশোভিনীং
নব স্তবক মণ্ডিতাং নব মরন্দধারাং লতাম্।
তমাল তরু সঙ্গতাং সমবলোক্য বৃন্দাবনে
পতিষ্ণু মতি বিহ্বলামধৃত কাঽপি মে স্বামিনীম্ ॥৮৪॥

শুদ্ধানন্দরসৈক বারিধি মহাবর্ত্তেষু নিত্যং ভ্রমন্
নিত্যাশ্চর্য্যবয়ো বিলাস সুষমা মাধুর্য্যমুন্মীলয়ৎ।
অত্যানন্দমদান্মুহুঃ পুলকিতং নৃত্যৎ সখীমণ্ডলে
শ্রীবৃন্দাবন-সীম্নি-ধাম যুগলং তদ্ গৌরনীলং ভজে ॥ ৮৫ ॥

কোথাও অতি সুন্দর ক্ষুদ্র বৃক্ষ লতাতে জল সিঞ্চন করিতেছেন, কোথাও বা শারী কোকিলাকে পাঠাভ্যাস করাইতেছেন; কোথাও ময়ূর ময়ূরীকে তাণ্ডব নিত্য শিক্ষা করাইতেছেন, আবার কোথায়ও বা কোনও নবাগত দাসী কর্তৃক প্রদর্শিত সুন্দর সুন্দর কলা বিদ্যা দর্শন করিতেছেন—এইভাবে দিব্যলীলাবিনোদী সেই বৃন্দাবনাধীশ যুগল আমার মনে সর্ব্বদা খেলা করুন ॥ ৮৩ ॥

নবীন লতাতে নবীন কলিকা উদ্গত হইয়াছে, কুসুমের বিকাশ চ্ছলে তাহা হাস্য শোভায় সংশোভিত হইয়াছে, তাহা নব স্তবকের দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে এবং নব মধুধারা ক্ষরিত হইতেছে—এম্ববিধ লতাটি তমাল তরুর সহিত সঙ্গত (সম্যক মিলিত) হইয়াছে দেখিয়া অতি বিহ্বল চিত্তে আমার স্বামিনী বৃন্দাবনে (মুর্চ্ছিতা হইয়া) পড়িতেছিলেন—তখন কোনও সখী তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন ॥ ৮৪ ॥

নিত্য শুদ্ধানন্দরসৈক সমুদ্রের মহাবর্ত্তে (জলঘূর্ণায়) ভ্রমণকারী, নিত্য আশ্চর্য্য বয়স, বিলাস, সুষমা ও মাধুর্য্যাদি প্রকাশশীল, এবং অতিশয়

শ্রীরাধা-পাদপদ্ম-চ্ছবি-মধুরতর প্রেম চিজ্জ্যোতিরেকা-
ম্ভোধে রুদ্ভূত ফেনস্তবকময়তনূঃ সর্ব্ব বৈদগ্ধ্য পূর্ণাঃ।
কৈশোর-ব্যঞ্জিতা স্তদ্দযনরুগপঘন শ্রীচমৎকারভাজো
দিব্যালঙ্কার বস্ত্রা অনুসরত সখে রাধিকা-কিঙ্করী স্তাঃ ॥ ৮৬ ॥
ভৃঙ্গীগুঞ্জরিতং পিকীকুলকুহূরাবং নটৎ-কেকীনাং
কেকাস্তাণ্ডবিতানি চাতিললিতাং কাদম্বযূনো র্গতিম্।
আশ্লেষং নববল্লরী ক্ষিতিরুহাং ত্রস্যৎ কুরঙ্গেক্ষিতং
শ্রীবৃন্দাবিপিনেঽনুকুর্ব্বদনুযাহ্যাত্মৈকবন্ধুদ্বয়ম্ ॥ ৮৭ ॥

অহো পতিতমুরোত্তর বিবর্দ্ধমান ভ্রমৌ
মহারয় মহোজ্জ্বল প্রণয়বাহিনী স্রোতসি।
কিশোর মিথুনং মিথোঽবশ বিচিত্র কামেহিতং
করোত্যহহ বিস্ময়স্থগিতমেব বৃন্দাবনম্ ॥ ৮৮ ॥

আনন্দ প্রাচুর্য্য বশতঃ মুহুর্মুহুঃ পুলকিত দেহে সখীসমাজে নৃত্যপরায়ণ শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে বিরাজমান সেই গৌরনীল বিগ্রহ যুগলকে ভজন করি ॥৮৫॥

হে সখে! শ্রীরাধার পাদপদ্মের কান্তি দ্বারা মধুরতর প্রেম চিদ্ঘন জ্যোতির একমাত্র সমুদ্র হইতে উৎপন্ন ফেন সমূহই হইয়াছে যাঁহাদের দেহ-যাঁহারা সর্ব্ব বৈদগ্ধ্য পূর্ণা, ব্যক্তকৈশোরা এবং ঘনীভূত তারুণ্যছটা দ্বারা যাঁহাদের অবয়ব সমূহ পরম সুন্দর ও চমৎকারভাজন হইয়াছে, সেই দিব্যালঙ্কার বস্ত্র শোভিতা কিঙ্করীগণের অনুসরণ কর ॥ ৮৬ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে ভৃঙ্গীর গুঞ্জন, কোকিলা সমূহের কুহু কুহু রব, নৃত্যপরায়ণ ময়ূর সমূহের কেকাধ্বনি ও তাণ্ডব নৃত্য, কলহংস যুগলের অতি সুললিত গতি, নব নব বৃক্ষলতার আলিঙ্গন, এবং ভীত হরিণ সমূহের নয়ন ভঙ্গিমা প্রভৃতির অনুকরণশীল প্রাণ প্রিয়তমযুগলের অনুগমন কর ॥ ৮৭ ॥

অহো! মহা বেগবতী মহা উজ্জ্বল প্রণয় নদীর স্রোতে উত্তরোত্তর (ক্রমশই) বৃদ্ধি প্রাপ্ত আবর্ত্তে নিপতিত যুগলকিশোর পরস্পর অবশ

ক্ব যানং ক্ব স্থানং কিমশনমহো কিং নু বসনং
কিমুক্তং কিং ভুক্তং কিমিব চ গৃহীতং ন কিমপি।
মিথঃ কামক্রীড়া রস বিবশতামেত্য কলয়ৎ
কিশোরদ্বন্দ্বং তৎ পরিচরত বৃন্দাবন-বনে॥ ৮৯ ॥

কেশান্ বধ্নন্তি ভূষাং বিদধতি বসনং বাসয়ন্ত্যাশয়ন্তি
বীণা-বংশ্যাদি হস্তে নিদধতি নটনায়াহহৃদরাদ্বাদয়ন্তে।
বেশাত্মর্দ্ধিং চ কর্ত্তুং কথমপি নিতরামালয়ঃ শক্নুবন্তি
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো রুন্মদ মদন কলোৎকণ্ঠয়োঃ কুঞ্জবীথ্যাম্॥ ৯০ ॥

বিদ্যোতদ্বীজরাজাত্মক বিমল মহাজ্যোতিরানন্দ-সান্দ্রে
শ্রীবৃন্দাকাননেহত্যদ্ভুত মধুর মহাভাব সর্ব্বস্ব মূর্ত্ত্যা।

হইয়া বিচিত্র কামচেষ্টা প্রকাশ করিতেছেন—অহহ! শ্রীবৃন্দাবন তাঁহাদিগকে বিস্ময় বিমুগ্ধই করিতেছেন॥ ৮৮ ॥

কোথায় বা যানবাহনাদি, আর কোথায়ই বা অবস্থান, কিবা খাদ্য, কিবা বসন, কিবা বাক্য, কিবা ভোজন, কিবা গ্রহণ—এই সব কিছুরই প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পরস্পর কামক্রীড়া রস বিবশতা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে যুগলকিশোর—বৃন্দাবনে তাঁহাদেরই পরিচর্য্যা কর॥ ৮৯ ॥

সখীবৃন্দ কুঞ্জবীথীতে উন্মদ মদন কলোৎকণ্ঠ শ্রীরাধাকৃষ্ণের কেশ বন্ধন করেন, ভূষা বিন্যাস করেন, বসন পরিধান করান, ভোজন করান, বীণা বংশী প্রভৃতি শ্রীহস্তে তুলিয়া দেন, নৃত্য করাইবার অভিপ্রায়ে বাদ্য-যন্ত্রে আদর পূর্ব্বক তান ধরেন, এবং কোনও প্রকারে বেশভূষাদির শোভা সমৃদ্ধির জন্য সাতিশয় যত্নবতী হইয়া থাকেন॥ ৯০ ॥

বিদ্যোতমান বীজরাজ (কামবীজ) স্বরূপ বিমল মহাজ্যোতিঃ পূর্ণ আনন্দঘন শ্রীবৃন্দাবনে যিনি অতি অদ্ভুত মধুর মহাভাবের সর্ব্বস্বমূর্ত্তি এবং যাঁহার প্রতি অবয়বে হেমকান্তি রস সমুদ্র বিচ্ছুরিত হইতেছে এবম্বিধ

প্রত্যঙ্গোৎসর্পি হৈমচ্ছবি রস জলধি শ্রীকিশোর্যা কয়াচিৎ
কোঽপি শ্যামঃ কিশোরোঽদ্ভুত মধুর রসৈকাত্মমূর্ত্তি শ্চকাস্তি ॥৯১॥

বিমল কলিত বীজ জ্যোতিরেকার্ণবান্তঃ
স্ফুরতি মধুরমেতদ্ধাম বৃন্দাবনাখ্যম্।
তদধি নিরবধীনাং মাধুরীণাং ধুরীণা-
বনুসর রতিলোলৌ দম্পতী গৌরনীলৌ ॥ ৯২ ॥

অঙ্গাদঙ্গাদনঙ্গা কুলিত পুলকিতাদ্ গৌররোচি স্তরঙ্গাঃ
প্রোত্তুঙ্গাঃ প্রোচ্ছলন্তঃ সকলমপি জগন্মণ্ডলং প্লাবয়ন্তি।
শ্রীরাধায়া বিধায়াঽঽত্মন উরু মধুরাভীক্ষয়ৈ বাত্যধীনং
শ্যামেন্দুং নিত্য বৃন্দাবন রতি-বিহৃতৌ যেঽদ্ভুতাং স্তান্ স্মরামঃ ॥৯৩॥

বৃন্দাবন নব কুঞ্জে, রস পুঞ্জে খেলদাশ্চর্য্যম্।
তদ্ গৌর-নীল মোহন, কিশোর মিথুনং স্মরাকুলং স্মরত ॥৯৪॥

কোনও (অনির্ব্বচনীয়) শ্রীকিশোরীর সহিত কোনও অদ্ভুত মধুর-রসৈকাত্ম-মূর্ত্তি শ্যাম-কিশোর শোভা পাইতেছেন ॥ ৯১ ॥

বিমল সবীজ জ্যোতিঃ পূর্ণ সমুদ্রগর্ভে শ্রীবৃন্দাবন নামক এই ধাম স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন। তন্মধ্যে অসীম মাধুর্য্য বহনকারী রতি লোল (রতি লম্পট) গৌরনীলকান্তি দম্পতিকে অনুসরণ কর ॥ ৯২ ॥

শ্রীরাধার অতি মধুর অপাঙ্গ বিক্ষেপ দ্বারাই শ্যামচন্দ্রকে নিজের অতি অধীন করিয়া তাঁহার (শ্রীমতীর) অনঙ্গাকুলিত পুলকিত প্রতি অঙ্গ হইতে যে গৌরকান্তি তরঙ্গ রাশি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়া সকল জগন্মণ্ডলকেই প্লাবিত করিতেছে, সেই নিত্য বৃন্দাবন রতি বিহারের অদ্ভুত (তরঙ্গাদি) বস্তু নিচয়কে স্মরণ করিতেছি ॥ ৯৩ ॥

রস পুঞ্জ বৃন্দাবন নব কুঞ্জে আশ্চর্য্যভাবে খেলনশীল স্মরাকুল সেই গৌর নীল কান্তি মোহন কিশোর-মিথুনকে স্মরণ কর ॥ ৯৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবন-তত্ত্বং, শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো স্তত্ত্বম্।
নিজতত্ত্বং চ সদা স্মর, যৎ প্রকটিতমস্তি গৌরচন্দ্রেণ ॥ ৯৫ ॥

কৃষ্ণানুরাগ সাগর, সারেষ্বত্যন্ত চমৎকারম্।
বিন্দত বৃন্দাকানন, কুঞ্জ কুটিবৃন্দ বন্দনাদেব ॥ ৯৬ ॥

*ভেদদ্বয় রহিতমস্তি, ব্রহ্ম মহানন্দ সান্দ্রং যৎ।
তৎ সবিশেষ চমৎকৃতি, ততি রিহ বৃন্দাবনে গতা কাষ্ঠাম্ ॥৯৭॥
চিচ্ছক্তি-সিন্ধু-বন্ধুর, মদ্বয়মানন্দ মদ্ভুতাকারম্।
তদ্বিন্দুযুক্ চিদাত্মক, স্মর তত্ত্বং কুঞ্জরোক্ষিতং সরসম্ ॥ ৯৮ ॥
অপারাবার কন্দর্প নব কেলি-রসাম্বুধৌ।
মগ্নং বৃন্দাবনে গৌর-শ্যাম ধাম দ্বয়ং ভজ ॥ ৯৯ ॥

ইতি শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিতে শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে দ্বিতীয়-শতকম্।

শ্রীগৌরচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকটিত শ্রীবৃন্দাবনতত্ত্ব, শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব সদাসর্ব্বদা স্মরণ কর ॥ ৯৫ ॥

শ্রীবৃন্দাবনস্থ কুঞ্জ কুটী সমূহের বন্দনা হইতেই শ্রীকৃষ্ণানুরাগ সাগরের সারভূত অতি চমৎকার প্রাপ্ত হইবে ॥ ৯৬ ॥

যাহা ভেদদ্বয় রহিত (সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ হীন) মহানন্দঘন ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা এই শ্রীবৃন্দাবনে সবিশেষ চমৎকার রাশি রূপে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৯৭ ॥

হে চিচ্ছক্তি সমুদ্রের বিন্দুযুক্ত চিৎকণ (জীব!) তুমি চিচ্ছক্তি সাগরের মনোহর, অদ্বিতীয় অদ্ভুতাকার, সরস এবং (শ্যাম) কুঞ্জর কর্ত্তৃক (প্রেমজলে) সিঞ্চিত বৃন্দাবন তত্ত্বকে স্মরণ কর ॥ ৯৮ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে পারাবার বিহীন কাম-নব-কেলি-রস সমুদ্রে মগ্ন গৌরশ্যাম বিগ্রহ যুগলকে ভজনা কর ॥ ৯৯ ॥

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতের দ্বিতীয়শতক সমাপ্ত।

---

* 'ভেদত্রয় রহিতম্' এই পাঠে 'সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদহীন' বুঝিতে হইবে। অবশ্য ইহা শ্রীলশঙ্করাচার্য্য সম্মত।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতম্

তৃতীয়-শতকম্

স্বান্তর্ভাব-বিরোধিনী ব্যবহৃতিঃ সর্ব্বা শনৈ স্ত্যজ্যতাং
স্বান্ত শ্চিন্তিত-তত্ত্বমেব সততং সর্ব্বত্র সন্ধীয়তাম্।
তদ্ভাবেক্ষণতঃ সদা স্থিরচরেঽন্যাদৃক্ তিরোভাবতাং
বৃন্দারণ্য বিলাসিনো র্নিশি দিবা দাস্যোৎসবে স্থীয়তাম্॥ ১॥

প্রকৃত্যন্তং তীর্ত্ত্বা প্রবিশ বিততে ব্রহ্মমহসি
স্ফুরৎ পশ্যানৈকান্তিক কলিত বৈকুণ্ঠ ভবনম্।
তদধ্যুচ্চানুচ্চা ন্যনুসর সুধামান্যথ মহো-
জ্জ্বলে বৃন্দারণ্যে ভ্রম যদি কিমপ্যত্র মিলতি॥ ২॥

নিজের অন্তরের ভাব বিরোধী ব্যবহার সকল ধীরে ধীরে ত্যাগ কর, অন্তশ্চিন্তিত তত্ত্বই সর্ব্বত্র সতত অনুসন্ধান কর; স্থাবর জঙ্গমাদিতে তদ্ভাব ভাবিত দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অন্যবিধ ভাবনার তিরোধান কর, শ্রীবৃন্দারণ্য বিলাসী যুগলকিশোরের দাস্যোৎসবে অহর্নিশি অবস্থান কর॥ ১॥

প্রকৃতির পার গমন করিয়া বিস্তীর্ণ ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ কর, তৎপরে অনৈকান্তিক অর্থাৎ একেই (অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই) অন্ত নহেন যাঁহারা —অতএব অদ্বিতীয় ব্রহ্মবাদিগণ ব্যতীত—ভক্তবর্গ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বৈকুণ্ঠভবন দর্শন কর। তদুপরি উচ্চ উচ্চতর মনোহর ধাম সমূহ অনুসরণ কর এবং যদিও কোনও অনির্ব্বচনীয় বস্তু লাভ হয় তদুদ্দেশ্যে (সর্ব্বোচ্চতম) মহা উজ্জ্বল বৃন্দাবনে ভ্রমণ কর॥২॥

অঙ্গেঽঙ্গেঽনঙ্গলীলা জলনিধি রমিতো মাধুরী বারিধীনা-
মেকৈকং তত্র কোটিঃ প্রতিপদ মুদয়ত্যেতদাস্বাদমত্তঃ।
শ্যামঃ স শ্রীকিশোরঃ প্রতিনিমিষমহো কোটিকোটিং বিকারান্
ধত্তে কন্দর্পদর্পাৎ পরম রসনিধৌ কাননে রাধিকায়াঃ ॥ ৩॥

বন্দে বৃন্দাবন-গত-মহং ভক্তি ভারাবনম্রো-
ধন্যাগ্রণ্যং ক্রিমিমপি ন চান্যত্র সংস্থান্ তৃণায়।
মন্যে ব্রহ্মাদিক সুরগণান্ কিং বহূক্ত্যা মমেয়ং
প্রৌঢ়ি র্গাঢ়া ন খলু পরতো ভাতি কৃষ্ণোঽপি পূর্ণঃ ॥ ৪॥

বৃন্দারণ্যে চিদচিদখিল জ্জ্যোতি রাচ্ছাদকান্তি-
স্বচ্ছানন্তচ্ছবি-রসসুধা-সীধু নিস্যন্দিনি ত্বম্।
সর্ব্বানন্দাস্মৃতিকর মহাপ্রেমসৌখ্যে রগাধে-
রাধাকৃষ্ণানবধি-বিহৃতৌ সংবস ত্যক্তসর্ব্বঃ ॥ ৫ ॥

অহো! সেই শ্রীশ্যামকিশোর প্রতি অঙ্গে অনন্ত অনঙ্গলীলা সমুদ্র কর্ত্তৃক রমিত (আনন্দিত) হইতেছেন; মাধুর্য্য সমুদ্র রাশির প্রত্যেককেই আবার প্রতি পদে কোটিগুণিত করিয়া উদয় করাইতেছেন এবং ইহারই আস্বাদনে মত্ত হইয়া শ্রীরাধার পরম রসনিধি রূপ এই বৃন্দাকাননে কন্দর্প দর্পহেতু প্রতিনিমিষেই কোটি কোটি বিকার প্রাপ্ত হইতেছেন ॥ ৩॥

ভক্তিভরে অবনত হইয়া বৃন্দাবনস্থ ধন্যাগ্রণী ক্রিমিকেও আমি বন্দনা করি, কিন্তু অন্যত্রস্থ ব্রহ্মাদি দেবগণকেও আমি তৃণবৎ মনে করি না। অধিক আর কি বলিব? আমার এই প্রৌঢ়োক্তি গাঢ় (গম্ভীর); যেহেতু অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ রূপে প্রতিভাত হয়েন না॥ ৪॥

চিজ্জ্যোতি বা অচিজ্জ্যোতি সকলেরই আচ্ছাদনকারী কান্তিবিশিষ্ট, স্বচ্ছ অনন্ত জ্যোতি রসামৃত ক্ষরণশীল, (অন্য) সর্ব্ববিধ আনন্দের বিস্মরণ কারক—এই শ্রীবৃন্দাবন। অহো! সর্ব্বত্যাগী হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহা

সর্ব্বাশ্চর্য মুদেতি যত্র সততং কন্দর্পলীলাময়ং
গৌরশ্যাম মহামনোহর মহোদ্বন্দ্বং কিশোরাকৃতি।
যৎস্বান্তঃ প্রতিবীথি কল্পিতমৃজা গন্ধাম্বুসেকং কদা
ভ্রাজন্মঞ্জু নিকুঞ্জ পুঞ্জ মচলো বৃন্দাবনং সংশ্রয়ে ॥ ৬ ॥

নিত্য ক্রীড়াময়তনু তনুক্ষৌমমানীল-পীতং
বিভ্রজ্জাম্বূনদ মরকত জ্যোতি রাশ্চর্য্যলীলম্।
নানা নর্ম্ম প্রহসন মহা কৌতুকৈ র্যত্র নন্দ-
ত্যানন্দাব্ধি-দ্বয়মিহ রতিং বিন্দ বৃন্দাবনান্তঃ ॥ ৭ ॥

নিত্য ব্যঞ্জন্মধুর মধুরাশ্চর্য্য কৈশোর বেশং
নিত্যাহন্যোন্য প্রকট সুষমা মাধুরী সংনিবেশম্।
নিত্যোর্দ্ধাব্ধি প্রতিনব মিথঃ প্রেম নিত্যাঙ্গসঙ্গং
নিত্যং বৃন্দাবন ভুবি ভজে গৌরনীলং দ্বিধাম ॥ ৮ ॥

প্রেম সুখে অগাধ অনন্ত বিহার ভূমি এই শ্রীবৃন্দাবনে বাস কর ॥ ৫ ॥

যে শ্রীবৃন্দাবনে সততই কন্দর্পলীলাময় সর্ব্বাশ্চর্য্যকর কিশোরাকৃতি গৌরশ্যাম মহামনোহর বিগ্রহযুগল বিরাজমান আছেন—যাহার অভ্যন্তরস্থ প্রতি পথে মার্জন ও সুগন্ধি জলসেক করা হইয়াছে, যাহাতে মঞ্জুল নিকুঞ্জ পুঞ্জ দীপ্তি পাইতেছে, সেই শ্রীবৃন্দাবনে কবে অচল হইয়া বাস করিব ? ৬ ॥

নিত্য ক্রীড়াপরায়ণ তনু, সূক্ষ্ম ঈষৎ নীল ও পীতবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিহিত, সুবর্ণ-মরকত জ্যোতিঃ ও আশ্চর্য্য লীলাযুক্ত—আনন্দ-সমুদ্র যুগল যে শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে নানাবিধ নর্ম্ম হাস্য প্রহসনাদির মহাকৌতুক বিনোদ দ্বারা আনন্দ উপভোগ করিতেছেন—সেই বৃন্দাবনের প্রতি রতিযুক্ত হও ॥ ৭ ॥

যুগলকিশোর নিত্যই মধুর হইতে সুমধুর আশ্চর্য্য কৈশোর বেশ ধারণ করিতেছেন, নিত্যই পরস্পরের সুষমা ও মাধুরী সন্নিবেশ প্রকটন করিতেছেন ; নব নবায়মান নিত্য অঙ্গ সঙ্গ জাত পরস্পরের প্রেম নিত্যই

শ্রীগান্ধর্ব্বা-রসিকচরণ দ্বন্দ্ব মাধ্বীক গন্ধা-
দন্ধা নিত্যং মতি-মধুকরী শ্রীল বৃন্দাবনান্তঃ।
যেষাং ভ্রাম্যত্যতি রস ভরাদ্ বিহ্বলা তাদৃশানাং
পাদান্তে মে বিলুঠতু মুহু র্ভক্তি ভাবেন মূর্দ্ধা ॥ ৯ ॥

স্বচ্ছ প্রোজ্জ্বল দিব্যবাস কুসুমাদ্যাপূর্ণ সংশীতল-
চ্ছায়াভাজি তলে নবক্ষিতিরুহাং সংক্রীড়-সুপ্তা সিকম্ † ।
কুঞ্জে কুঞ্জে উদার কেলি কুসুমোল্লোচান্তরে পানকা-
দ্যাঢ্যে যস্য তদদ্ভুতং দ্বয়মহ স্তৎ পশ্য বৃন্দাবনে ॥ ১০ ॥

ত্রৈগুণ্যাতীত পূর্ণোজ্জ্বল বিমল মহা কামবীজাত্মদিব্য-
জ্জ্যোতিঃ স্বানন্দসিন্ধৌ কিমপি সুমধুরং দ্বীপমাশ্চর্য্যমস্তি।

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে; আমি নিত্যই বৃন্দাবন ভূমিতে সেই গৌরনীলাত্মক বিগ্রহ যুগলকে ভজন করি ॥ ৮ ॥

শ্রীগান্ধর্ব্বিকা রসিকের চরণযুগলের মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া যাঁহাদের মতিরূপ মধুকরী নিত্য অতি রস ভরে বিহ্বলা হইয়া শ্রীবৃন্দাবন মধ্যেই ভ্রমণ করে, তাঁহাদের পাদতলে ভক্তিভাবে আমার মস্তক মহুর্মুহুঃ বিলুণ্ঠন করুক ॥ ৯ ॥

যাহার স্বচ্ছ প্রোজ্জ্বল দিব্য বস্ত্র কুসুমাদি পরিপূর্ণ সুশীতল ছায়াযুক্ত নূতন বৃক্ষরাজির তলে উভয়ে সংক্রীড়ন করিয়া সুপ্তভাবে অবস্থান করিতে-ছেন এবং যাহার কুসুমচন্দ্রাতপযুক্ত বিবিধ পানক (সরবৎ) সুলভ কুঞ্জে কুঞ্জে উদারকেলি-পরায়ণ অদ্ভুত বিগ্রহযুগল বিরাজমান আছেন—সেই জ্যোতির্ম্ময় যুগলকে বৃন্দাবনে দর্শন কর ॥ ১০ ॥

ত্রৈগুণ্যাতীত পূর্ণোজ্জ্বল বিমল মহাকামবীজ স্বরূপ দিব্য জ্যোতির

---

†"সুপ্তালিকম্" এই পাঠে অর্থ হইবে—সংক্রীড়ান্তে সখীগণকে নিদ্রিত করাইয়া বিরাজমান যুগলকিশোর।

তস্মিন্ বৃন্দাবনং তত্ররহসি রসভরৈ র্মঞ্জুলা কুঞ্জবাটী
কাচিত্তত্রাতি ভাবদ্ ভজ সুরতিনিধী রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥১১॥

দৃষ্টা দৃষ্টা রাধিকা-কৃষ্ণয়োস্ত-
দ্দিব্যং রূপং দিব্যকন্দর্পকেলিম্।
শ্রুত্বা শ্রুত্বা শীতপীযুষবাণীং,
বৃন্দারণ্যে কিং রসাব্ধিং বিগাহে ॥১২॥

ব্রহ্মজ্যোতিঃ পূর্ণমানন্দ সান্দ্রং
রাধা-কৃষ্ণাকারমাশ্চর্য্য সীম।
শুদ্ধস্বাদ্য প্রীতিশক্তের্নিধানং
বৃন্দারণ্যে যো ভজেৎ সোহতি ধন্যঃ ॥ ১৩ ॥

নবং নবমহো দধদ্ বপু রপূর্ব্ব কৈশোরকং
নবং নবমহো বহদ্ বহল মন্মথাড়ম্বরম্।

স্বানন্দ সাগরে কোনও (অনির্ব্বচনীয়) সুমধুর আশ্চর্য্যজনক দ্বীপ আছে ; তাহাতে শ্রীবৃন্দাবন অবস্থিত, তাহারই সুগুপ্ত দেশে রসপূর্ণ কোনও মনোরম কুঞ্জবাটী বিদ্যমান আছে—তত্রত্য সুরতি-নিধি শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রকে অতি ভাবভরে ভজন কর ॥ ১১ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই দিব্য রূপ ও দিব্য কন্দর্পকেলি দর্শন করিয়া করিয়া এবং তাঁহাদের সুশীতল অমৃত বাণী শ্রবণ করিয়া করিয়া এই শ্রীবৃন্দাবনে কি আমি রসসমুদ্রে অবগাহন করিতে পারিব ? ১২ ॥

ব্রহ্মজ্যোতিঃ পূর্ণ, আনন্দঘন, আশ্চর্য্যাবধি শ্রীরাধাকৃষ্ণাখ্য বিশুদ্ধ আস্বাদ্য প্রীতি শক্তির বীজকে যিনি বৃন্দাবনে ভজন করিতে পারেন, তিনিই অতি ধন্য ॥ ১৩ ॥

অহো ! নব নবায়মান অপূর্ব্ব কৈশোর দেহ ধারী, নব নব বহুবিধ কামাড়ম্বর প্রকটনকারী এবং সখীদিগের নয়নের নব নব সুখমহাসাগর

নবং নবমহো দুহৎ সুখমহাব্ধি মালীদৃশাং
দৃশাহহমপি কিং পিবাম্যভয় ধাম বৃন্দাবনে ॥১৪॥

প্রভো মদনমোহন ত্বমতি চারু বৃন্দাটবী-
নিকুঞ্জ-ভবনে ময়া দয়িত! কর্হি সেবিষ্যসে ?
প্রসূন-শয়নং গতঃ সরভসং মমাত্মেশ্বরী-
সহায় উরু মন্মথ ক্ষুভিত মূর্ত্তি রুচ্যৎস্মিতঃ ॥১৫॥

ক্ষণাচ্ছরদুপাগমং ক্ষণত এব বর্ষাগমং
ক্ষণাৎ সুরভি বৈভবং ক্ষণত এব চান্যর্ত্তুমৎ।
সদা জনিত-কৌতুকং কিমপি রাধিকাকৃষ্ণয়োঃ
স্মর প্রতিপদোল্লসদ্ রসময়ং শ্রীবৃন্দাবনম্ ॥১৬॥

বিলসৎ কদম্বমূলা, লম্বী সম্বীত পীতচারুপটঃ।
রাধাং বিলোক্য মুরলীং, ক্বণয়ন্ বৃন্দাবনে হরি র্জয়তি ॥১৭॥

দোহন (দান) কারী, সেই অভয়দানকারী যুগল বিগ্রহকে আমিও কি (এই) নয়ন দ্বারা বৃন্দাবনে পান (দর্শন) করিতে পারিব ? ১৪ ॥

হে প্রভো মদনমোহন! হে দয়িত! মোহন বৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জভবনে কুসুম শর্য্যার উপরে আমার প্রাণেশ্বরীর সহিত সহর্ষ-চিত্তে সমাসীন, প্রবল কাম দ্বারা বিক্ষুব্ধাকৃতি ও মৃদু-মধুর হাস্যযুক্ত তোমাকে কবে আমি সেবা করিব ? ১৫ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে ক্ষণেক্ষণে শরৎকাল উপস্থিত হইতেছে, ক্ষণকাল মধ্যেই আবার বর্ষা আসিতেছে ; ক্ষণমধ্যে বসন্ত শোভা প্রকাশ পাইতেছে, ক্ষণকাল পরেই বা অন্য ঋতুর আগমন হইতেছে। এই ভাবে সর্ব্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের কোনও (অনির্ব্বচনীয়) কৌতুক সম্পাদনকারী ও প্রতি পদেই আনন্দ বিধানকারী শ্রীবৃন্দাবনকেই স্মরণ কর ॥ ১৬ ॥

কদম্বমূল অবলম্বন করিয়া বিরাজমান—মোহন পীত বস্ত্র পরিহিত

কালিন্দী পুলিন বনে, মোহন নব কুঞ্জ মন্দির দ্বারি ।
সহ রাধয়োপবিষ্টং, সরস সখী জুষ্টমাশ্রয়ে কৃষ্ণম্ ॥১৮॥

তদনঙ্গ কেলিরঙ্গা, ন্নর্ম্ম বিনির্ম্মিত্য মণ্ডিত প্রতিভম্† ।
গৌরশ্যাম-সুনাগর, কিশোর-মিথুনং ভজামঃ কুঞ্জেষু ॥১৯॥

মিথোহনঙ্গক্রীড়া রস জলনিধে রূর্ম্মি-নিবহৈঃ
প্রিয়দ্বন্দ্বেত্যান্দোলিত বপুষি তীব্র স্মরমদে ।
ন শক্তাঃ শ্রীবৃন্দাবন-ভুবি সুবেশাদি করণে
বলাদপ্যানন্দং কিমপি রসয়ন্ত্যঃ প্রজহসুঃ ॥২০॥

শ্রীবৃন্দাবনবৈভবং ভববিরিঞ্চাদ্যৈ র্মনাগপ্যহো
দুর্জ্ঞেয়ং পরমোজ্জ্বলন্মদ রসোদার শ্রিয়ামাকরম্ ।

শ্রীরাধাকে দর্শন করিতে করিতে মূরলী বাদনকারী শ্রীহরি শ্রীবৃন্দাবনেই জয়যুক্ত হইতেছেন ॥১৭॥

কালিন্দীপুলিন বনে মোহন নব কুঞ্জ মন্দিরের দ্বারদেশে শ্রীরাধার সহিত উপবিষ্ট ও রসবতী সখীগণ কর্ত্তৃক সেবিত শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করি ॥

কুঞ্জে কুঞ্জে কামকেলি রঙ্গ বশতঃ পরিহাস বাক্য রচনায় প্রত্যুৎপন্ন-মতি গৌরশ্যামবর্ণ সুনাগর কিশোরযুগলকে ভজনা করি ॥১৯॥

শ্রীবৃন্দাবনে পরস্পর কামক্রীড়া রস সমুদ্রের তরঙ্গ সমূহ দ্বারা আন্দোলিত বপু ও তীব্র কামমদযুক্ত প্রিয়তম যুগলকে সখীগণ বলপূর্ব্বকও বেশবিন্যাসাদি করাইতে না পারিয়া কোনও (অনির্ব্বচনীয়) আনন্দ আস্বাদন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন ॥২০॥

অহো! শ্রীবৃন্দাবন বৈভব—ভববিরিঞ্চি প্রভৃতি কর্ত্তৃকও দুর্জ্ঞেয়; ইহা পরম উজ্জ্বল উন্মাদনাকারী শ্রেষ্ঠ রসের যে মহা সৌন্দর্য্য (সম্পত্তি),

---

† 'খণ্ডিত প্রতিভম্' এই পাঠে ব্যাখ্যা হইবে—পরিহাস বাক্য রচনা করিতে করিতে যাঁহাদের প্রতিভা খর্ব্ব হইতেছে।

শ্রীরাধা মুরলী মনোহর মহাশ্চর্য্যাতি সংমোহনং
শ্রীমূর্ত্তিচ্ছবি কেলি কৌতুকভরৈ শ্চাশ্চর্য্যমন্তঃ স্মর ॥২১॥
বৃন্দাকানন ! কাননস্থ পরমা শোভা পরাতঃপরা-
নন্দ ! ত্বদ্‌গুণবৃন্দমেব মধুরং যেনানিশং গীয়তে।
হা বৃন্দাবন ! কোটি জীবনমপি ত্বত্তোঽতিতুচ্ছং যদি
জ্ঞাতং তর্হি কিমস্তি যত্তৃণকবচ্ছক্যেত নোপেক্ষিতুম্† ॥২২
শ্রীবৃন্দাবন-মণ্ডলে যদি শিরঃ শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়োঃ
সৎপ্রেমৈক রসাত্মনোঃ পদতলে ন্যস্যাভয়ে স্থীয়তে।
তর্হ্যাস্তে মম লোকতো ন হি ভয়ং নো ধর্ম্মতো নো দুর-
ন্তাধিব্যাধিশতাৎ কিমন্যদখিলাধীশাচ্চ মে নো ভয়ম্ ॥২৩॥
শ্রীরাধা-মুরলীধরাতি মধুর শ্রীপাণি পাদাম্বুজ-
স্পর্শোজ্জৃম্ভিত পূর্ণহর্ষ জলধাবত্যন্ত মগ্নান্তরাঃ।

তাহার খনি। শ্রীরাধা মুরলীমনোহরেরও মহাশ্চর্য্যভাবে সম্মোহনকারী এবং শ্রীমূর্ত্তির কান্তি কেলি কৌতুকাদির বাহুল্যেও আশ্চর্য্যজনক—ইহাই অন্তরে স্মরণ কর ॥২১॥

হে বৃন্দাবন! তোমার বনশোভা পরাৎপরা, আনন্দসহকারে তোমার মধুর গুণরাজি যিনি দিবারাত্র গান করেন, এবং হে বৃন্দাবন! কোটি জীবনও তোমা হইতে যিনি অতি তুচ্ছ বলিয়াই জানেন, তবে এমন কি বস্তু আছে যাহা তিনি ক্ষুদ্র তৃণবৎ উপেক্ষা করিতে না পারেন ? ২২ ॥

শ্রীবৃন্দাবন মণ্ডলে সৎপ্রেমৈকরসস্বরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অভয় পদতলে মস্তক ন্যাস (অর্পণ) করিয়া অবস্থান করিতে পারিলে—লোকভয়, ধর্ম্মভয়, কিম্বা দুরন্ত শত শত আধি ব্যাধি হইতে, এমন কি অখিলের অধিপতি হইতেও আমার কোনও ভয় নাই ॥২৩॥

---

† এই শ্লোকটী পুনরুক্ত হইতেছে। [দ্বিতীয় শতকের ২৮ শ্লোক দেখুন।]

সৌভাগ্যং রময়াঽপি মৃগ্যমতুলং সংপ্রাপ্তবত্যো মহা-
ভাগানাং শিরসি স্থিতা ব্রততয়ো নন্দন্তি বৃন্দাবনে ॥২৪॥
পুষ্পৎ পুষ্পফলাদি সম্পদখিলাশ্চর্য্যং মহামাধুরী-
পূরং দূর নিরস্ত দুঃখ দুরিতাদ্যুদ্বর্দ্ধমানচ্ছবি।
সান্দ্রানন্দ সুধার্ণবোদিত মহাদ্বীপেন্দু বৃন্দাবনে
বৃন্দং সুন্দর শাখিনামনুদিনং বন্দে মুনীন্দ্রৈর্নুতম্ ॥২৫॥
পুষ্পশ্রেণি বিকাশ হাস যুতয়া গুচ্ছোরু বক্ষোজয়া
সংশ্লিষ্টাঃ পুলকালি মণ্ডিতলতা বধ্বাপ্যহো সত্তমাঃ।
কৃষ্ণধ্যান রসা ন্মুহুঃ পুলকিনো মাধ্বীকধারাস্রবো
নাত্মানঞ্চ পরঞ্চ জানত ইমে বৃন্দাটবী-শাখিনঃ ॥২৬॥

শ্রীরাধামুরলীধরের অতি মধুর শ্রীহস্ত ও পাদপদ্মের স্পর্শে বিকসিত, পূর্ণ হর্ষ সমুদ্রে নিমগ্নচিত্ত, এবং স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যে অতুলনীয় সৌভাগ্য অনুসন্ধান (বাঞ্ছা) করেন, তাহা যাঁহাদের সম্যক্ প্রকারে হস্তগত হইয়াছে —এতাদৃশ মহাভাগ্যবান্‌গণের শিরোমণি সদৃশ এই লতা সমূহ শ্রীবৃন্দাবনে আনন্দ করিতেছেন ॥২৪॥

নিবিড় আনন্দ সমুদ্র হইতে উদিত মহাদ্বীপের চন্দ্র সদৃশ বৃন্দাবনে— বিকসিত, পুষ্পফলাদি সম্পত্তিশালী, অখিল আশ্চর্য্যজনক, মহামাধুর্য্যের প্রবাহ সদৃশ, দুঃখপাপাদিকে দূরে নিঃসরণকারী, নিরন্তর বৃদ্ধিশীল কান্তি-বিশিষ্ট এবং মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক স্তুত সুন্দর বৃক্ষসমূহকে প্রত্যহ বন্দনা করি ॥

অহো ! পুষ্পরাজির বিকাশ রূপ হাস্যযুক্তা, স্তবক রূপ পৃথু স্তন শোভিতা এবং পুলকরূপ সখী বেষ্টিতা লতা বধূ দ্বারা সমাশ্লিষ্টদেহ এই বৃন্দাবনীয় বৃক্ষরাজ সমূহ শ্রীকৃষ্ণ ধ্যান রসে মুহুর্মুহুঃ পুলকিত হইতেছেন, মধুধারা ক্ষরণচ্ছলে অশ্রুপাত করিতেছেন এবং ইঁহারা আত্মপর কিছুই জানেন না ॥২৬॥

যেযামাদায় দিব্যং কুসুম-কিশলয়ং তৌ মিথঃ প্রেমমূর্ত্তী
গৌরশ্যামৌ কিশোরাবতি চতুরতমৌ বেণিচূড়াদি কৃত্বা।
পৌষ্পং নির্ম্মায় গেহং শয়নমথ ফলং প্রাশ্য সীধূনি পীত্বা
কুর্ব্বাতে দিব্যকেলিং ত উরুতরুবরা ভান্তি বৃন্দাবনীয়াঃ ॥২৭॥
যৎ পুষ্পং ঘ্রাতবন্তঃ সকৃদপি পবনং বা স্পৃশন্তঃ স্বরূপং
লোকং বাহলোকয়ন্তঃ কমপি নতিকৃতঃ কর্হিচিদ্ যদ্দিশেঽপি।
যন্নামাপ্যেকবারং শুভমভিদধতঃ কীকটাদৌ চ মৃত্বা
প্রাপ্স্যন্ত্যে বাঞ্জসা তন্মুনিবর মহিতং ধাম যে কেচিদেব ॥২৮॥
যত্রৈব প্রকটং কিশোর মিথুনং তদ্ গৌরনীলচ্ছবি
শ্রীশম্ভ্বাপি বিমোহনং স্মরকলা রঙ্গৈক রম্যাকৃতি।

যাঁহাদের দিব্য কুসুম ও পল্লব গ্রহণ করিয়া সেই প্রেমমূর্ত্তি অতি চতুরতম গৌরশ্যাম কিশোরযুগল পরস্পর বেণী চূড়া প্রভৃতি, পুষ্পগৃহ ও পুষ্পশয্যাদি রচনা করেন ; যাঁহাদের ফল ভোজন করিয়া ও বিবিধ মধু পান করিয়া দিব্য কেলিতে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই বৃন্দাবনীয় মহা বৃক্ষরাজ সমূহ শোভা পাইতেছেন ॥২৭॥

যাঁহারা (জীবনে) একবারও শ্রীবৃন্দাবনের পুষ্প ঘ্রাণ করিয়াছেন, তাঁহার বায়ু স্পর্শ করিয়াছেন, তাঁহার স্বরূপ বা তত্রত্য যে কোনও লোককে দর্শন করিয়াছেন, অথবা তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া যে কোনও স্থানে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়াছেন, তাঁহার মঙ্গল মধুর নাম একবারও উচ্চারণ করিয়াছেন—তাঁহারা কীকট (বিহার) প্রভৃতি দেশে তনুত্যাগ করিলেও শীঘ্রই মুনিশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক বন্দনীয় এই শ্রীবৃন্দাবন ধাম প্রাপ্ত হইবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥২৮॥

যে স্থানে লক্ষ্মী ব্রহ্মাদিরও বিমোহনকারী, একমাত্র কামকলা রঙ্গেরই মোহনাকৃতি বিশিষ্ট গৌরনীল কান্তি যুগলকিশোর প্রকট আছেন,

সর্ব্বানন্দ কদম্বকোপরি চমৎকারং মহাদুর্ল্লভং
কঞ্চিৎ প্রেমরসং স্রবত্তদখিলং ক্ষিপ্ত্বা হি বৃন্দাবনম্ ॥২৯॥

ব্রহ্মানন্দময়স্য নির্ম্মলতমস্যান্ত র্মহা জ্যোতিষো
জ্যোতি র্ভাগবতং চকাস্তি কিমপি স্বানন্দ সারোজ্জ্বলম্।
তস্যাপ্যদ্ভুতমন্তরন্তর-সমোর্দ্ধাশ্চর্য্য মাধুর্য্যভূ-
র্বৃন্দারণ্যমিহ দ্বয়ং ভজ সখে! তদ্গৌরনীলং মহঃ ॥৩০॥

যদঙ্গ রুচিভি র্মহা প্রণয় মাধুরী বীচিভি-
র্বিচিত্র মবলোকয়ন্ কনক চম্পক স্ফূর্ত্তিভিঃ।
বিমুহ্যতি পদে পদে হরি রপূর্ব্ব বৃন্দাবনে
কিশোর মিদমেদ মে স্ফুরতু ধাম রাধাভিধম্ ॥৩১॥

আশ্চর্য্যাশ্চর্য্য নিত্য প্রবহদতি মহামাধুরী সার রূপ-
শ্রীকেলি প্রেম বৈদগ্ধ্যতুল তরুণিমারম্ভ-সৌভাগ্য পূরৌ।

যে স্থানে সর্ব্বানন্দরাশি হইতেও অধিক চমৎকারশীল মহাদুর্লভ কোনও (অনির্ব্বচনীয়) প্রেমরস ক্ষরিত হইতেছে, (অথবা প্রেমরস ক্ষরণকারী যুগলকিশোর বিরাজমান আছেন)—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সেই শ্রীবৃন্দাবনেই আগমন কর ॥২৯॥

নির্ম্মলতম ব্রহ্মানন্দময় মহাজ্যোতির অভ্যন্তরে স্বানন্দ সারোজ্জ্বল কোনও ভগবজ্জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতেছে, তাহারও অভ্যন্তরের অভ্যন্তরে অদ্ভুত অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য ভূমি—এই বৃন্দাবন। হে সখে! এইস্থলে সেই গৌরনীলাত্মক বিগ্রহ যুগলকে ভজনা কর ॥৩০॥

যাঁহার মহা প্রণয় মাধুরী তরঙ্গ বিশিষ্ট স্বর্ণচম্পকবৎ স্ফূর্ত্তিশীল অঙ্গ কান্তির বিচিত্রতা অবলোকন করিয়া শ্রীহরি অপূর্ব্ব বৃন্দাবনে পদে পদে বিমোহিত হন, সেই শ্রীরাধা-নামক কিশোর বিগ্রহই আমার স্ফূর্ত্তি হউন ॥৩১॥

যাঁহারা অত্যাশ্চর্য্য অতি মহা মাধুরী সার বিশিষ্ট রূপ, শ্রী (শোভা

তৌ গৌরশ্যামবর্ণৌ সহজ রতিকলা লোললোলৌ কিশোরৌ
শ্রীবৃন্দারণ্য কুঞ্জাবলিষু সুললিতৈকান্ত রত্যা স্মরামি ॥৩২॥

অসমোর্দ্ধ মহাশ্চর্য্য রূপ লাবণ্য শেবধী।
সদোত্তরঙ্গ-প্রোত্তুঙ্গ মহানঙ্গ রসাম্বুধী ॥৩৩॥
মিথঃ প্রেমাতি বৈক্লব্যা ত্রুট্যর্দ্ধেঽপ্য বিয়োজিনৌ।
সদোৎপুলক সর্ব্বাঙ্গৌ সদা গদ্গদ ভাষিনৌ ॥৩৪॥
অনুক্ষণং মদাবিষ্টৌ ন বিদন্তৌ চ কিঞ্চন।
কার্য্যমাণৌ সখীবৃন্দৈ র্ভোজনাচ্ছাদনাদিকম্ ॥৩৫॥
নির্মর্য্যাদ বিবর্দ্ধিষ্ণু মহানন্দ মহোন্মদৌ।
গৌরশ্যাম কিশোরৌ তৌ নিত্যাঽন্যোন্যাঙ্গ সঙ্গিনৌ ॥৩৬॥

সৌন্দর্য্যাদি), কেলি, প্রেম বৈদগ্ধী, অতুলনীয় তরুণিমার (যৌবনের) আরম্ভ ও সৌভাগ্যরাশি নিত্য ধারণ করিয়া বিরাজমান আছেন এবং যাঁহারা সহজ রতি কলাবেশে অতি চঞ্চল হইয়াছেন—সেই গৌর শ্যামবর্ণ কিশোরযুগলকে শ্রীবৃন্দারণ্যের কুঞ্জ সমূহে সুললিত একান্ত রতির সহিত স্মরণ করিতেছি ॥৩২॥

অসমোর্দ্ধ মহাশ্চর্য্য রূপ ও লাবণ্যের নিধি সদৃশ, নিত্য উত্তাল তরঙ্গ সমাকুল মহাকামসমুদ্রবৎ যুগলকিশোর—॥৩৩॥

পরস্পর প্রেমাতিশয্যের বিকলতা হেতু ত্রুট্যর্দ্ধ (অতি অল্প) কালের জন্যও পরস্পরের বিরহ সহ্য করিতে পারেন না, সর্ব্বাঙ্গে সদা উচ্চ পুলকাবলি ধারণ করেন এবং সর্ব্বদা গদ্গদ বাক্য বিন্যাস করেন ॥৩৪॥

তাঁহারা অনুক্ষণই মদাবিষ্ট চিত্তে থাকেন বলিয়া কিছুই জানেন না (কিছুরই অনুসন্ধান করেন না); ভোজন বা বস্ত্র পরিধানাদি কার্য্যও সখীগণই সম্পাদন করাইয়া থাকেন ॥৩৫॥

নিরবধি বিবর্দ্ধমান মহানন্দ বশতঃ মহোন্মত্ত ও নিত্য পরস্পরের অঙ্গ সঙ্গী সেই গৌরশ্যাম কিশোর যুগল—॥৩৬॥

অনঙ্গৈক রসোদারে শ্রীবৃন্দাবন ধামনি।
যাপয়ন্তৌ দিবানিশং কেবলানঙ্গ-কেলিভিঃ ॥৩৭॥

থূৎকারয়ন্তৌ ভজতাং সর্ব্বানন্দ রসোন্নতীঃ।
যো ভজেন্নিত্য মেকেন ভাবেন তমহং ভজে ॥৩৮॥

[ষড়্ভিঃ কুলকম্]

ত্রৈগুণ্যাতীত পূর্ণোজ্জ্বল বিমল মহা কামরাজাত্মদিব্য-
জ্জ্যোতিঃ স্বানন্দ সিন্ধূত্থিত মধুরতরদ্বীপ বৃন্দাবনান্তঃ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ তীব্র প্রণয় রস ভরোদঞ্চ-রোমাঞ্চ পুঞ্জাঃ
কুঞ্জালিষ্বাত্ম নাথদ্বয় পরিচরণ ব্যগ্র গোপাল-বালাঃ ॥৩৯॥

কাঞ্চী-মঞ্জরী কেয়ূরক বলয়ঘটা-রত্নতাটঙ্ক-রম্যাঃ
শ্রীমন্নাসাগ্র লোলন্মণি-কনক লসন্মৌক্তিকা শ্চিত্রশাটীঃ।

একমাত্র কামরসে উদার (উৎসব পূর্ণ) শ্রীবৃন্দাবন ধামে কেবল কামকেলি সমূহ দ্বারাই দিবানিশি যাপন করিতেছেন ; ॥৩৭॥

তাঁহারা ভজনানন্দীগণের সর্ব্ববিধ আনন্দ রসের পরাকাষ্ঠাকেও থূৎকার করিয়া বিরাজমান আছেন ; যিনি একান্তভাবে নিত্য এই কিশোর যুগলের ভজন করিতে পারেন, আমি তাঁহাকেই ভজনা করি ॥৩৮॥

ত্রৈগুণ্যাতীত পূর্ণোজ্জ্বল বিমল মহাকামরাজ স্বরূপ দিব্য জ্যোতির স্বানন্দ সাগর হইতে উত্থিত মধুরতর দ্বীপ সদৃশ শ্রীবৃন্দাবন মধ্যস্থ কুঞ্জ সমূহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের তীব্র প্রণয় রসভরে উৎপুলকিত দেহা প্রিয়তমযুগলের পরিচর্য্যা নিরতা গোপবালাগণ বিরাজ করিতেছেন ॥৩৯॥

তাঁহাদের অঙ্গ—কাঞ্চী, নূপুর, কেয়ূর, বলয়, রত্নতাটঙ্ক (ভাড়) প্রভৃতি দ্বারা রমণীয়—তাঁহাদের সুন্দর নাসাগ্রে মণি কনকযুক্ত মুক্তা দুলিতেছে—পরিধানে বিচিত্র শাটী—কটিদেশ অতি সুন্দর—মধ্যদেশও

সুশ্রোণী শ্চারুমধ্যা রুচির কুচতটীঃ কঞ্চুকোদ্ভাসি হারা
লোলদ্বেণ্যগ্রগুচ্ছাঃ স্মর কনকরুচী র্দাসিকা রাধিকায়াঃ ॥৪০॥

ত্রিভঙ্গীমুত্তুঙ্গীকৃত রস তরঙ্গৈ র্নব নবো-
ন্মদানঙ্গে লোলোজ্জ্বলঘন নিভাঙ্গে দধদহো !
লসদ্বর্হোত্তংসী মণিময় বতংসী ব্রজকুলাহ-
বলা-নীবি-স্রংসী স্ফুরতু মম বংশীমুখ হরিঃ ॥৪১॥

রাধাকৃষ্ণানঙ্গ তৃষ্ণা মহাব্ধিং,
নির্মর্য্যাদং বর্দ্ধয়ন্নিত্যমেব ।
সান্দ্রানন্দাপার সর্ব্বোর্দ্ধপার-
শ্রীমদ্‌বৃন্দাকাননং প্রীণনং নঃ ॥৪২॥

কেকাভি র্মুখরীকৃতাহখিল দিশো নৃত্যন্ত্যহো কেকিন
শ্চূতানাং বিটপে কুহূরিতি মুহুঃ কূজন্ত্যহো কোকিলাঃ ॥

মনোরম—কুচযুগল অতি সুন্দর এবং তাঁহাদের কঞ্চুক (কাঁচুলি) হইতে মনোমদ হারের ছটা বিকীর্ণ হইতেছে, বেণীগুচ্ছের অগ্রভাগ আন্দোলিত হইতেছে—সেই স্বর্ণবর্ণা শ্রীরাধাদাসীগণকে স্মরণ কর ॥৪০॥

অহো ! উচ্চ উচ্চ রস-তরঙ্গময় নব নবায়মান উন্মাদনাকারী কাম-ক্রীড়ায় চঞ্চল উজ্জ্বল মেঘসন্নিভ কলেবরে ত্রিভঙ্গভাব ধারণ করিয়া, ময়ূর-পুচ্ছ নির্ম্মিত চূড়া পরিধান করিয়া, মণিময় কুণ্ডল ধারণ করিয়াও ব্রজ (গোষ্ঠ) সমূহের অবলাদিগের নীবিবন্ধন শিথিল করিয়া বংশীবদন শ্রীহরি আমার হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥৪১॥

যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের কামতৃষ্ণা মহাসাগর নিরন্তরই অসীম (প্রকারে) বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, এবং সান্দ্রানন্দরাশির অপার সর্ব্বোচ্চতম শ্রী (সৌন্দর্য্য বা সৌভাগ্য) যুক্ত—সেই শ্রীবৃন্দাবনই আমাদের প্রীতিস্থল ॥৪২॥

অহো ! শ্রীবৃন্দাবনে ময়ূরগণ স্বীয় কেকাধ্বনি দ্বারা দশদিক্ মুখরিত

গায়ন্তি প্রতি পুষ্পবল্লি মধুরং ভৃঙ্গাঙ্গনাঃ সর্ব্বতঃ
প্রোন্মীলন্তি বিচিত্র দিব্য কুসুমামোদাশ্চ বৃন্দাবনে ॥৪৩॥
মুক্তি র্যাতি যতো বহি র্বহি রহো সম্মার্জনী-ঘাতত-
স্ত্রস্তাস্তা বর সিদ্ধয়ো বিদধতে কাক্বাদি যৎ সেবিতুম্।
যন্নাম্নৈব বিদূরগাঽপি বিলয়ং মায়াঽপি যায়াদহো!
তদ্বৃন্দাবনমত্যচিন্ত্যমহিমা দেহান্তমাশ্রীয়তাম্ ॥৪৪॥

অহো বৃন্দারণ্যং প্রতিপদ বিনিস্যন্দি পরমো-
ন্মদ প্রেমানন্দাঽমৃত জলধি লোভাকুলয়তি।
রমেশ ব্রহ্মাদীনথ ভগবতঃ পার্ষদবরা-
নতো ধীরা নীরাঞ্জলিমপি নিপীয়াত্র বসত ॥৪৫॥
ত্বয়াঽঽকণ্ঠং পীতং যদি পরম পীযূষপি কিং
ততো যদ্যুর্ব্বশ্যাঃ স্তনযুগলমাশ্লেষি কিমতঃ।

করিয়া নৃত্য করেন, কোকিলগণ আম্রশাখায় উপবেশন করিয়া মুহুর্মুহু কুহু কুহু রবে কুজন করেন, ভৃঙ্গীগণ ইতস্ততঃ প্রতি পুষ্পলতায় মধুর গান করেন, বিচিত্র দিব্য কুসুম গন্ধরাশি চারিদিক সুবাসিত করেন ॥৪৩॥

যে স্থান হইতে সম্মার্জনীর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি দূর হইতে দূরতর দেশে পলায়ন করে, যাঁহার সেবা করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ অষ্টসিদ্ধি কাকুতি মিনতি করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে; যাহার নাম শ্রবণেই মায়া বিদূর দেশে গিয়াও বিনাশপ্রাপ্তই হইয়া থাকে সেই অতি অচিন্ত্য মহিমাযুক্ত শ্রীবৃন্দাবনকে দেহপাত পর্য্যন্ত আশ্রয় কর ॥৪৪॥

অহো! বৃন্দাবন—প্রতিপদেই পরম উন্মাদনা বিধায়ী প্রেমানন্দ সমুদ্র ক্ষরণ করিতেছেন,—লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মাদিকে এবং শ্রীভগবানের পার্ষদ প্রবর গণকেও লোভে আকুল করিয়া থাকেন,—অতএব হে ধীর ব্যক্তিগণ! জলগণ্ডুষও পান করিয়া এই স্থানে বাস কর ॥৪৫॥

যদি ব্রহ্মানন্দামৃতমপি সমাস্বাদি কিমতো
যত স্থূৎকৃত্যেদং ব্যসৃজদপি বৃন্দাবন তৃণম্ ॥৪৬॥
ন তাপঃ সাধূনামকৃতিষু তথা সাধুকৃতিষু
প্রকম্পঃ কালাহেরপি নহি ন বা দেহদলনে।
প্রহর্ষো ন ব্রহ্মাদ্যধিক বিভবে নাপি পরমা-
মৃত ব্রহ্মানন্দে সমধিগত-বৃন্দাবনভুবঃ ॥৪৭॥
অলমলমতি ঘোরানর্থ-কারীন্দ্রিয়াণা-
মতিশয় পরিতোষৈ দুষ্করৈ র্দুস্তরৈশ্চ।
বিদধদিব সশোকো যেন কেনাপি দেহ-
স্থিতিমধিবস বৃন্দারণ্যমেকান্তরত্যা ॥৪৮॥
লুঠন্ রাসস্থল্যাং নিরবধি পঠন্ কৃষ্ণচরিতং
রটন্ হা কৃষ্ণেতি প্রতিপদমটঞ্চাপি পরিতঃ।

যদি তুমি আকণ্ঠ পরম সুধাই পান কর, তাহাতেই বা কি? আর যদি উর্ব্বশীর স্তনযুগল আলিঙ্গন করিয়া থাক, তাহাতেই বা কি? যদিই বা ব্রহ্মানন্দ সুধারও সমাস্বাদন হইয়া থাক, তাহাতেই বা কি ফল? যেহেতু বৃন্দাবনীয় তৃণও থূৎকার পূর্ব্বক এই সকল বস্তু ত্যাগ করিয়াছে॥৪৬

যিনি শ্রীবৃন্দাবন ভূমি সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্তি করিয়াছেন, তাঁহার সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বা অননুষ্ঠানে কোনও তাপ নাই, কালসর্প হইতেও তাঁহার প্রকম্প (ভয়) নাই, দেহ দলিত হইলেও কোনও ভীতি নাই, ব্রহ্মাদি হইতে অধিকতর সম্পত্তি লাভ হইলে বা পরমামৃত ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তিতেও তাঁহার অত্যধিক আনন্দ হয় না ॥৪৭॥

অতি ঘোর অনর্থকারী ইন্দ্রিয়সমূহের দুষ্কর ও দুস্তর পরিতোষ বিধান করিয়া আর কোনই প্রয়োজন নাই। দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া শোকাকুল হইয়াই যেন একান্তভাবে এই শ্রীবৃন্দা-বনে বাস কর ॥৪৮॥

ক্রুটন্নানাগ্রন্থিঃ স্ফুটদমলভাবোঽশ্রু নিবহৈ-
র্নটন্ গায়ন্ বৃন্দাবন মতি মহান্ পঙ্কিলয়তি ॥৪৯॥

উদ্দামঃ কাম এবেতর রস লবক স্পর্শ মাত্রাঽসহিষ্ণুঃ
নিত্যং বর্দ্ধিষ্ণু রত্যুচ্ছলিত রস মহাম্ভোধি নিত্যং চ যত্র।
যৎ কিঞ্চিজ্জঙ্গমং স্থাস্নু চ পরম মহাশ্চর্য্য নানা সমৃদ্ধ্যা
শশ্বদ্বৃদ্ধ্যা স্বয়ং চানিশমুদিত মিদং ভাতু বৃন্দাবনং মে ॥৫০॥

তথা পরম পাবনং ভুবি চকাস্তি বৃন্দাবনং
যথা হরিরসে মনঃ স্বয়মনঙ্কুশে ধাবতি।
পরন্তু যদি তদ্গত স্থিরচরেষু নো কায়বাঙ্-
মনোভি রপরাধিতা ভবতি বাধিতা তত্ত্বধী ॥৫১॥

যিনি নিরন্তর রাসস্থলীতে লুণ্ঠন, কৃষ্ণচরিত পাঠ, প্রতিপদে 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া আক্রোশন ও এ স্থানে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন—তাঁহার হৃদয়ের নানা গ্রন্থি (অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম) ভেদ হইয়া বিমল ভাব স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে, এবং সেই অতি মহাভাগ্যবান্ মহাত্মা নৃত্য ও সঙ্গীত করিতে করিতে অশ্রু ধারার সহিত শ্রীবৃন্দাবনকে পঙ্কিল করিয়া থাকেন ॥৪৯॥

যে স্থান উদ্দাম কাম স্বরূপ, অন্য রসের সামান্য স্পর্শ-মাত্রও অসহিষ্ণু, যে স্থানে নিত্য বর্দ্ধমান রতি কর্তৃক উদ্বেলিত রস মহাসমুদ্র নিত্য বিরাজমান, যে স্থলের স্থাবর জঙ্গমাত্মক বস্তু নিচয় পরম মহাশ্চর্য্যজনক নানা সমৃদ্ধি ও নিরন্তর বৃদ্ধির সহিত অহর্নিশি প্রকাশিত হইতেছেন—সেই এই শ্রীবৃন্দাবন আমার (হৃদয়ে) প্রতিভাত হউন—এই প্রার্থনা ॥৫০॥

যেমন নিরঙ্কুশ (অবাধ) হরিরসে মন স্বয়ংই ধাবিত হয়, তেমনই পরম পাবন বৃন্দাবন ভূমণ্ডলে প্রকাশিত হয়েন,—যদি কিন্তু বৃন্দাবনীয় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তু সমূহে কায়মনোবাক্যে অপরাধী হইয়া তত্ত্ব (বিচার) বুদ্ধি বাধিত না হয় (অর্থাৎ অপরাধী হইলে ঐ প্রকাশ অনুভূত হয় না) ॥৫১॥

মগ্নং শ্রীরাধিকা শ্রীমুরলীধর মহা প্রেমসিন্ধৌ নিমগ্নং
তদ্ গৌর শ্যামগাত্রচ্ছবি ময় জলধৌ প্রোজ্ঝিতাবার পারে
শোভা-মাধুর্য্য পূর্ণার্ণব বুড়িত মহোমত্ত মেতন্মমান্তঃ
শ্রীবৃন্দারণ্যমেব স্ফুরতু ন কলিতং মায়য়াঽবিদ্যয়া চ ॥৫২॥
বৃন্দাবনমনু বিন্দাম্যহমপি দেহং শ্বশূকরাদীনাম্।
ন পুনঃ পরত্র সচ্চিৎ সুখময়মপি দুর্ল্ভং দেবৈঃ ॥৫৩
শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে বহু দুঃখেনাপি যাতু জন্মৈতৎ।
লোকোত্তর সুখসম্পত্ত্যপি ন চান্যত্র মে নিমিষকম্ ॥৫৪॥
করতল কলিত কপোলো গলদশ্রু কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি।
বিলপন্ রহসি কদা স্যাং বৃন্দারণ্যেঽত্যকিঞ্চনো ধন্যঃ ॥৫৫॥
মানাপমান কোটিভি রক্ষুভিতাত্মা সমস্ত-নিরপেক্ষঃ।
বৃন্দাবনভুবি রাধা-নাগরমারাধয়ে কদা মুদিতঃ ॥৫৬॥

অহো ! শ্রীরাধা ও শ্রীমুরলীধরের মহাপ্রেমসিন্ধুতে মগ্ন, সেই গৌর শ্যামের গাত্র কান্তিময় পারাবার বিহীন সমুদ্রে নিমগ্ন, এবং তাঁহাদের শোভা মাধুর্য্য পূর্ণ সাগরে বুড়িত (সংনিমগ্ন) ও মত্ত এই শ্রীবৃন্দাবন—যাহা মায়া বা অবিদ্যা কর্তৃক কখনও দৃষ্ট হয়েন না—আমার অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন—এই প্রার্থন ॥৫২॥

শ্রীবৃন্দাবনস্থ কুকুর শূকরাদির দেহও আমি লাভ করিব, কিন্তু অন্যত্র দেবদুর্লভ সচ্চিদানন্দময় দেহও আমার বাঞ্ছনীয় নহে ॥৫৩॥

শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে বহু দুঃখেও আমার এই জন্মপাত হউক, তথাপি অন্যত্র অলৌকিক সুখসম্পত্তি নিমিষ কালের জন্যও প্রার্থনা করি না ॥৫৪॥

করতলে কপোলদেশ বিন্যস্ত করিয়া গলদশ্রুলোচনে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে কবে শ্রীবৃন্দাবনের নির্জ্জন স্থানে অতি অকিঞ্চনভাবে অবস্থান করিয়া ধন্য হইব ? ৫৫॥

কোটি কোটি মানাপমান দ্বারাও ক্ষুব্ধ না হইয়া সর্ব্ব নিরপেক্ষভাবে কবে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধানাগরকে আনন্দ মনে আরাধনা করিব ? ৫৬ ॥

বৃন্দাবনৈক শরণ স্ত্যক্ত শ্রুতি লোকবর্ত্ম সঞ্চরণঃ।
ভাবাদ্ধরি চরণান্তর পরিচরণাদ্ব্যাকুলঃ কদা নু স্যাম্॥ ৫৭॥

ইহ ন সুখং ন সুখমরে ক্বাপি বৃথা ন পত মোহজালেঽস্মিন্।
অনুদিনং পরমানন্দ বৃন্দাবনং হি সমাশ্রয়াদ্যৈব ॥৫৮॥

স্ত্রীপুত্র দেহগেহ দ্রবিণাদৌ নৈব বিশ্বসী মূঢ়।
ক্ষণমপি নৈব বিচারয় চারয় বৃন্দারণ্য মূখং চরণৌ ॥৫৯॥

রাধাকৃষ্ণ বিলাস রঞ্জিত লতা সদ্মালি পদ্মাকর-
শ্রীকালিন্দীতটী পটীর বিপিনাড্যদ্রীন্দ্র সৎকন্দরম্।
জীবাতু র্মম নিত্য সৌভগ চমৎকারৈক ধারাকরং
নিত্যানঙ্কুশ বর্দ্ধমান পরমাশ্চর্য্যর্দ্ধি বৃন্দাবনম্ ॥৬০॥

শরীরং শ্রীবৃন্দাবনভূবি সদা স্থাপয় মনঃ
সদা পার্শ্বে বৃন্দাবন রসিকয়ো র্ন্যস্য ভজনে।

অহো! একমাত্র, শ্রীবৃন্দাবনেরই শরণ গ্রহণ করিয়া ও বেদমার্গ বা লৌকিক আচরণ সমস্ত ত্যাগ করিয়া কবে ভাবভরে শ্রীহরি চরণ যুগলের মানস সেবা করিয়া ব্যাকুল হইব? ৫৭॥

এই পৃথিবীতে সুখ নাই, ওরে কোথায়ও সুখ নাই। বৃথা এই মোহজালে আর পড়িও না; অদ্যই নিত্য পরমানন্দদায়ী শ্রীবৃন্দাবনকে সম্যক্ প্রকারে আশ্রয় কর ॥৫৮॥

হে মূঢ়! স্ত্রী, পুত্র, দেহ, গৃহ, সম্পত্তি প্রভৃতিতে বিশ্বাসই করিও না, ক্ষণকালও বিচার না করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের দিকেই চরণ চালাও ॥৫৯॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসে রঞ্জিত লতাগৃহ শ্রেণীযুক্ত, তড়াগ শোভিত, শ্রীকালিন্দীর তটস্থিত পটীর (খদির, চন্দন) বনাদি সংশোভিত গিরি-রাজের সুন্দর সুন্দর গহ্বর সমাযুক্ত, নিত্য সৌভাগ্য ও চমৎকার ধারা বর্ষণশীল এবং নিত্য অবাধভাবে বিবর্দ্ধিষ্ণু পরমাশ্চর্য্য সমৃদ্ধিশালী শ্রীবৃন্দাবনই আমার জীবাতু (জীবনৌষধ) ॥৬০॥

বচ স্তৎকেলীনাম নবরত গানে রময় তৎ
কথা পীযূষাদৌ শ্রবণযুগলং প্রীতি বিকলম্ ॥৬১॥

প্রসীদ শ্রীবৃন্দাবন বিতনু মাং স্বৈকতৃণকং
যদঙ্ঘ্রি স্পর্শা ত্যুৎসব মনুভবে ত্বয্যু দিতয়োঃ।
তয়ো র্গৌর-শ্যামাদ্ভুত রসিক যূনো র্নবনব-
স্মরোৎকণ্ঠাভাজো র্নিভৃত বন বীথ্যাং বিহরতোঃ ॥৬২॥

ন কালিন্দী মিন্দীবর কমল কহ্লার কুমুদা-
দিভি র্নিত্যোৎফুল্লৈ র্মধুপকুল ঝঙ্কার-মধুরৈঃ।
সহালি শ্রীরাধা মুরলীধর কেলি প্রণয়িণী-
মপশ্যন্ যো বৃন্দাবন পরিসরে জীবতি স কিম্ ? ৬৩॥

বৃন্দারণ্য মিলৎ কলিন্দতনয়াং বন্দেঽরবিন্দেন তাং
নানা রত্নময়েন নিত্য রুচিরামানন্দ সিন্ধু-সুতাম্।

শরীরকে সর্ব্বদা শ্রীবৃন্দাবন ভূমিতে স্থাপন কর, মনকে সদা শ্রীবৃন্দাবন রসিক যুগলের পার্শ্বদেশে ভজনে নিয়োগ কর; তাঁহাদের কেলি গানে নিরন্তর বাক্য বিন্যাস কর, এবং প্রীতি বিকল কর্ণযুগলকে তাঁহাদের কথামৃত প্রভৃতিতে তৃপ্তি দান কর ॥৬১॥

হে শ্রীবৃন্দাবন! তোমার একটীমাত্র ক্ষুদ্র তৃণকেও আমাকে দান কর, (প্রকাশিত কর) যাহা তোমাতে উদিত (বিরাজমান) নব নব কামোৎকণ্ঠাশীল, নির্জন বনপথে বিহার পরায়ণ সেই গৌর শ্যামবর্ণ অদ্ভুত রসিকযুগলের পাদপদ্মস্পর্শ জনিত মহোৎসব (সুখ) লাভ করিয়া থাকে ॥

যে ব্যক্তি নীলোৎপল, কমল, কহ্লার ও কুমুদ প্রভৃতি কুসুমচয়ের নিত্য প্রস্ফুটনশীল, ভ্রমরকুলের নিনাদে মধুরা এবং সখীগণ সহ শ্রীরাধা মুরলীধরের কেলি প্রণয়িনী শ্রীকালিন্দীকে শ্রীবৃন্দাবন সমীপ ভূভাগে দর্শন না করিয়া জীবিত থাকে, সে কি নয়? (অর্থাৎ তাঁহার জন্মই বৃথা) ॥৬৩

সেই বৃন্দাবন সংযুক্ত কলিন্দ নন্দিনীকে বন্দনা করি—ঐ যমুনা

রম্যাং চান্য বিচিত্র দিব্য কুসুমৈ র্গম্যাং ন সম্যক্ ত্রয়ী-
মৌলীনামপি মত্তষট্‌ পদ খগশ্রেণী সুকোলাহলাম্ ॥ ৬৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবন বাহিনী তরণিজা স্বানন্দ সন্দেহ বাঃ-
পরা রত্নঘটাময়দ্বয়তটা সামোত্তরঙ্গ ধ্বনিঃ।
আবর্ত্তায়িত মৃগগণং বিদধতী হংসৈশ্চ কারণ্ডবৈ
র্দাত্যূহৈ রথ সারসাদিভি রপি ধ্যেয়া হরেঃ প্রেয়সী ॥ ৬৫ ॥

জলক্রীড়া কালে কনক কমলিন্যেক বিপিনে
নিলীনা শ্রীরাধা যদধিকমলং চুম্বতি হরৌ।
স্ব বক্ত্রাব্জভ্রান্ত্যা হসিতমথ নালং স্থগয়িতুং
হসিত্বা কান্তেনাধ্রিয়ত হসিতালী পরিকরা ॥ ৬৬ ॥

বিদূরং সিন্দূরং গতমপি বিলেপাঞ্জনমভূৎ
স্রজো ত্রুট্যন্মুক্তাবলি রপি দৃশো দ্বর্ন্দ্ব মরুণম্।

বিবিধ রত্নময় অরবিন্দ দ্বারা নিত্য মনোহরা, আনন্দসিন্ধুর দুহিতা, অন্যান্য বিচিত্র দিব্য কুসুমরাজি দ্বারা রমণীয়া, ত্রয়ী (ঋক্, সাম, যজুঃ—এই বেদত্রয়) শিরোমণিগণ কর্ত্তৃক ও সম্যক্ অবোধ্য মহিমা এবং মত্ত ভ্রমর ও বিবিধ বিহঙ্গমগণের নিরন্তর কোলাহলে সমুখরিতা ॥ ৬৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবন প্রান্তবাহিনী যমুনা—স্বানন্দ সমূহ রূপ জল প্রবাহবতী, রত্নরাজিময় তটদ্বয় বিশিষ্টা, সাম গানরূপ উত্তালতরঙ্গধ্বনিযুক্তা, জল ঘূর্ণায় নিপতিত পশুগণের রক্ষয়িত্রী এবং হংস কারণ্ডব, দাত্যূহ, সারস প্রভৃতি পক্ষিসঙ্কুলা—এম্ববিধ শ্রীহরি প্রেয়সী কালিন্দীকে ধ্যান করা কর্ত্তব্য ॥৬৫॥

জলক্রীড়া কালে শ্রীরাধা এক স্বর্ণপদ্মবনে লুকাইয়া রহিলেন। যখন শ্রীহরি নিজ (শ্রীরাধার) সুন্দর বদন কমল ভ্রমে কমলে চুম্বন দান করিতে থাকিলেন, তখন শ্রীরাধা আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। সখী ও পরিকর সকল হাস্য করিতে থাকিলে কান্ত শ্যামসুন্দর তখন সহাস্যে প্রিয়তমাকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥৬৬॥

বিহারৈঃ কালিন্দ্যাম্ভসি যদপি বৃন্দাবনে বনে
তথাপ্যাসাদ্রাধা হরি বপুষি কাঽপ্যেক সুষমা ॥ ৬৭ ॥

সিঞ্চন্নু চ্চৈঃ স্বয়ং শ্রীব্রজনৃপতিসুতো বল্লভা স্বপ্রিয়ালী-
বৃন্দৈঃ সম্ভূয় তৎসেচনভরমসহং মন্যমানঃ স মগ্ন।
স্ফীত শ্রোণ্যূরু জঙ্ঘা চরণযুগপরামর্শ লব্ধাতি হর্ষঃ
কালিন্দ্যামিন্দুকোটিচ্ছবি বহু হাসতো দূর উন্মজ্য রেজে ॥৬৮॥

রাধাকৃষ্ণা বতি রতি রসৌৎকেন মগ্নৌ সহৈব
কালিন্দ্যাঽপ্রাকৃত নিজ জলে দেশ আস্তীর্ণ পদ্মে।
দীর্ঘং কালং সুরতসমরাবেশত স্তৌ যদাঽস্তাং
চক্রুঃ প্রাণদ্বয় বিচয়নং কাতরা স্তর্হি সখ্যঃ ॥ ৬৯ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকালিন্দীজলে বিহার করিতে করিতে শ্রীরাধার সিন্দূর বিদূরগত (লুপ্ত) হইলেও তিনি অঞ্জন বিলিপ্ত হইয়াছেন ; মালার মুক্তা সমূহ ছিন্ন হইলেও তাঁহার নয়নযুগল অরুণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। তথাপি (ভূষণাদি ছিন্ন ভিন্ন হইলেও) শ্রীহরির বক্ষোদেশে শ্রীরাধা কোনও এক অনির্ব্বচনীয় সুষমা স্বরূপেই বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬৭ ॥

শ্রীব্রজরাজ নন্দন স্বয়ং উচ্চ করিয়া জল সেচন করিতেছেন—বল্লভা ও তাঁহার প্রিয় সখীগণ তখন একত্র মিলিয়া জল সেচন করিতে থাকিলে তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া শ্যামসুন্দর জলমগ্ন হইলেন। তখন তিনি পৃথু শ্রোণী, বিশাল জঙ্ঘা ও চরণযুগলের পরামর্শ (সংস্পর্শ) লাভে অতি হৃষ্ট হইয়া কালিন্দীজলে চন্দ্রকোটী কান্তি বিনিন্দন হাস্যরাশি বিস্তার করতঃ দূরে উন্মজ্জন করিয়া শোভা পাইতেছেন ॥৬৮॥

অতিশয় রতি রসোৎকণ্ঠা বশতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ কালিন্দীর অপ্রাকৃত নিজজলে যুগপৎই নিমগ্ন হইয়া একটি পদ্ম সমাকীর্ণ দেশে সুরত সমরাবেশে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে থাকিলে সখীগণ কাতর হইয়া প্রাণপ্রিয়তমযুগলের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৬৯॥

মিথ কমল কৈরবাদ্যাদিত হাস মঙ্গে ক্ষিপন্
মুখেন দৃশি মুদ্রণাযুজি কৃতাম্বুগণ্ডূষকম্।
সমুক্ষ্য জিতকাশি তৎ ক্বচন মগ্নমুত্থাপয়দ্
দ্বয়ং তরণিজাম্ভসি স্ফুরতি গৌরনীলং মহঃ ॥ ৭০ ॥

হৈমাত্যম্বুজ কোরকাদি সলিলং পীযূষ সারৈক্ষব-
দ্রাক্ষা ক্ষীর রসাদি মত্তটযুগং নানা মণী নির্ম্মিতম্ ॥
খেলদ্দিব্য সুরত্ন মীন নিকরা স্ফালেন চিত্রায়িতং
নানা রত্ন বিচিত্রতীর্থ বিলসৎ সোপানমত্যদ্ভুতম্ ॥ ৭১ ॥

নানাশ্চর্য্য সুপুষ্পিত দ্রুমলতা কুঞ্জৈ র্মহামঞ্জুলং
কর্পূরোজ্জ্বল বালুকং চ পুলিনং বিস্তার সৎ সৌরভম্।
তীরে তীরে ইতস্ততঃ সচকিতোন্মীন্মৃগী যূথকং
দিব্যানেক কদম্ব চম্পক বনামোদঃ প্রস্ফপ্তোহভিতঃ ॥৭২

হাস্যসহকারে কমল কৈরবাদি পরস্পর পরস্পরের অঙ্গে ক্ষেপণ করিতেছেন, পরস্পরের নিমিলিত নয়নে পরস্পর মুখ দ্বারা জলগণ্ডূষ দান করিতেছেন, কেহ বা জল বর্ষণ করিয়া জয়যুক্ত হইতেছেন ; আবার কেহ বা জলমগ্ন হইলে অপরজন তাঁহাকে উঠাইতেছেন—এইরূপে গৌরনীলাত্মক জ্যোতির্দ্বয় যমুনা জলে লীলা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৭০ ॥

জলে স্বর্ণবর্ণ প্রভৃতি পদ্ম কোরকাদি শোভিত, নানাবিধ মণিরত্ন, নির্ম্মিত তটযুগল অমৃতসার উন্মাদনাজনক দ্রাক্ষা প্রভৃতির ক্ষীর রসযুক্ত, খেলাপরায়ণ দিব্য সুশোভন অত্যুৎকৃষ্ট মৎস্য সমূহের আস্ফালন দ্বারা চিত্রবৎ প্রতীয়মান, বহু বহু রত্নময় বিচিত্র তীর্থ (ঘাট) যুক্ত, এবং তাহাতে আবার অত্যদ্ভুত সোপান (সিড়ী) সমূহ বিরাজমান আছে॥ ৭১ ॥

নানাবিধ আশ্চর্য্যকর সুশোভন পুষ্পমণ্ডিত বৃক্ষলতাদির কুঞ্জ সন্নিবেশ বশতঃ অতি মনোহর, পুলিনদেশে কর্পূরবৎ উজ্জ্বল বালুকারাশি এবং তাহার সুন্দর সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। তীরে তীরে সচকিত

অত্যুচ্চৈঃ প্রসরৎ পরাগপটলং প্রোড্ডীয়মানদ্বিজং
বাতোন্মাদ মিতস্ততোঽতি মধুরোদারান্তরীয়োজ্জ্বলম্।
যস্যা গাধমগাধমন্তরুদয়ৎ কুঞ্জাম্বু সা রাধিকা-
কৃষ্ণানন্দবিবর্দ্ধিনী বহুসুখং কৃষ্ণা প্রপুষ্ণাতু বঃ ॥ ৭৩ ॥

কূজদ্ভিঃ কলহংস সারসকুলৈঃ কারণ্ডবৈ র্মণ্ডিতং
সংপ্রীণন্নব পুণ্ডরীক নিকরামোদেন দিঙ্মণ্ডলম্।
কহ্লারোৎপল পঙ্কজাদিকবনে ভৃঙ্গীভি রঙ্গীকৃতং
গীতং মত্ত মধুব্রতৈঃ সহ মনাক্ কর্ণে জগন্মোহনম্ ॥৭৪॥

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনেঽস্মিন্ কতি কতি নু সরঃ সিন্ধু বাপীতড়াগা
রাধাকৃষ্ণাঙ্গ রাগাঞ্চিত মধুরজলা দিব্য দিব্যা ন সন্তি।

মৃগীযূথ ইতস্ততঃ প্রকাশ পাইতেছে ; চারিদিকে দিব্য দিব্য কদম্ব চম্পক বনরাজির সুগন্ধ বিস্তৃত হইতেছে ॥ ৭২ ॥

যাহার পুষ্পরেণু সমূহ অত্যুচ্চ দেশ পর্যন্ত প্রসারিত হইতেছে, যাহাতে পক্ষিনিচয় উড্ডীয়মান হইতেছে, যাহা বায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চাল্যমান হইয়া অতি মধুর উদার উজ্জ্বল অন্তরীয় (বসন) রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, এবং যাহার (কোথাও) পরিমিত ও (কোথায়ও বা) অপরিমিত জল মধ্যে (তীরস্থিত) কুঞ্জ সমূহ প্রতিভাত হইতেছে, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দ বিবর্দ্ধনকারিণী যমুনা বহু সুখদানে তোমাদিগকে পালন করুন ॥৭৩॥

কূজনপরায়ণ কলহংস, সারসকুল এবং কারণ্ডবগণ কর্ত্তৃক শোভিত, দশদিক্ নব পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম) সমূহের সৌরভে সম্যক্ আমোদিত ; কহ্লার, উৎপল, পঙ্কজাদির বনে ভ্রমরীগণ মত্ত মধুকর সমূহের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণানন্দ (অস্পষ্ট অথচ মধুর) জগন্মোহন সঙ্গীত অঙ্গীকার (আলোচনা) করিতেছে ॥৭৪॥

আশ্চর্য্যাঃ কেলি সারাঃ কতি কতি ন মণিস্বর্ণভূভৃৎ কিশোরাঃ
পোজ্জৃম্ভন্তে ন ভাসঃ ক্ষিতিষু কতি মহামোদ মেদস্বিনীষু।।৭৫।।

প্রেমান্ধং পশুপক্ষি ভূরুহ লতা কুঞ্জাদি সৎকন্দরা
বাপী কূপ তড়াগ সিন্ধু সরসী-রত্নস্থলী বেদিভিঃ।
কালিন্দ্যাঃ পুলিনেন তৎস্থ সকলেনাশেষ বৃন্দাবনং
রাধামাধব-রূপ মোহিতমহং ধ্যায়ামি সচ্চিদঘনম্।।৭৬।।

অভ্যঙ্গং বসনান্তরা প্যভিষবং কিঞ্চিচ্চ তীর্থক্রিয়া
সংভুক্তিং বরগন্ধমাল্য বিলসত্তাম্বূল পূর্ণ গ্রহম্।
সঙ্গীতানুভবং সহৈব শয়নং শ্যামেন সম্বাহনং
শ্রীসখ্যা পদয়োঃ স্মর ব্রজবধূত্তংসস্য বৃন্দাবনে॥৭৭॥

এই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অঙ্গরাগে রঞ্জিত মধুর জল পূর্ণ কত কত না দিব্য দিব্য সরোবর, সিন্ধু, বাপী (কূপ) ও তড়াগ (পুষ্করিণী) রহিয়াছে? কত কত না আশ্চর্য্যজনক কেলিসার (বিলাসোপযোগী) মণিময় ও স্বর্ণময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতরাজি প্রকাশ পাইতেছে? এই মহামোদ রূপ মেদস্বিনী (যাহাতে আমোদই হইয়াছে একমাত্র মেদ রূপ) ভূভাগ-সমূহে কত কত না জ্যোতিরাশি ইতস্ততঃ বিকীরণ হইতেছে॥৭৫॥

পশু পক্ষী বৃক্ষলতা কুঞ্জাদি কন্দরা বাপী কূপ তড়াগ সিন্ধু সরোবর এবং রত্নস্থলী বেদীর সহিত কালিন্দী পুলিন ও তত্রত্য সকলের সহিত বিরাজমান—শ্রীরাধামাধবের রূপে মোহিত, প্রেমে অন্ধ, সচ্চিদঘন সমগ্র বৃন্দাবনকেই ধ্যান করিতেছি॥৭৬॥

তৈলাদি মর্দ্দন, বস্ত্র ব্যতিরেকে স্নান, তীর্থক্রিয়াদি, ভোজন, উত্তম গন্ধমাল্যাদি ও মধুর তাম্বূল বীটিকাদির গ্রহণ, সঙ্গীতানুভব ও শ্যামচন্দ্রের সহিত একত্র শয়ন, এবং ব্রজবধূ শিরোমণি শ্রীরাধার চরণ-যুগলের শ্রীসখী-কর্তৃক সেবা প্রভৃতি বৃন্দাবনীয় লীলার স্মরণ কর॥৭৭॥

মোহিন্যামপি নাস্তি মেঽদ্ভুত মতিঃ কা পার্ব্বতী কোর্ব্বশী
কাবাঽন্যা বরবর্ণিনী রতিযুতা যচ্চেটিকাঙ্গ চ্ছটাম্।
একামপ্যনুপশ্যতো হৃদি মহাসম্মোহন শ্যামল-
স্বান্তাত্যন্ত বিমোহিনী স্ফুরতু মে বৃন্দাবনাধীশ্বরী ॥৭৮॥

শ্রীরাধা চরণচ্ছটাম্বুধিঘনং তদ্ভক্তিভাবোদয়-
দ্রোমাঞ্চং তত এব শিক্ষিত মভিব্যঞ্জৎ সুসঙ্গীতকম্।
চিত্রং তৎ প্রিয়তৎ-প্রসাদ বসনালঙ্কার হার স্রজং
শ্রীবৃন্দাবিপিনে কদা ন্বনুভবাম্যাত্মেষ্টতত্ত্বং বরম্ ॥৭৯॥

স্নিগ্ধ স্বর্ণ সুগৌর সুন্দর বপু র্লাবণ্য বণ্যাকৃতা-
দ্বৈতং নূতন যৌবন প্রতি পদাশ্চর্য্যাঙ্গ ভঙ্গী শতম্।

যাঁহার চেটিকার (দাসীর) একটী মাত্র অঙ্গচ্ছটা নিরীক্ষণ করিয়া পার্ব্বতী, উর্ব্বশী বা অন্য কোনও রতিমতী বরাঙ্গনা দূরে থাকুন,—স্বয়ং মোহিনীতেও আমার অদ্ভুত মতি হয় না, মহা সম্মোহন শ্যামসুন্দরের মনোমোহকারিণী সেই বৃন্দাবনাধীশ্বরী আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন ॥৭৮॥

শ্রীরাধা চরণ কান্তি সমুদ্র ঘন, তদ্ভক্তি ভাবোদয় হেতু রোমাঞ্চিত দেহ, তাঁহার নিকট হইতেই সুসঙ্গীত শিক্ষা করিয়া তাহার (সঙ্গীত বিদ্যার) প্রকটনকারী, তাঁহার প্রিয়তম শ্যামসুন্দরের ও তাঁহার (শ্রীরাধার) প্রসাদ, বসন, অলঙ্কার, হার ও মালাধারণকারী (অথবা—তাঁহার বিচিত্র প্রসাদীকৃত বসন, অলঙ্কার হার ও মালাদি-প্রিয়) আমার ইষ্ট শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বস্তু কবে এই শ্রীবৃন্দাবনে অনুভব করিব? ৭৯॥

স্নিগ্ধ স্বর্ণ গৌরকান্তিযুক্ত সুন্দর দেহ বিশিষ্ট, লাবণ্যবণ্যার সহিত অদ্বয়ী ভাব প্রাপ্ত (মুর্ত্তিমতী লাবণ্যবণ্যা,) নূতন যৌবনের প্রতি পদেই আশ্চর্য্যকর শত শত অঙ্গভঙ্গী প্রকাশনশীল, শ্যামচন্দ্রের নবানুরাগাতিশয্য

শ্যামেন্দু প্রথমানুরাগ বহলোর্ম্মীভি র্মহান্দোলিতং
শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জবীথিষু কদা দিব্যং তদীক্ষে মহঃ ॥৮০॥

একং বীক্ষ্য জিহ্রেতি যস্য কবরী মন্যন্মুখং মোহনং
কিঞ্চিদ্ বক্ষসিজৌ দৃশৌ কিমপি যদ্দন্তাঽধরং কিঞ্চন।
কিঞ্চিদ্ যদ্দ্যুতি মঞ্জরী হ্রিতি মহাশ্চর্য্যং নিকুঞ্জোদরে
শ্যামোরঃ স্থল ভূষণং স্ফূরতি মে তদ্ধেম গৌরং মহঃ ॥৮১॥

ব্যঞ্জৎ কৈশোরমঙ্গং কনকরুচি নবানঙ্গ ভঙ্গী তরঙ্গং
নিত্যাশ্চর্য্যৈক শোভা প্রসরমতি মহা প্রেম বৈবশ্য মুগ্ধম্।
দিব্য স্রগ্বস্ত্রভূষাস্বহহ সুভগয়ৎ স্বীয় লক্ষ্যা দধত্তৎ
চিত্রীভূতালিবৃন্দং মিলতু নিজধনং ধাম বৃন্দাবনান্তঃ ॥৮২॥

রূপ তরঙ্গ সমূহ দ্বারা মহান্দোলিতচিত্ত—সেই (প্রসিদ্ধ) দিব্য জ্যোতির্ম্ময় বস্তু (শ্রীরাধাকে) কবে শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জ পথে পথে নিরীক্ষণ করিব ? ৮০॥

যাঁহার (শ্যামের) কেশ বিন্যাস দেখিয়া একজন (শ্রীরাধা) লজ্জা পাইতেছেন—আবার অন্যজন (শ্রীহরি) অপর জনের (শ্রীরাধার) মোহন বদন দেখিয়া লজ্জিত হইতেছেন—এইভাবে একজনের স্তন যুগল, অপরের নয়ন যুগল, একজনের দন্তরাজি ও ওষ্ঠ এবং অপরের কান্তি মঞ্জরী সমূহ (দর্শনে পরস্পরের লজ্জা হইতেছে) এবংবিধ নিকুঞ্জ মধ্যে শ্রীশ্যামসুন্দরের বক্ষোদেশস্থ ভূষণ স্বরূপা হেম-গৌরী (শ্রীরাধা) আমার চিত্তে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন ॥৮১॥

যাঁহার অঙ্গ—ব্যক্তকৈশোর, স্বর্ণপ্রভ, নব কাম ভঙ্গীর চাঞ্চল্য বিশিষ্ট, নিত্যই আশ্চর্য্য শোভা বৃদ্ধিকারক, এবং অতি মহাপ্রেমবৈবশ্য বশতঃ মনোহর—অহো ! যিনি স্বীয় শোভা দ্বারাই দিব্য মাল্য বস্ত্র ভূষণাদিকে অশেষ সৌভাগ্যমণ্ডিত করিয়াছেন, এবং সখীগণকেও চিত্রার্পিতবৎ করিয়াছেন, সেই আমার নিজের ধন (সর্ব্বস্ব) শ্রীরাধা আমার দর্শন পথে আসুন—এই প্রার্থনা ॥৮২॥

নব রসিক কিশোরে নূতন প্রেম পূরে
নব রসময় বৃন্দারণ্য বীথি বিহারে।
নব নব পুরু শোভা মাধুরীণাং ধুরীণে
কণক মরকতাভে জ্যোতিষী মে হৃদি স্তাম্ ॥৮৩॥

বহু বিরচিত বেশসোরুদেশে নিবেশ্য
স্ফুট পুলক মজস্রং চুম্বতঃ শ্লিষ্যতশ্চ।
নন্ত কথমপি তল্পে ন্যস্যতোহঙ্গং প্রিয়ায়াঃ
পরিচর চরণাব্জং রাধিকা নাগরস্য ॥৮৪॥

ব্রততি ভবন মধ্যে গন্ধ তাম্বূল মাল্যৈ-
রতি মৃদুল বিলেপৈঃ সাধু সংবীজনেন।
তদতি মদন মুগ্ধং ধামযুগ্মং কিশোরং
পরিচর হৃদি গৌরশ্যামলং দাস্থ লাস্থঃ ॥ ৮৫। ॥

কৈশোরাদ্ভুত রূপ ভঙ্গি মধুরৈ রঙ্গৈ রনঙ্গাত্মকং
কুর্ব্বদ্ বিশ্বমতি প্রমুগ্ধ মুরলী বক্ত্রে ণ নিত্যাদ্ভুতম্।

নব প্রেম প্রবাহ বিস্তারকারী, নব রসময় বৃন্দাবন পথ বিহারী, নব নবায়মান বহুল আশ্চর্য্য শোভা মাধুর্য্য রাশিধারী, স্বর্ণমরকত প্রভা বিশিষ্ট জ্যোতির্ম্ময় নব রসিক যুগলকিশোর আমার হৃদয়ে অবস্থান করুন ॥৮৩॥

বহুবিধ বেশ ধারণকারী শ্রীরাধা-নাগর প্রিয়াকে কোনও প্রকারে শয্যায় শয়ন করাইয়া উরুদেশে স্থাপন করিয়া পুলকাঞ্চিত বিগ্রহে অজস্র চুম্বন ও আলিঙ্গন করিতেছেন—তাঁহার পাদপদ্ম পরিচর্য্যা কর ॥৮৪॥

লতাগৃহ মধ্যে (বিরাজিত) অতিশয় কামমুগ্ধ গৌর-শ্যামবর্ণ যুগল-কিশোরকে গন্ধ, তাম্বূল মাল্য প্রভৃতির অর্পণে, অতি মৃদুল বিলেপনাদি দ্বারা ও উত্তম ব্যজনান্দোলন দ্বারা দাস্য রসাবিষ্ট হৃদয়ে পরিচর্য্যা কর ॥ ৮৫

হে মন! যে ধাম কৈশোরের অদ্ভুত রূপ ভঙ্গী মাধুর্য্য মণ্ডিত অতিশয় মনোহর মুরলী বদন (শ্যামসুন্দর) দ্বারা বিশ্বকে নিত্যই অদ্ভুত

সিঞ্চৎ কোমল কাঞ্চন দ্রবরুচাং বীচীভি রাশা দশ
প্রেম্ণোৎ কণ্ঠ্যভরেণ তদ্ভজ মনঃ শ্রীধাম বৃন্দাবনম্ ॥ ৮৬ ॥

অয়ং বৃহদধীশ্বরো নগণিতাঽবতারোঽপ্যসৌ
শ্রিতো যদুপুরীময়ং মধুপুরীঞ্চ দিব্যাকৃতিঃ।
ব্রজে চ মধুরাপুরী-বন বরে ন গো-গোপিকা-
সুহৃদ্ভি রহরন্মনো মম তু রাধিকা-কুঞ্জগঃ ॥ ৮৭ ॥

কামাত্ম জ্যোতিরেকং সুবিমল বিমলং প্রোজ্জ্বলপ্রোজ্জ্বলং যন্
মাধুর্য্যা পার সিন্ধোরপি মধুরতরং মাদকং মাদকানাম্।
পারাবারাতিশূন্যং সকল সুখ চমৎকার বিস্মারকং তন্
মধ্যে বৃন্দাবনং তদ্ব্রততি গৃহগতৌ পশ্য মুগ্ধৌ কিশোরৌ ॥৮৮॥

কামাত্মক করিতেছেন, যে ধাম (শ্রীরাধার) কোমল তপ্ত স্বর্ণকান্তি তরঙ্গ দ্বারা দশদিক অভিষিক্ত করিতেছেন—প্রেমোৎকণ্ঠাভরে সেই শ্রীধাম বৃন্দাবনেরই ভজন কর ॥ ৮৬ ॥

ইনি (শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র) অগণিত-অবতারের অবতারী মহাধীশ্বরই হউন, অথবা দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যদুপুরী (দ্বারকা) বা মধুপুরী (মথুরা) আশ্রয় করুন, আমার তাহাতে মন হরণ হয় না; আর মথুরা পুরীর শ্রেষ্ঠ বন ব্রজেও যখন গো, গোপিকা ও বয়স্যগণ বেষ্টিত থাকেন তখনও আমার তত আনন্দ হয় না; কিন্তু ইনি যখন শ্রীরাধাকুঞ্জগ (শ্রীরাধাকুঞ্জ গমনশীল) হন, তখনই আমার মনোহর হইয়া থাকে ॥৮৭॥

শ্রীবৃন্দাবন—একমাত্র কামাত্মক জ্যোতিরই প্রকাশশীল, সুবিমল হইতেও অতি সুবিমল, প্রোজ্জ্বল হইতেও প্রোজ্জ্বলতর, মাধুর্য্যের অপার সমুদ্র হইতেও মধুরতর, মাদকতারও মত্ততাবিধায়ক, পারাবার বিহীন, সকল সুখ চমৎকারিত্ব বিস্মরণকারী। ঐস্থলের লতাগৃহে উপনীত পরম মনোহর যুগলকিশোরকে দর্শন কর ॥ ৮৮ ॥

মধুর মধুর পূর্ণ প্রেমপীযূষ সিন্ধো
ঘনমিদ মতিরম্যং ভাতি বৃন্দাবনাখ্যম্।
তদধি ললিত গৌরশ্যাম ধাম স্মরামঃ
স্মর-বিবশ কিশোর দ্বন্দ্বমানন্দ কন্দম্ ॥৮৯॥

আত্মশ্বরী পরম গূঢ় তরেঙ্গিতজ্ঞং
তত্তৎ প্রিয় প্রণয় লৌল্যভর স্বভারম্।
স্বাত্মৈক পক্ষ বচনা চরণ প্রবীণং
বৃন্দাবনে স্মর নিজং স্মর খেলতত্ত্বম্ ॥৯০॥

উৎফুল্ল দ্রুমবল্লি মঞ্জুলতরং শিঞ্জৎ ষড়ঙ্ঘ্রি-জ্জ্বলন্
নানা রত্নময় স্থলী ততি লসচ্ছ্রী পুঞ্জ কুঞ্জাবলি।
নৃত্যন্মত্ত ময়ূর বৃন্দমভিতঃ পক্ষীন্দ্র-কোলাহলং
রাধাকৃষ্ণ বিহার কৌতুকময়ং ধ্যায়ামি বৃন্দাবনম্ ॥৯১॥

তৎ কালিন্দী বিপুল পুলিনং সা চ বৃন্দাবন শ্রীঃ
সা সুচ্ছায়া নিবিড় নিবিড়া শ্রীকদম্ব দ্রুমাণাম্।

মধুর হইতেও সুমধুর, পূর্ণ প্রেমামৃত সমুদ্রের ঘনীভূত অতি রমণীয় (বস্তু স্বরূপে) এই শ্রীবৃন্দাবনাখ্য ধাম প্রতিভাত হইতেছে। তন্মধ্যে কাম-বিবশ, আনন্দকন্দ (বীজ) সুললিত গৌরশ্যামাঙ্গ যুগলকিশোরকে আমরা স্মরণ করিতেছি ॥ ৮৯ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে প্রাণেশ্বরীর পরম নিগূঢ়তর ইঙ্গিতজ্ঞ, প্রিয়তমযুগলের সেই সেই প্রণয় চাঞ্চল্যময় স্বভাব বিশিষ্ট নিজ পক্ষের (যুথের) বচনের অনুকূল আচরণ কুশল, নিজ কাম খেলাপর তত্ত্ব (স্বরূপকে) স্মরণ কর ॥৯০

প্রস্ফুটিত বৃক্ষলতার শোভায় মঞ্জুলতর, গুঞ্জনকারী ভ্রমরগণ সংব্যাপ্ত, জাজ্বল্যমান নানা রত্নময় স্থলী সমূহ ভূষিত, নানা সৌন্দর্য্যযুক্ত কুঞ্জ সমূহ দ্বারা মণ্ডিত—নৃত্যপরায়ণ মত্ত ময়ূরগণ কর্তৃক ইতস্ততঃ সঞ্চাল্যমান, বিহগরাজগণ কর্তৃক কোলাহল মুখরিত এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের অশেষ বিহার কৌতুক দ্বারা পরিপূর্ণ—শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান করিতেছি ॥৯১॥

সা বৈদগ্ধীময় নববয়ঃ শ্রীসখীমণ্ডলী তে
গৌরশ্যামে রসিকমহসী কস্য নো মোহনায় ॥৯২॥
প্রত্যঙ্গং দিব্য বাসঃ প্রসরতি মধুরাশ্চাতি নির্ভান্তি ভাসঃ
প্রেম্নো নানা বিকারাঃ প্রতিপদমধিকো মাধুরীণাং প্রবাহঃ।
সৌন্দর্য্যাম্ভোধি ভূমা নিরবধি রাত বর্দ্ধিষ্ণু কন্দর্প লৌল্যং
বৃন্দারণ্যেশয়োর্যে হৃদি দধতি পদং তান্নমো ভূরিভাগান্ ॥৯৩॥
গৌরশ্যাম সুনাগর দিব্য কিশোরদ্বয়ং সদা যত্র।
নব নব কেলি বিলাসৈ র্বিহরতি বৃন্দাবনং তদেব ভজ ॥৯৪॥
বৃন্দাবনমিব বৃন্দাবন মতি মধুরং তদেব বন্দেহহম্।
রাধাকৃষ্ণাবির তৌ রাধাকৃষ্ণৌ সদা রতৌ যত্র ॥৯৫॥

সেই কালিন্দীর বিপুল পুলিন—সেই বৃন্দাবন শোভা, সেই সুন্দর কদম্ব বৃক্ষ সমূহের ঘন ঘন সুশীতল ছায়া—সেই বৈদগ্ধীময় নববয়ঃ শোভা-যুক্ত সখীমণ্ডলী, এবং সেই গৌর শ্যাম রসিক বিগ্রহযুগল কাহার না মোহ জন্মাইয়া থাকেন ? ৯২ ॥

প্রতি অঙ্গে দিব্য সুগন্ধি বিস্তার হইতেছে—অতি মধুর প্রভা রাশি প্রকাশ পাইতেছে—প্রতি পদেই প্রেমের নানা বিকার ও মাধুরী প্রবাহ অতিশয় বৃদ্ধি পাইতেছে—সৌন্দর্য্য সমুদ্রের পরাকাষ্ঠা ও নিরন্তর রতি বর্দ্ধনশীল কন্দর্পচাঞ্চল্য প্রকট হইতেছে। যাঁহারা এই বৃন্দাবনাধীশ যুগলের পদকমল হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন—সেই মহাভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণকে নমস্কার করি ॥৯৩॥

যে স্থানে গৌরশ্যাম সুনাগর দিব্য যুগলকিশোর সর্ব্বদা নব নব কেলি বিলাসাদি সম্পাদন করিয়া বিহার করিতেছেন—সেই বৃন্দাবনেরই ভজন কর ॥৯৪॥

যে স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণেরই মত (অতুলনীয়) শ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্ব্বদা রমণ করিতেছেন (অথবা আসক্তচিত্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন,) সেই অতি মধুর শ্রীবৃন্দাবনেরই মত শ্রীবৃন্দাবনকে আমি বন্দনা করি ॥৯৫॥

জ্যোতিঃ কিঞ্চন জাজ্বলীতি পরমং মায়াগুণেভ্যঃ পরং
সান্দ্রানন্দ মনন্ত পার মমলং বিদ্যা রহস্যং মহৎ।
আদ্য প্রেম রসাত্ম তত্র সুচমৎকারাং মহামাধুরী-
ধারাং বিভ্রদুদোত ধাম পরম ভ্রাজিষ্ণু বৃন্দাবনম্ ॥৯৬॥
তত্রাশ্চর্য্যফল প্রসূনভরিতে স্বাশ্চর্য্য খেলং খগ-
ব্রাতানাং পরিতো মহাকলকলৈঃ কর্ণামৃতৌঘোপমৈঃ।
মাধ্বীমত্ত মধুব্রতাহহবলি কলধ্বানৈ র্মনোহারিভি-
র্দিব্যানেকলতা মহীরুহগণৈঃ কৃষ্ণপ্রিয়ৈ র্মণ্ডিতে* ॥৯৭॥
শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় দিব্য গন্ধ তুলসী ভেদৈ রনন্তৈ স্তথা
সন্তানৈ র্হরিচন্দনৈ রগণিতৈঃ কল্পদ্রুমাণাং বনৈঃ।
দিব্যানেক সুপারিজাত বিপিনৈ র্মন্দার বৃন্দৈ রপি
ভ্রাজিষ্ণৌ হরিবল্লভৈশ্চ বহুশো নীপৈঃ কদম্বৈ র্বৃতে ॥৯৮॥

মায়াগুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) ত্রয়ের ওপারে কোনও (অনির্ব্বচনীয়) পরম (ব্রহ্ম) জ্যোতিঃ জাজ্বল্যমান হইতেছে, তাহা গাঢ়ানন্দাত্মক, অনন্তপার, অমল, বিদ্যা রহস্য পূর্ণ এবং মহৎ। তদুপরি আদ্যপ্রেম রসাত্মক (শৃঙ্গাররস বহুল) সুচমৎকারজনক মহামাধুরী রাশির সহিত পরম দীপ্তিযুক্ত শ্রীধাম বৃন্দাবনই উদিত হইতেছেন ॥৯৬॥

সেই স্থল আশ্চর্য্য ফল পুষ্প পূর্ণ, চতুর্দ্দিকে আশ্চর্য্য খেলনমত্ত পক্ষিগণের কর্ণামৃতরাশিদায়ক মহা কলকল ধ্বনি মুখরিত, মধুপানোন্মত্ত ভ্রমরগণের মনোহারী অব্যক্ত মধুর ধ্বনিযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় দিব্য দিব্য অনেক বৃক্ষ লতা প্রভৃতি দ্বারা সংশোধিত ॥৯৭॥

অনন্ত অনন্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় দিব্য গন্ধ নানাবিধ তুলসীবৃক্ষ—অগণিত সন্তান, হরিচন্দন ও কল্পবৃক্ষ বন সমূহ—দিব্য দিব্য অনেক সুন্দর পারিজাত কানন ও মন্দার বৃক্ষসমূহ দ্বারা শোভিত—শ্রীহরিবল্লভ নীপ কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষগণ মণ্ডিত—॥৯৮॥

---

* এই তৃতীয় শতকের ৯৭ শ্লোক হইতে ৪র্থ শতকের ১৭ শ্লোক পর্য্যন্ত কুলক।

তত্তৎ কাঞ্চন হৈর মারকতল-সদ্‌বৈদূর্য্য বর্য্যস্থলী-
রঙ্গে মত্ত শিখণ্ডি মণ্ডল মহানন্দ স্ফুরত্তাণ্ডবে।
নানা চিত্র মৃগীগণৈঃ সচকিতা লোকেন চেতোহরৈঃ
শোভাং বিভ্রাত সর্ব্বতঃ প্রস্মরানন্তচ্ছটা সৌরভে ॥৯৯॥
কহ্লারোৎপল পুণ্ডরীক কুমুদাদ্যাশ্চর্য্য পুষ্পশ্রিয়া
মাদ্যচ্চিত্র বিহঙ্গ যূথ রচিতা ত্যানন্দ কোলাহলৈঃ।
দিব্যানেক সরিৎ সরোভি রসকৃচ্ছ্রীরাধিকা কৃষ্ণয়ো-
রাশ্চর্য্যৈঃ কলকেলিভিঃ সুমধুরে তৎ প্রেমসারাত্মভিঃ ॥১০০॥
জাতীকানন যূথিকা বন নব প্রোৎফুল্ল মল্লীবনৈ-
র্বাসন্তী নব কেতকী বন নব শ্রীমালতী কাননৈঃ।
যাবন্ত্যা বন ঝিণ্‌টিকা নব লসচ্ছেফালিকা কাননৈ-
রুন্মীলন্নব মালিকা নব বনৈঃ সুস্বর্ণ যূথী বনৈঃ ॥১০১॥
পুন্নাগৈঃ করবীরকৈ র্মরুবকৈঃ সৎকর্ণিকারৈর্লসৎ
কুঞ্জৈঃ কুন্দবনৈ রশোক বকুলৈ র্ভূর্চম্পকৈ শ্চম্পকৈঃ।

সেই সেই স্বর্ণ, হীরক, ইন্দ্রকান্ত প্রভৃতি খচিত বৈদূর্য্য মণি নির্ম্মিত সুন্দর স্থলীর রঙ্গমঞ্চ—মত্ত ময়ূর সমূহের মহানন্দজনক তাণ্ডবনৃত্য—চিত্তহারী নানা বিচিত্র মৃগীগণের সচকিত দৃষ্টিপাত—সর্ব্বদিকে বিস্তৃত অনন্ত সুগন্ধি দ্রব্যের শোভাযুক্ত—॥৯৯॥

কহ্লার, উৎপল, পুণ্ডরীক, কুমুদ প্রভৃতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পুষ্প শোভায় মত্ত বিচিত্র বিহঙ্গম সমূহের আনন্দ কোলাহল ধ্বনি মুখরিত—দিব্য দিব্য নদী সরোবরাদি বহুল, এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসারাত্মক বহু আশ্চর্য্য অব্যক্ত রসময় কেলি বিলাসাদি দ্বারা সুমধুর—॥১০০॥

জাতীকানন, যূথিকাবন, নব প্রস্ফুটিত মল্লিকাবনাদি—বাসন্তীবন, নব কেতকীবন, নব সৌন্দর্য্য পূর্ণ মালতীকানন সমূহ, যাবন্ত্যাবন, ঝিণ্‌টী-বন, নূতন শোভমান শেফালিকা কানন—বিকাশোন্মুখ নব মালিকার নব বন, সুন্দর স্বর্ণযুথিকার বনাদি দ্বারা সংশোভিত—॥ ১০১ ॥

অম্লানৈঃ স্থল পঙ্কজৈ র্দমনকৈ র্দিব্যৈঃ শিরীষদ্রুমৈঃ
সর্ব্বর্ত্তু প্রবিকাশিভি র্নব নবামোদৈ র্মনোহারিণি ॥১০২॥

কহ্লারোৎপল পদ্ম কৈরবমুখাঽ সংখ্য প্রসূনৈঃ স্ফুটৈঃ
হংসৈঃ সারস চক্রবাক মিথুনৈঃ কারণ্ডবাদ্যৈঃ খগৈঃ।
অত্যানন্দ মদোরু খেলন কলধ্বানৈ র্মহারম্যয়া
ভৃঙ্গীযূথশতৈ র্ভ্রমদ্ভি রভিতো গুঞ্জদ্ভি রামঞ্জুলে ॥১০৩॥

আশ্চর্য্যৈ র্হরিরাধিকা বিহরণৈঃ কন্দর্প দর্পোদ্ধুরৈঃ
শুদ্ধ শ্যাম রস প্রবাহ লহরী বিস্ফূর্জ্জদাবর্ত্তয়া।
পীযূষাধিক মাধুরী ভর ধুরীণা স্বাদ্য শীতাম্ভসা
কালিন্দ্যা বর রত্ন বদ্ধ তটয়া ক্রোড়ীকৃতে দিব্যয়া ॥১০৪॥

আশ্চর্য্যৈ র্মণি পর্ব্বতৈ রতি মহাশোভাঢ্য সৎ কন্দরৈ-
শ্চিজ্জ্যোৎস্নামৃত নির্ঝরৈঃ কনক রত্নাম্ভঃ সরিচ্ছোভিতৈঃ।

পুন্নাগ, করবীর, মরুবক, সুন্দর কর্ণিকার, মনোহর কুব্জ (পুষ্প বৃক্ষ বিশেষ,) কুন্দবন, অশোক, বকুল, ভূমিচম্পক, চম্পক, অম্লান স্থলপদ্ম, দমনক, দিব্য দিব্য শিরীষ বৃক্ষ প্রভৃতি সর্ব্ব ঋতুতে বিকাশশীল নব নব গন্ধযুক্ত পুষ্প বৃক্ষরাজি দ্বারা মনোহারী—॥১০২॥

কহ্লার, উৎপল, পদ্ম, কৈরব প্রমুখ অসংখ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পের গন্ধে এবং হংস, যুগলিত সারস চক্রবাক প্রভৃতি ও কারণ্ডবাদি পক্ষি নিচয়ের অতি আনন্দ মদ হেতু বহু বহু খেলাজনিত কলকল ধ্বনিতে মহারমণীয়। ইতস্ততঃ সঞ্চরমান ভ্রমরীগণের শত শত যুথের গুঞ্জন দ্বারা সম্যক মঞ্জুল—

শ্রীরাধাকৃষ্ণের আশ্চর্য্যজনক কাম দর্পময় বিবিধ বিহার দ্বারা সংব্যাপ্ত; বিশুদ্ধ শ্যামরস (শৃঙ্গার) প্রবাহ তরঙ্গযুক্ত আবর্ত্ত (ঘূর্ণা) বহুলা, অমৃত হইতেও অধিকতর মাধুর্য্যময় অতি উৎকৃষ্ট আস্বাদ্য শীতল জল পূর্ণা, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রত্ন সমূহ দ্বারা খচিত তট বিশিষ্টা ও দিব্যা শ্রীকালিন্দী কর্ত্তৃক ক্রোড়ীকৃত—(এই বৃন্দাবনে······)···॥ ১০৩-১০৪ ॥

প্রত্যগ্রাদ্ভুত বল্লি মণ্ডপবরৈ রাশ্চর্য্য রত্ন দ্রুমৈ
র্নানা রত্নময় স্ফুরৎ খগমৃগৈ রন্যাদ্ভুতৈঃ শোভিতে ॥১০৫॥
উন্মীল তদুপত্যকোদিত রহো বল্লীগৃহৈ র্ভূষিতে
ভ্রাজন্মোহন পুষ্পবাটিক উরু শ্রীমৎ স্থলী চিত্রিতে।
প্রোন্মীল দ্রসপুঞ্জ রঞ্জিত মহা কুঞ্জাবলী মঞ্জুলে
শ্রীশ্যামেন সহালি তদ্দয়িতয়া ক্লিপ্তে চ দিব্যে বনে ॥১০৬॥
নানা দিব্য বিচিত্র বর্ণ তনুভি র্দিব্যাঙ্গরাগস্রগা-
কল্পৈ র্দিব্য কিশোর মোহন বয়ঃ শোভা চমৎকারিভিঃ।
দিব্যানেক কলাতি কৌশল কৃতা নন্দৈর্নিজ প্রেয়সোঃ
প্রেমান্ধৈঃ পরিমণ্ডিতেঽতিললিতে রাধাসখী মণ্ডলৈঃ ॥১০৭॥

আশ্চর্য্য মণিময় পর্ব্বতরাজি, তাহাতে আবার অতি মহা শোভাপূর্ণ গহ্বর, চিজ্জ্যোৎস্নার অমৃত নির্ঝর এবং স্বর্ণরত্নময় জলযুক্ত নদী সমূহ দ্বারা সংশোভিত—নূতন অদ্ভুত লতাগৃহাবলি, আশ্চর্য্য রত্ন বৃক্ষ সমূহ, নানা রত্নময় খগমৃগ সংব্যাপ্ত এবং এবম্বিধ অন্যান্য অদ্ভুত বস্তু নিচয় দ্বারা শোভিত....॥ ১০৫ ॥

তাহাতে প্রকাশ্যমান উপত্যকা স্থিত নির্জন লতাগৃহ সমূহ দ্বারা ভূষিত ; দীপ্তিশীল মোহন পুষ্পবাটিকারাজি দ্বারা ও বহু শোভা পূর্ণ স্থান সমূহ দ্বারা বিচিত্রিত ; উদীয়মান রস সমূহ দ্বারা রঞ্জিত মহাকুঞ্জাবলি কর্ত্তৃক মঞ্জুল (মনোহর ;) সখীগণ সহ শ্রীশ্যামসুন্দর ও তাঁহার দয়িতা শ্রীরাধা কর্ত্তৃক উপকল্পিত (অঙ্গীকৃত) এই দিব্য বনে..... ......॥ ১০৬॥

নানা দিব্য বিচিত্র বর্ণ দেহ, দিব্য অঙ্গরাগ, মাল্য বেশাদি দ্বারা,—দিব্য কিশোর মোহন বয়সের শোভা চমৎকারাদি দ্বারা,—দিব্য নানা কলার (বিদ্যার) অতি কৌশলজনিত আনন্দ দ্বারা,—নিজ প্রিয়তমযুগলের প্রেমে অন্ধ শ্রীরাধা সখীমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিশোভিত, অতি ললিত....॥১০৭॥

চারুশ্রোণিভরৈর্বলিত্রয় বলৎ ক্ষামোদরৈর্মোহনা-
কার শ্রীস্তনযুগ্ম কঞ্চুকলসন্মুক্তাবলী মণ্ডিতৈঃ।
তাটঙ্ক দ্যুতিদীপ্তগণ্ড মুকুরৈঃ শ্রীনাসিকাগ্র স্ফুর-
দ্রত্ন স্বর্ণ নিবদ্ধ মৌক্তিক বরৈঃ কান্ত্যা জগন্মোহনৈঃ ॥১০৮॥
প্রেষ্ঠ দ্বন্দ্ব মহাপ্রসাদ বসনাহঽকল্পস্রগাদ্যুজ্জ্বলৈ-
স্তপ্ত স্বর্ণ সুগৌরমোহন তনু জ্জ্যোতি র্জগৎ পূরকৈঃ।
রাধাকৃষ্ণ পদারবিন্দ পরম প্রেমৈক জীবাতুভি-
স্তত্তদ্দিব্য নিজাধিকার কলয়া প্রাণদ্বয় প্রীণনৈঃ ॥১০৯॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতী বিরচিতে
তৃতীয়ং শতকম্

সেই সখীগণেরও আবার শ্রোণী (কটিদেশ) অতি সুচারু, বলিত্রয়-যুক্ত ক্ষীণ উদর, মোহনাকার সুন্দর স্তনযুগলের উপরের কঞ্চুকে (কাঁচুলিতে) মুক্তাবলির শোভা প্রতিফলিত; তাটঙ্কের দীপ্তিতে তাঁহাদের গণ্ডদেশ উদ্দীপ্ত—সুন্দর নাসাগ্রভাগে রত্ন স্বর্ণ নিবদ্ধ মুক্তাবর স্ফুর্তি প্রাপ্ত হইতেছে, এবং তাঁহদের কান্তি জগন্মোহন করিতেছে॥ ১০৮॥

তাঁহারা প্রিয়তম যুগলের মহাপ্রসাদ, বস্ত্র, বেশ, মাল্যাদি ধারণ করিয়া উজ্জ্বল হইয়াছেন—তপ্ত সুবর্ণবৎ সুগৌর মোহন দেহ কান্তিতে জগৎপূর্ণ করিতেছেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ পদারবিন্দে পরম প্রেমই তাঁহাদের একমাত্র জীবাতু (জীবনৌষধি) এবং সেই সেই নিজ অধিকৃত কলাবিদ্যা দ্বারা প্রাণপ্রিয়তম দ্বয়কে প্রীত করিতেছেন॥ ১০৯॥

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃতের
তৃতীয় শতক

সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব গ্রন্থগুচ্ছ

১। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৪০৲

২। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য ৮৲

৩। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন ৭৲

৪। ঐ (২য় খণ্ড) ৫৲

৫। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ

৬। আশ্চর্যরাসপ্রবন্ধ ১।০

৭। শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা ১৲

৮। ধাতুসংগ্রহ ।০

৯। শ্রীসুরত কথামৃত ১৲

১০। নিকুঞ্জকেলি বিরুদাবলী ১।০

১১। সিদ্ধান্তদর্পণ ১৲

১২। মুক্তাচরিত (পয়ার) ১৲

১৩। শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী ১৲

১৪। কাব্য কৌস্তুভ ১॥০

১৫। শ্রীগোবিন্দ রতি মঞ্জরী ১৲

১৬। দশশ্লোকীভাষ্যম্ ১৲

১৭। সাধন দীপিকা ২৲

১৮। আর্য্যাশতকম্ ৸০

১৯। গৌরচরিত চিন্তামণি ১॥০

২০। গীতচন্দ্রোদয় ২॥০

২১। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ ১৸০

২২। সঙ্গীতমাধব ২৲

২৩। মুরারিগুপ্তের করচা ৩।০

২৪। ব্রহ্মসংহিতা (সটীক) ১৲

২৫। প্রেয়োভক্তিরসার্ণব ২।০

২৬। শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয় ২॥০

২৭। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব ১।০

২৮। শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত (মূল) ৩৲

২৯। শ্রীগোবিন্দবল্লভনাটক ২৲

৩০। রসকলিকা ১৸০

৩১। শ্রীপ্রবোধব্যাকরণম্ ১॥০

৩২। শ্রীচৈতন্যমত মঞ্জুষা ৫৲

৩৩। শ্রীনামামৃত সমুদ্র ।০

৩৪। বৈষ্ণবানন্দিনী ১৸০

৩৫। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি ১৫৲

৩৬। হরিভক্তিতত্ত্বসার ২৲

৩৭। প্রযুক্তাখ্যাত মঞ্জরী ॥০

৩৮। শ্রীনিবাসাচার্য গ্রন্থমালা ॥০

৩৯। গীতগোবিন্দ ৩৲

৪০। শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত ১৸০

৪১। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১৫৲ স্থলে ১২৲